শিবাজী

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ

নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮(পু:১০৫) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

মূল্য পাঁচ টাকা

অভিনয় করবেন ? না দেশের সেবা করবেন ?
দুটো আশাই আপনার পূর্ণ করবে :—

নাট্যকার শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত
মাধবী নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত
বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক

রক্ত দিয়ে কিন্‌লাম

হীরা জহর, মণি-মাণিক, টাকা কড়ি দিয়ে কেনা যায় অনেক কিছুই, কিন্তু রক্ত দিয়ে কেনার বস্তু কি আছে ? তা জানতে হ'লে কিনে নিয়ে যান "রক্ত দিয়ে কিনলাম" অভিনয় করুন "রক্ত দিয়ে কিন্‌লাম।" নিজে সাফল্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রক্ত দিয়ে দেশের চাহিদে দেশবাসীকে উপহার দিন "রক্ত দিয়ে কিনলাম," দাম ৩'৫০ টাকা।

শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত

নাগিনীর বিষ

অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর গৌরবাধার কাল্পনিক নাটক

"নাগিনীর বিষ" নামেই নাটকের পরিচয়। অঙ্গে অঙ্গে বুকে বুকে বিষ। তবে সত্যিকারের নাগিনীর বিষ নয়, এ বিষ নাগিনীর মত ক্রুর মানুষের। রাজা বিনাজিত আর রাণী কঙ্কাবতীর জীবনে বিষ ঢেলে দিল বিরূপাক্ষ আর রণরাও। ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠল বিষবৃক্ষ। ফুল হল, ফল ধরল। সেই বিষাক্ত ফল খেয়ে বিনাজিতের আজন্মের বন্ধু রাজা শক্তি শত্রু হয়ে গেল চক্র। তাই সব্যসাচী হল পর। কঙ্কাবতীর নবজাত কন্যার হল নির্বাসন। কারাগারে জীবন দিল মধুরাও আর কন্যা। কিন্তু সত্যিই কি রাণী কন্যা মৃত। উন্মাদ রাজা বিনাজিতের নয়ন কাছে ছায়ামূর্ত্তি রূপিণী যে নারী ঘুরে বেড়ায় সে কে ? শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত অদম্য কৌতুহল জাগ্রত রাখবার মত নাটক নাগিনীর বিষ। অভিনয় করুন, পড়ুন...দাম ৩'৫০

—প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮নং (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৬

প্রকাশের অপেক্ষায়

ভৈরববাবুর
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা,
মাটির কেল্লা, পদধ্বনি,
রক্তে বোনা ধান।

ব্রজেনবাবুর
পাপের ফসল।

গৌর ভড়ের
জলসাঘর, জীবন্ত কবর।

দেবেন নাথের
প্রাচীর।

অনিল দাসের
তীর ভাঙা ঢেউ।

—প্রচ্ছদ—
রঞ্জিত দত্ত

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

হুগলী জেলার উজ্জ্বল রত্ন, দেশ-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহি,

দানি-কর্ম্মী, উদার, মহান, চিরস্মরণীয় আঁইয়াবাসী

স্বর্গীয় কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতিস্তম্ভোপরি আমার এই ক্ষুদ্র

প্রীতি মাল্যখানি সসম্মানে

অর্পণ করিলাম।

ইতি—

আনন্দময়।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

স্বর্গের সিংহাসন বা মেঘমুক্তি—ভারতখ্যাত একালের বলিষ্ঠ লোক নাট্যকার শম্ভুবাগের একটি বিশিষ্ট অবদান। এই নাটকে পুরাণের গতানুগতিকতাকে ভঙ্গ করে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীকে তুলে ধরা হয়েছে। দেবতাদের স্বার্থরক্ষায় হীন কৌশল, দানবের বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম—এ যেন এ যুগের শ্রেণী সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃত্রাসুরের পৌরুষ—রুদ্রপীড়ের বীরত্ব ও মহানুভবতা—দেবদানবের মিলন সেতু রক্ষায় মিতার আত্মদান—শচীর অন্তর্দ্বন্দ্ব—ঐন্দ্রিলার হাহাকার এ নাটকের প্রধান উপজীব্য। এককথায় বলা চলে এ যেন পুরাণের কোন কথা নয়। এ যেন এ যুগের সমাজ জীবনের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। ছত্রে ছত্রে ভাষার যাদু। অল্পলোকে অভিনয় করা যায়। দাম ৩·৫০ টাকা।

জবচার্ণক—শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত। শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর বিজয় দুন্দুভি। ঐতিহাসিক নাটক। সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলকাতার চমকপ্রদ নাট্যরূপ। সম্রাট আলমগীরের মোগল মসনদের গর্ব্বে যখন ভাঙনের ঢেউ লেগেছে তখন দূর মহাসাগরের দ্বীপ দেশের ছেলে জবচার্ণক এসে দাঁড়ালেন গঙ্গা নদীর তীরে। জাতীতে ইংরেজ, ধর্ম্মে ক্রেশ্চান। কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয় তিনি মানুষ। তাই হুগলীর ফৌজদার আব্দুল গণির বিরূপ ভাজন হয়ে আশ্রয় দিলেন দস্যুর মেয়ে বিপন্না মুকুলতাকে। গর্জ্জে উঠলেন ভৈরব শিরমণী। ফৌজদারের কাছে অভিযোগ জানালেন। ফৌজদারের ক্রোধানলে ভস্মিভূত হল ইংরেজ কুঠী। রাতের অন্ধকারে চার্ণক মুকুলতা আর লীলাময়ীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সুতানুটী। কালাচাঁদের হাতের ছুরী ঝকমক করে ওঠলো। বুক পেতে দিলেন চার্ণক। দাম ৩৫০ টাকা।

দ্বিতীয় সেকেন্দার—শম্ভুবাগ রচিত। তরুণ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। কে এই দ্বিতীয় সেকেন্দার? অভিশপ্ত দিল্লীর মসনদের লোভে হারিয়ে গেল রুকনুদ্দিন? শাহানার জীবনটা বিষাক্ত হ'য়ে গেল আলাউদ্দিন ও রুকনুদ্দিনের—স্বামী ও ভাইয়ের দ্বন্দ্বে! রক্তে ভেসে গেল দিল্লীর প্রাসাদ। কৈমার্সের প্রতিহিংসা আর ভবানীরায়ের প্রভুপুত্র প্রীতি, মালিকাজাহানের অন্তর্বেদনাময় বাৎসল্য আর দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের এক সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নে ভোর হল সেদিনের দিল্লীর রাত। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

ভূমিকা

যাত্রা জগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক মারাঠাবীর শিবাজীর ারবের কাহিনী ভারত ইতিহাসের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। প্রবল প্রতাপশালী মোগল পাঠানের অমানুষিক-অত্যাচারে হিন্দুর ধর্ম যেদিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই ধর্ম বিপ্লবের যুগ সন্ধিক্ষণে আর্য্য-সবিত ভারতের পুণ্য মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিল সত্যিকারের একটি মানুষ মহাবীর শিবাজী। তার বীরত্ব ও প্রতিভায় দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য তাই দেশ মাতৃকার মহান সন্তান মারাঠা বীর অপূর্ব আকাঙ্খা লইয়া জীবনের মহাব্রতকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া মাটির বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নাটকখানির অভিনয়ে যদি ভারতের নর-নারীর প্রাণে জাতীয় ভাব জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিবাজী যাত্রা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, কলিকাতার নিউ গণেশ অপেরার স্বত্বাধিকারী মান্যবর শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ ও শিল্পীবৃন্দের অভাবনীয় প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমান সংস্করণে কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করা হইল। আশা করি ইহাতে নাটকের গতি ও অভিনয় সৌকর্য্য আরও বৃদ্ধি পাবে। নাটকের গানগুলি রচনা করিয়াছেন প্রখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়।

ইতি—

আনন্দময়

পরিচয়

—পুরুষ—

শিবাজী	মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা।
শম্ভাজী	ঐ পুত্র।
তানাজী	ঐ সেনাপতিগণ।
চন্দ্ররাও	
রঘুনাথ	
মালজী	
ঔরঙ্গজেব	ভারত সম্রাট।
মোয়াজীম	ঐ পুত্র।
জয়সিংহ	ঐ সেনাপতিগণ।
যশোবন্তসিংহ	
দিলীর খাঁ	
সায়েস্তা খাঁ	
রামসিংহ	জয়সিংহের পুত্র।
আনোয়ারী	ছদ্মবেশী মারাঠা।
জনার্দ্দন	শিবাজীর পুরোহিত।

—স্ত্রী—

ভবানী—আত্মাশক্তি।

জিজাবাঈ	শিবাজীর মাতা।
সরযূ	জনার্দ্দনের পালিত কন্যা।
লক্ষ্মীবাঈ	চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী।
সুরাইয়া	বাঈজী।

১৩৮২ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক

... দে'র (ঐতিহাসিক পালা)

বাংলার বাঘ

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

শিবাজী—শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বালক শিবাজী—শ্রীফণিভূষণ নস্কর।

বালক তানাজী—শ্রীশচীন আচার্য্য।

বালক মালজী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর দোলুই।

শম্ভাজী—শ্রীঅমূল্য মাজি।

তানাজী—শ্রীঅহি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও—শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রঘুনাথ—শ্রীকালী বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীললিত দাস।

ঔরঙ্গজেব—শ্রীফণি গাঙ্গুলী ও শ্রীনন্দ ঘোষাল।

মোয়াজীম—আনন্দময় বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীসত্য পাঠক।

জয়সিংহ—নটকেশরী শ্রীভোলানাথ পাল।

যশোবন্ত সিংহ—শ্রীরাখাল সিংহ।

দিলীর খাঁ—শ্রীসুজিত পাঠক।

সায়েস্তা খাঁ—শ্রীশুভঙ্কর গুহ ও শ্রীসতিশ আচার্য্য।

রামসিংহ—শ্রীশচিন আচার্য্য।

আনোয়ারী—শ্রীশশী অধিকারী।

জনার্দ্দন—শ্রীসুধীর দাস ও শ্রীবিনোদবিহারী খাড়া।

ভবানী—শ্রীশশাঙ্ক আচার্য্য।

জিজাবাই—শ্রীসতীশ মাজি।

সরযু—শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

লক্ষ্মীবাই—শ্রীসন্তোষ বসু।

সুরাইয়া—শ্রীমুকুল বসু।

———

শিবাজী

প্রস্তাবনা।

পুণা উপত্যকা।

শিকারীবেশে মাওলা বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত।

চুপ্ টি ক'রে চল্ এগিয়ে, ছাড়িস্ নাকো হাঁক,
একটুখানি সাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে বাঘ।
নজর রেখে চারদিকেতে
চল এগিয়ে নিঃসাড়েতে,
দেখিস যেন ভয়ের চোটে ফস্কে না যায় তাক।
মেরে আজ দুষমনরে নেচে নেচে ফিরবো ঘরে,
মোদের দেখে হকচকিয়ে হবে সব অবাক।

[দ্রুত সকলের প্রস্থান।

শিকারীবেশে শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। কোথায় পালাবি তুই হিংস্র শার্দ্দুল। আমি তোকে যমালয়ে পাঠাব। [ধনুকে শর যোজনা করিলেন]

শিকারীবেশে তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। ধনুক নামাও শিকারী—

শিবাজী। কে তুমি?

তানাজী। পাহাড়িয়া মাওলা।

শিবাজী। কোন্ সাহসে তুমি আমার শিকারে বাধা দাও?

তানাজী। ও শিকার তোমার নয়,—আমার। আমারই তাড়ায় ও ছুটে পালাচ্ছে।

শিবাজী। না, ও শিকার তোমার নয়—আমার।

তানাজী। কেন? তোমার গায়ে কতকগুলো চক্‌চকে হীরা জহরতের পোষাক আছে বলে?

শিবাজী। ভদ্রভাবে কথা বল পাহাড়ী।

তানাজী। আমরা অসভ্য ছোট জাত, তাই তোমাদের কথা আমাদের মুখে মানায় না।

শিবাজী। কে বলেছে তোমরা ছোট জাত? মনে মনে তোমরা নিজেকে ছোট ভাব, তাই জগতের চোখে তোমরা ছোট হ'য়ে থাকো।

তানাজী। বড় হ'তে ত আমরাও চাই; কিন্তু—উপায় কই?

শিবাজী। উপায় আমিই দেখিয়ে দেবো।

তানাজী। তুমি! তোমার পরিচয়?

শিবাজী। আমি সাহজী ভোঁসলার পুত্র। নাম শিবাজী—

তানাজী। বিজাপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ সাহজীর পুত্র তুমি?

শিবাজী। হ্যাঁ বন্ধু, আমার জীবনে এ এক পরম লজ্জা।

তানাজী। কেন?

শিবাজী। যে অত্যাচারী আদিলশাহি ফৌজ দিনের পর দিন ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ধন রত্ন লুণ্ঠন করে তোমাদের মা-ভগ্নীর উপর অত্যাচার করেছে, আমার পিতা তাদেরই সেনাপতি।

তানাজী। কুমার—

শিবাজী। কুমার নয় ভাই—বল বন্ধু—বল শিবা—

তানাজী। তুমি এত মহৎ—

শিবাজী। না! আমি তোমাদেরই মত সামান্য মানুষ।

তানাজী। পরের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে—সে সামান্য নয়,—সে দেবতা।

শিবাজী। না ভাই, আমি দেবতা হয়ে দূরে থাকতে চাই না, মানুষ হয়ে কাছে থাকতে চাই। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে বুকে নিতে চাই। [তানাজীকে আলিঙ্গন করিলেন]

শিকারীবেশে মালজীর প্রবেশ।

মালজী। তানাজী, বাঘটা এদিকেই আসছে। শিকারের জন্য প্রস্তুত হও—

তানাজী। শিকার করা আমার হয়ে গেছে। এই দেখ, আমার শিকার। [শিবাজীকে দেখাইল]

মালজী। কে?

তানাজী। শিবাজী।

মালজী। শিবাজী!

তানাজী। হ্যাঁ ভাই, সাহজী মহারাজের পুত্র আমাদের বন্ধু—

শিবাজী। শুধু বন্ধু নয়, সহোদর ভাই—

মালজী। তুমি রাজপুত্র হয়ে অসভ্য পাহাড়িয়াদের ভাই হবে?

তানাজী। মালজী আজ আমরা পরশ পাথর পেয়েছি। এর ছোঁয়ায় সমস্ত লোহা এবার সোনা হয়ে যাবে।

মালজী। কিন্তু ওই বাঘ—

শিবাজী। তিনজনে একসঙ্গে আক্রমণ করে, ওকে বধ করবো। যাও ভাই—

তানাজী। তাই বলে যখন কোল দিয়েছ, তখন জীবন দেবো। এসো মালজী—

[তানাজী ও মালজীর প্রস্থান।

শিবাজী। কত সরল এরা! তবু এরাই থাকে সভ্য মানুষের পায়ের নীচে,—[অগ্রসর] এই সেই হিংস্র শার্দ্দুল! [ধনুকে শর যোজনা করিলেন] ওরে নরখাদক! এইবার তোর পশু জীবনের অবসান হোক্। [তীর ছুঁড়িলেন]

সহসা ভবানীর আবির্ভাব।

ভবানী। শিব—[প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শিবাজী মন্ত্র-মুগ্ধের মত উত্তর দিতে লাগিলেন]

শিবাজী। কে তুমি?

ভবানী। কিরূপে আমাকে দেখ্‌ছ?

শিবাজী। মাতৃরূপে—

ভবানী। সেই মাতৃজাতিকে যদি কেউ অপমান করে?

শিবাজী। সে আমার দেশ, ধর্ম্ম, জাতির শত্রু।

ভবানী। কি শাস্তি দেবে?

শিবাজী। প্রাণদণ্ড—

ভবানী। পারবে সে দণ্ড দিতে?

শিবাজী। পারব। যদি শক্তি পাই—

ভবানী। আমি তোমায় শক্তি দেব—

শিবাজী। কে তুমি?

ভবানী। তোমার পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্যা দেবী ভবানী!

শিবাজী। [সহসা চমকাইয়া উঠিলেন] মহামায়া! আমি কি

পারবো মা, এই কঠোর ব্রত পালন করতে? আমি নিঃস্ব, অসহায়। কোথায় পাবো আমি সে শক্তি?

ভবানী। গীত।

শক্তি রয়েছে ঘুমায়ে তোমার, জাগায়ে তোলগো তারে।
তোমায় ভুমিয়ে দেখনি চাহিয়া, চেন নাই আপনারে।
যে বিজলী থাকে মেঘের মাঝারে
প্রকাশের আগে কে দেখে তাহারে?
সময় হয়েছে জেগে উঠো বীর, প্রলয়ের হুঙ্কারে।
আমার করুণা বরষার মতো
তোমার উপরে ঝরিবে সতত।
কোন বাধা আর তোমার গতিরে পারিবে না রোধিবারে।

শিবাজী। শক্তি দাও মা—শক্তি দাও। আমি যেন গো-ব্রাহ্মণ, দেব-দেবী মূর্ত্তি, আর মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করতে পারি।

ভবানী। তবে ধর এই মহাঅস্ত্র। এই অস্ত্রই চিরদিন তোমায় জয়যুক্ত করবে। [শিবাজীকে অস্ত্রদান]

শিবাজী। [নতজানু হইয়া অস্ত্রগ্রহণ] কিন্তু আমি তোমাকে কি দেবো মা? নিয়ে যাও সন্তানের এই সভক্তি প্রণাম। [প্রণাম করিলেন, সহসা ভবানীর অন্তর্দ্ধান। শিবাজী উঠিয়া ভবানীকে ডাকিতে লাগিলেন।] মা—মা—কই মা—কোথা মা?

দ্রুত জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। সন্ধ্যে হয়ে আসচে। এখুনি প্রবল বেগে বৃষ্টি নামবে। হয়ত ঝড়ও উঠবে। চল বাবা, বাড়ী চল—[উভয়ে চলিতে লাগিলেন]

শিবাজী। অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে এই দেশকে কি রক্ষা করা যায় না মা?

জিজাবাঈ। কেন যাবে না? কিন্তু সে শক্তিমান পুরুষ কোথায় যে নিঃস্বার্থভাবে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে? এ দেশের অধিবাসীরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, পরতে পায় না, আর তাদেরই অর্থ শোষণ করে রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশারা রাজভোগ খাচ্ছে। কে দাঁড়াবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে?

শিবাজী। আমি দাঁড়াবো মা।

জিজাবাঈ। তুমি দাঁড়াবে?

শিবাজী। আমার দীন-দরিদ্র দেশবাসীকে রক্ষা করতে ওই সর্ব্বগ্রাসী রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব মা। কোন বাধা আমি মানবো না।

জিজাবাঈ। পারবে পুত্র?

শিবাজী। পারব মা।

জিজাবাঈ। শিবা!

শিবাজী। মা! পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্যা দেবী ভবানীর অভয় পেয়েছি, আশীর্ব্বাদ পেয়েছি এই অস্ত্র। তুমি আমায় অনুমতি দাও মা, আমি এগিয়ে যাই আমার পতিত জাতিকে উদ্ধার করতে।

জিজাবাঈ। যাও পুত্র! তোমার ক্ষুদ্র মানব জীবন পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণে উৎসর্গ কর। ধ্বংস কর অত্যাচারী বিজাপুর সুলতান মহম্মদ আদিলশাহকে।

শিবাজী। কিন্তু আমার পিতৃদেব যে ওই বিজাপুর সুলতানেরই সেনাপতি মা।

জিজাবাঈ। বিজাপুর ফৌজ যখন হিন্দুর দেব মন্দির ধ্বংস করে,

ত শত মাতৃজাতির ধর্ম্ম নষ্ট করে, তোমার পিতা তখন বিজাপুর দরবারে বসে সুলতানের দেওয়া মিঠা পান খান!

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। মনে রেখো পুত্র, অন্যায়, যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা দুজনেই সমান অপরাধী।

শিবাজী। তবে আর দ্বিধা নেই মা। আমি এই বিজাপুরকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। মা! মাতৃজাতির উপর যারা অত্যাচার করবে, তোমার শিব্বা তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

জীর্ণ মলিনবেশে জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। গীত।

এই কথা যেন চিরদিন থাকে স্মরণে।
অত্যাচারীরে কভু না ক্ষমা জীবনে।
মাতৃজাতির অপমান,
আজ হ'তে হোক অবসান,
দেউলে দেউলে বাজুক আবার শঙ্খ-ঘণ্টা সঘনে।
তোমার বজ্র গরজনে
জাগাও সকল অচেতনে,
হাসিমুখে সবে করুক বরণ হয় জয়, নয় মরণে।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ!

জনার্দ্দন। বিজাপুর সৈন্যের অত্যাচারে সর্ব্বশান্ত হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি মা।

জিজাবাঈ। কি চাও তুমি ব্রাহ্মণ?

জনার্দ্দন। একটু আশ্রয়। তারপর মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য আমার কঠোর সাধনায় মা ভবানীকে ভীমা ভৈরবীর বেশে জাগিয়ে তুলবো।

জিজাবাঈ। উত্তম। আজ থেকে আপনাকে ভবানী মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করলুম।

জনার্দ্দন। ধন্য তুমি মা! শিব্বা তুমি দীর্ঘজীবী হও। মুসলমানের অত্যাচার থেকে পৃথিবীর আদি সনাতন হিন্দু জাতিকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

শিবাজী। বিজাপুরের এ অত্যাচারের শাস্তি আমি দেব মা—

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। শিব্বা—শিব্বা—চেয়ে দেখ পাহাড়ের নীচ দিয়ে বিজাপুরের সৈন্যরা চলেছে পণ্টরপুরের বিঠোবা মন্দির ধ্বংস করতে।

শিবাজী। আদেশ দাও মা—আমি ওদের গতিরোধ করি।

জিজাবাঈ। যাও পুত্র, তোমার কিশোর বাহিনী নিয়ে ছুটে যাও তুমি দাক্ষিণাত্যের জাগ্রত দেবতা বিঠোবার মন্দির রক্ষা করতে।

শিবাজী। তানাজী! সৈন্যদল প্রস্তুত কর। [তানাজী ও শিবাজী জিজাবাঈকে প্রণাম করিলেন]

জিজাবাঈ। যদি বিঠোবার মন্দির রক্ষা করতে না পার, তাহলে আর আমাকে মা বলে ডেকো না।

শিবাজী। তানাজী! বল ভাই, জয় মা ভবানী—

সকলে। জয় মা ভবানী—

[তানাজী ও শিবাজীর প্রস্থান।

জিজাবাঈ। স্বামি! আমাকে বিশ্বাস করে যে অমূল্য রত্ন গচ্ছিত রেখেছো, তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী হ'য়ে তাকে আমি ভীরু কাপুরুষ করে রাখব না। তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য তুমি বিজাতির পায়ে ডালি দিয়েছ—তোমার পুত্রকে আমি এমনভাবে গড়ব, যাতে ভারতের ঘরে ঘরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—পুরুষসিংহ শিবাজীর নাম।

[প্রস্থান।

বার বছর পরে

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী—মন্ত্রণা কক্ষ।

দিলীর খাঁ ও যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। মন্ত্রণা কক্ষে আমাদের সাদর আহ্বানের কারণ কি খাঁ সাহেব?

দিলীর। মনে হয় নূতন কোন অভিযানের জন্য সম্রাট আমাদের আহ্বান করেছেন।

যশোবন্ত। সম্রাট কি মধ্য চীন জয় করতে চান?

দিলীর। সম্রাটের মনোভাব আমি ঠিক জানি না মহারাজ।

যশোবন্ত। জগদীশ্বর ছাড়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মনোভাব আর কেউ জানে না খাঁ সাহেব।

সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। আমরা কেউই যখন জগদীশ্বর নই তখন তা আলোচনা আমাদের অনধিকার চর্চা।

যশোবন্ত। তা ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি, ঈশ্বর আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।

সায়েস্তা। মহারাজের মনের মধ্যে দেখছি বিষের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে।

যশোবন্ত। খাঁ সাহেব জ্যোতিষ বিদ্যাও জানেন নাকি?

সায়েস্তা। ও কাফেরের বিদ্যা, আমাদের জানা পাপ।

যশোবন্ত। এত পাপ-পুণ্য জ্ঞান নিয়ে মক্কায় না গিয়ে এখনো সংসারে বাস করছেন কি করে?

সায়েস্তা। সময় হলেই যাব।

যশোবন্ত। সময় যদি আজও না হ'য়ে থাকে তবে তা হ'বার আর আশা নেই খাঁ সাহেব।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। সম্রাট এখনো মন্ত্রণা কক্ষে আসেন নি?

দিলীর। আসুন মহারাজ। আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা কচ্ছি।

জয়সিংহ। আমার জন্য?

ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ মহারাজ! [সকলে কুর্ণিশ করিলেন] আপনাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোন আলোচনাই হতে পারে না।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—[ঔরঙ্গজেবের মুখের দিকে চাহিলেন]

ঔরঙ্গজেব। বলুন মহারাজ···একি! মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

জয়সিংহ। দেখছি, জাঁহাপনা আজ একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ জয়সিংহ বুদ্ধিমান।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুকম্পায় আমি ধন্য।

ঔরঙ্গজেব। কিন্তু আমি ভাবতে পারি না রাজা যে, আপনাদের মত বিচক্ষণ বন্ধু থাকতেও আমি নিজেকে এত অসহায় মনে কচ্ছি কেন?

জয়সিংহ। আপনার এ অহেতুক দুশ্চিন্তা জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব। হয়ত তাই! আপনাদেরই সাহায্যে কাশ্মীর হ'তে কুমারিকা, আফ্‌গানিস্থান হ'তে বঙ্গদেশ পর্যান্ত বিশাল ভূখণ্ডের ওপর মোগলের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান। যে সাম্রাজ্যের কর্ণধার বিচক্ষণ জয়সিংহ, শক্তিমান যশোবন্ত সিংহ, আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ, প্রভুভক্ত মীরজুমলা—সায়েস্তা খাঁ, সেই মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট তবুও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন না।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার কাছে কি কোন বিদ্রোহের খবর এসেছে?

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ মহারাজ। মোগল সাম্রাজ্যের দু'দিক থেকে ভাঙ্গন ধরেছে। কাশ্মীর ও জম্বুরাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরাও স্বাধীনতা চায়। আর দাক্ষিণাত্যে—

জয়সিংহ। দাক্ষিণাত্যে কি জাঁহাপনা?

ঔরঙ্গজেব। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহাম্মদ নগর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিজাপুর—গোলকুণ্ডা আর আহাম্মদ নগর নিয়ে আমি খুব চিন্তিত নই।

জয়সিংহ। তবে জাঁহাপনার চিন্তার কারণ?

ঔরঙ্গজেব। কারণ—শিবাজী

সকলে। শিবাজী!

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ শিবাজী।

দিলীর। কে সেই শিবাজী?

ঔরঙ্গজেব। বিজাপুরের সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্র।

জয়সিংহ। সামান্য একটা জায়গীরদারের পুত্রের বিদ্রোহের জন্য জাঁহাপনা এত বিচলিত!

ঔরঙ্গজেব। বিচলিত হওয়ার কারণ থাকত না মহারাজ, যদি নিজে

আমি দাক্ষিণাত্যে যেতে পারতুম। কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশের জন্য যখন আমায় সর্ব্বদাই দিল্লীতে সজাগ থাকতে হবে, তখন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের জন্যও বিচলিত হতে হবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! শিবাজী কি মোগল সেনাপতিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ?

ঔরঙ্গজেব। না। বীরত্বে সে মোগল সৈন্যের চেয়েও দুর্ব্বল—কিন্তু চাতুরিতে সে মোগল সম্রাটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তার কৌশলেই বিজাপুরের পাঠান সেনাপতি আফ্‌জল খাঁকে দশ হাজার সৈন্য সত্ত্বেও প্রতাপগড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা কি শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান?

সায়েস্তা। না। দস্যুর সঙ্গে মোগল সম্রাট শত্রু ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন না।

জয়সিংহ। কিন্তু যে শত্রু চাতুরিতে শ্রেষ্ঠ তাকে দমন করা মোগল সেনাপতিদের পক্ষে খুব সহজ হবে না খাঁ সাহেব।

সায়েস্তা। আপনার পক্ষে সহজ না হতে পারে, কিন্তু মীরজুমলা —সায়েস্তা খাঁ বর্ত্তমানে সম্রাট আলমগীরের সাম্রাজ্যে যে শয়তান মাথা তুলে দাঁড়াবে তার উঁচু মাথা—আমরা সম্রাটের পায়ের তলায় নামিয়ে দেবো।

জয়সিংহ। আপনার মুখের কথায় শিবাজীর মাথা সম্রাটের পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে না খাঁ সাহেব।

সায়েস্তা। আপনি কি আমায় অপমান করতে চান?

জয়সিংহ। না। আমি আপনাকে একটু সংযত হবার উপদেশ দিতে চাই।

সায়েস্তা। মহারাজ জয়সিংহ!

জয়সিংহ। আপনি সম্রাটের পরমাত্মীয় ব'লে উজীরি পেতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি আর বীরত্বে আপনি নগণ্য সৈনিকের চেয়েও দুর্ব্বল।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। ভায়েদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট নিজেও তার পরিচয় পেয়েছেন। উজীর সায়েস্তা খাঁ আর সেনাপতি মীরজুমলাকে নিয়ে যদি মোগল সাম্রাজ্য চলত, তাহলে সম্রাট স্বয়ং রাজপুত শক্তির সাহায্য নিতেন না।

ঔরঙ্গজেব। ঠিকই বলেছেন মহারাজ। মহারাজের এই সরলতার আমি প্রশংসা করি।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আপনার আদেশে মোগল সাম্রাজ্য রক্ষায় আমরা সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ঔরঙ্গজেব। তা জানি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। তাই দস্যু শিবাজীকে দমন করবার জন্য সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে আপনাকেই দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

যশোবন্ত। বিদ্রোহী শিবাজীকে কি আমি একা দমন করতে পারবো না জাঁহাপনা?

ঔরঙ্গজেব। পারবেন। কিন্তু মহারাজ, দাক্ষিণাত্য পার্ব্বত্য অঞ্চল, পথ দুর্গম। তাই চতুর শিবাজীকে দমন করবার জন্য সায়েস্তা খাঁকে আপনার সহকারীরূপে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

সায়েস্তা। জাঁহাপনা! আমি কি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের চেয়ে দুর্ব্বল?

ঔরঙ্গজেব। ভুলে যাবেন না উজীর সাহেব, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, অথবা উজীর সায়েস্তা খাঁ যে কেউ শিবাজীকে বন্দী করে দিল্লীতে আনতে পারবেন—খোদার নফর এই আলমগীর তাকেই

দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যান আপনারা, দাক্ষিণাত্যে যাবার আয়োজন করুন।

[যশোবন্ত সিংহ ও সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। দিলীর খাঁ—

দিলীর। জাঁহাপনা!

ঔরঙ্গজেব। কাশ্মীরের বিদ্রোহ দমন করতে আমি তোমাকেই পাঠাতে চাই।

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশে আমি এই মুহূর্তে কাশ্মীর অভিযান করবো। উদ্ধত কাশ্মীররাজকে আমি এমন শিক্ষা দেবো, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনদিন সে জাঁহাপনার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে।

ঔরঙ্গজেব। কাশ্মীর অভিযানে আমি শাহজাদা মোয়াজ্জীমকেও পাঠাতে চাই।

দিলীর। আমার ওপর কি জাঁহাপনার আস্থা নেই?

ঔরঙ্গজেব। ভুল বুঝো না দিলীর। মোয়াজ্জীমকে ভবিষ্যত ভারতের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে, তাই রণ-কৌশল শিক্ষার জন্য তাকে আমি তোমার সহকারীরূপে পাঠাতে চাই। যাও—

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশে এ গোলাম প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান দমনে, আমি আপনাকেই উপযুক্ত মনে করেছি।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা!

ঔরঙ্গজেব। মনে রাখবেন মহারাজ! এই দুর্ধর্ষ উপজাতিয় পাঠানদের

দমন করতে না পারলে দিল্লীর মসনদ রক্ষা করা যাবে না। সীমান্ত প্রদেশ আর খাইবার গিরিপথ দিয়ে বৈদেশিক শত্রুরা ভারত আক্রমণ করে। তাই সীমান্ত প্রদেশ আমাদের সুরক্ষিত রাখতেই হবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! সীমান্তের বিদ্রোহ দমন করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো। যদি প্রয়োজন হয়, মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি জীবন বিসর্জন দেবো, তবু পরাজয় বরণ করে হেঁটমুখে ফিরে আসবো না।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। রাজপুত জাতিটাকে আজও আমি চিনতে পারলাম না। সীমান্ত প্রদেশ আর শিবাজী দমনের পর রাণা রাজসিংহকে দমন করে, এই উদ্ধত কাফের জয়সিংহ আর যশোবন্ত সিংহকে আমি জীবন্ত সমাধি দেবো…না—না—না, এ আমি কি বলছি! খোদা, দীন দুনিয়ার মালেক আমায় ক্ষমা কর মেহেরবান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তোরণ-দুর্গ।

কুমারীগণ গাহিতেছিল।

কুমারীগণ। **গীত।**

আগল ভেঙে গিয়েছে আজ মায়ের মন্দিরে।
মায়ের সেবক, মাতৃপূজক আয়রে সবাই ফিরে।
বামুন চাঁড়াল নাইরে বিচার আর,
মায়ের পূজায় সবার অধিকার,
মায়ের ছেলে সবাই যে আজ একই জাতিরে।
প্রাণের পুষ্পে সাজাও পূজার ডালি,
বুকের রক্ত চন্দন দাও ঢালি,
মুণ্ডমালায় সাজাও মায়ের পূজার বেদীরে।

[গীতান্তে প্রস্থান।

পাঠরত চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। "মহারাজ! মাড়োয়ার রাজ যশোবন্তসিংহের সেনাপতি গজপতি সিংহ! তোমার মত সামান্য সৈনিকের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেবো না।" এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কার ওপর তুমি প্রতিশোধ নেবে? আমার ওপর? কেন আমার অপরাধ?

চন্দ্ররাও। অপরাধ তোমার ভাগ্য!

লক্ষ্মী। স্বামি!

চন্দ্ররাও। তোমার পিতা আমার মত নগণ্য সৈনিকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেন নি লক্ষ্মী! আমি তাঁকে সঙ্কট মুহূর্ত্তে সাহায্য করেছিলাম, বিনিময়ে তিনি আমায় পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে আমি তোমায় বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম, প্রকাশ্য সভায় উপেক্ষার হাসিতে তিনি আমায় পরিহাস করে উঠলেন।

লক্ষ্মী। তুমি কি আমায় ভালবাসতে পার না?

চন্দ্ররাও। ভালবাসতে আমি তোমায় বিবাহ করি নি লক্ষ্মী। তোমার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আমি তোমায় বিবাহ করেছি।

লক্ষ্মী। ভুলে যাচ্ছ, ধর্ম্ম সাক্ষ্য রেখেই তুমি আমায় বিবাহ করেছ?

চন্দ্ররাও। আমার ধর্ম্ম তোমায় ভালবাসা নয়—বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তোমার জীবন মরুভূমি করে দেওয়া—

লক্ষ্মী। তুমি পাষাণ—

চন্দ্ররাও। প্রথম যৌবনে তোমার রূপ মুগ্ধ হয়ে যেদিন তোমায় চেয়েছিলাম, সেদিন আশা ছিল, দুজনে ঘর বাঁধব। তোমায় নিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করবো। আরাবল্লীর পাহাড়ে রাজপুত যুবকদের সঙ্গে যখন পৃথ্বীরাজ—সংগ্রামসিংহ—প্রতাপসিংহের বীরত্ব মহিমা কীর্ত্তন করতাম, তখন মনে আশা ছিল, হিন্দুর দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের বাহুবলেই আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবো! আমরাই উচ্চকণ্ঠে গাইব "ভারত আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।" কিন্তু লক্ষ্মী তোমার পিতার অপমানে আমার সেই আশার

[না]শ চুরমার হয়ে গেছে, তাই আমি শত চেষ্টাতেও আর তোমায় [ভা]লবাসতে পারি না।

লক্ষ্মী। কিন্তু আমি ত তোমায় ভালবাসি।

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। আমি জানি তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা।

চন্দ্ররাও। এখনও তুমি আমায় ভক্তি কর!

লক্ষ্মী। করি। সতী সাবিত্রীর দেশে আমাদের জন্ম, স্বামী সেবাই [ত] আমাদের জীবনের ব্রত।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। গজপতি সিংহ! তোমার ভুলের জন্যই আজ তোমার পুত্রকে পথের ভিখারী হতে হয়েছে, আর কন্যাকে সইতে হচ্ছে ঘৃণার নিষ্ঠিবন।

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। কে আছ?

চন্দ্ররাও। আমি দুর্গ রক্ষক। তুমি কে?

রঘুনাথ। আমি শিবাজীর দেহরক্ষী।

চন্দ্ররাও। তোমার নাম?

রঘুনাথ। রঘুনাথ—

চন্দ্ররাও। তুমি মারাঠা না রাজপুত?

রঘুনাথ। রাজপুত—

চন্দ্ররাও। তুমি কি গজপতি সিংহের পুত্র?

রঘুনাথ। হাঁ, আপনার নাম?

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও! আপনি—

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ আমি।

রঘুনাথ। আপনি ভাগ্যবান! শুনুন প্রভুর আদেশ—

চন্দ্ররাও। বল।

রঘুনাথ। আগামী অমাবস্যায় শিবাজী দুর্গ আক্রমণ করবেন। তাই সমস্ত সৈন্য নিয়ে আপনাকে সিংহগড়ে যেতে বলেছেন।

চন্দ্ররাও। অপরাহ্ন হয়ে গেছে। আজ এইখানেই বিশ্রাম কর। কাল প্রত্যুষে এক সঙ্গেই—

রঘুনাথ। বিশ্রামের সময় নেই, এখুনি আমায় যেতে হবে—

চন্দ্ররাও। কোথায়?

রঘুনাথ। শিউনির ভবানী মন্দিরে শিবাজীর জন্য মায়ের প্রসাদ নিতে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

চন্দ্ররাও। দাঁড়াও যুবক—[বাধা দিলেন]

রঘুনাথ। এ কি! হঠাৎ আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন?

চন্দ্ররাও। তোমায় হত্যা করে আমি অপমানের প্রতিশোধ নেব।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। গজপতিসিংহের পুত্র তুমি! তোমার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমিই একদিন দস্যুবেশে তোমাদের ভাই বোনকে বন্দী করেছিলাম। সেদিন তুমি পালিয়েছিলে, তাইও আজও জীবিত।

রঘুনাথ। আপনিই দস্যুবেশে আমাদের ভাই বোনকে বন্দী করেছিলেন?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ।

রঘুনাথ। তাহলে, আমার বোন লক্ষ্মীবাঈ কোথায় বলুন?

চন্দ্ররাও। বলবো না।

রঘুনাথ। বলতেই হবে—

চন্দ্ররাও। আমার অধিকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে রক্ত চক্ষু দেখানো, মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়—

রঘুনাথ। এ দুর্গ আপনার নয়—শিবাজীর—

চন্দ্ররাও। কিন্তু আমার অধিকারে—

রঘুনাথ। প্রভুর সম্পদে গোলামের অধিকার থাকে না।

চন্দ্ররাও। ভুলে যেও না—এ দুর্গের প্রতিটি সৈন্যই এখন আমার ইঙ্গিতে চালিত।

রঘুনাথ। তারা মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর দেহরক্ষীর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও দেবে না।

চন্দ্ররাও। আমি তোমায় হত্যা করবো—

রঘুনাথ। মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরের প্রেরিত রুদ্রদূত শিবাজী যাকে দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন, আপনার মত ক্ষুদ্র মূষিককে সে ভয় করে না।

চন্দ্ররাও। সাবধান বর্ব্বর—[উভয়ের যুদ্ধ ও চন্দ্ররাওয়ের পরাজয়]

রঘুনাথ। এই শক্তি নিয়ে তুমি নিজেকে বীর বলে পরিচয় দাও। যদি মানুষ হতে চাও, তাহলে মহান নেতা শিবাজীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তোল।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ—রঘুনাথ! বীরত্বের অহঙ্কারেই তোমার পতন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিউনির উদ্যান।

সরযূ মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আপন মনে গাহিতেছিল।

সরযূ। **গীত।**

আমার এ মালা খানি।
দিব আমি কারে নাহি জানি—নাহি জানি।
যার আশা-পথ চাহি,
নয়নে পলক নাহি,
সেকি কভু আসি' লবে মোরে বুকে টানি।
নাহি জানি—নাহি জানি।
সে কোন বিজয়ী লাগি,
দিবা-নিশি আমি জাগি,
কারে দিব মালা চির পরাজয় মানি।
নাহি জানি—নাহি জানি।

গানের মধ্যে ধীরে ধীরে রঘুনাথ আসিয়া সরযূর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

রঘুনাথ। চমৎকার—

সরযূ। [সভয়ে] কে আপনি ? [পিছন ফিরিতেই হাত হইতে ফুলের মালা পড়িয়া গেল]

রঘুনাথ। শিবাজীর অনুচর।

সরযূ। কি চান্ ?

রঘুনাথ। জনার্দ্দন পণ্ডিতকে—

সরযূ। তিনি পূজায় বসেছেন। অপেক্ষা করুন, এখনি আসবেন।
[প্রস্থানোদ্যোগ]

রঘুনাথ। আপনার পরিচয় ত দিয়ে গেলেন না?

সরযূ। আপনি যাঁর কাছে এসেছেন আমি তাঁরই কন্যা—

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। সরযূ!

সরযূ। পিতা—[কিছুদূর অগ্রসর হইয়া]

জনার্দ্দন। কার সঙ্গে কথা বলছিস্ মা?

সরযূ। শিবাজীর একজন সেনানীর সঙ্গে—

জনার্দ্দন। [রঘুনাথকে প্রণাম করিল] থাক্—থাক্ বাবা। কোথা থেকে আসছ?

রঘুনাথ। তোরণ দুর্গ থেকে।

জনার্দ্দন। তোমার নাম?

রঘুনাথ। রঘুনাথ।

জনার্দ্দন। শিবাজী কি মোগল বাদশার সঙ্গে সন্ধি করতে চান?

রঘুনাথ। না। গোপনে তিনি সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করবেন। তাই কঙ্কণ থেকে গোয়া পর্য্যন্ত প্রতিটি দুর্গে সংবাদ দিয়েছেন, অমাবস্যার রাত্রে পুণার দ্বারে সৈন্য সমাবেশ করতে।

জনার্দ্দন। শিবাজী তাহলে আমার সেদিনের সে কথা মনে রেখেছে! এই ত চাই। হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে হবে। দেব মন্দির ধ্বংসের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদী মোগলকে আমরা দুর্ব্বল মেষ নই—দুরন্ত বাঘ।

রঘুনাথ। অমাবস্যার রাত্রে আমরা করব পুণা আক্রমণ আর আপনি করবেন ষোড়শোপচারে ভবানীর পূজা।

জনার্দ্দন। ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা জয়ী হও। কোথায় যাবে ?

রঘুনাথ। সিংহগড়।

জনার্দ্দন। তাহলে শিবাজীর জন্য প্রসাদ নিয়ে যাও। আয় মা সরযু।

[সরযু ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

রঘুনাথ। অপূর্ব্ব সুন্দরী এই রাজপুত বালিকা! ঈশ্বর, আমি কি ওকে পেতে পারি না। না—না, এ আমি কি ভাবছি! ও যে ব্রাহ্মণ কন্যা—আমি যে ক্ষত্রিয়। এ কি, ফুলের মালা পড়ে কেন ? তবে কি ভুল করে ফেলে গেছে। না—না, এ মালা আমি দেব না। [বস্ত্রের মধ্যে মালা লুকাইয়া রাখিল]

প্রসাদের থালা হস্তে পুনঃ সরযুর প্রবেশ।

সরযু। এই নিন্ ভবানীর প্রসাদ।

রঘুনাথ। [প্রসাদ লইয়া নিজ উষ্ণীষের মধ্যে রাখিলেন। সরযু একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

সরযু। কবে আসবেন ?

রঘুনাথ। হয়ত আর আসব না।

সরযু। ও—আচ্ছা—আপনি—না—থাক্—

রঘুনাথ। কিছু বলবেন ?

সরযু। না।

রঘুনাথ। আপনি মালা গাঁথতে জানেন।

সরযু। মালা ?

রঘুনাথ। হ্যাঁ মালা। আমি জ্যোতিষ বিদ্যাও জানি।

সরযু। ছাই জানেন ? মালা ফেলে গেছি—আপনি কুড়িয়ে নিয়েছেন। দিন ফিরিয়ে দিন।

রঘুনাথ। মালা আপনার তার প্রমাণ কি ? এ মালা ত আর কা'রও হতে পারে।

সরযু। তাহলে দেবেন না ?

রঘুনাথ। দেব—তবে হাতে নয়, গলায়।

সরযু। ধ্যেৎ—[লজ্জায় পিছন ফিরিল]

রঘুনাথ। আচ্ছা আমিও চললাম। [পিছন ফিরিল]

সরযু। দিয়ে যান। [দ্রুত রঘুনাথের পিছনে গিয়া]

রঘুনাথ। মালা—[সরযুর দিকে ফিরিয়া] চুপটী করে না দাঁড়ালে ত দেব না।

সরযু। বাবা—বাবা—

রঘুনাথ। চুপ করে দাঁড়ান—

সরযু। দাঁড়িয়েছি—

রঘুনাথ। এই নিন। [ধীরে ধীরে সরযুর গলায় মালা পরাইয়া দিল। অজ্ঞাত আকর্ষণে সরযু চমকাইয়া উঠিল]

সরযু। রঘুনাথ !

রঘুনাথ। [সরযুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন] সরযু না—না, বিদায় ! জীবনে শুধু একটা ভুলই করে গেলাম।

সরযু। আবার কবে আসবেন ?

রঘুনাথ। তা ত জানি না।

সরযু। রঘুনাথ।

রঘুনাথ। আজ নয় দেবি! মাতৃভূমি বিপন্ন। জীবন পণ করে ছুটে যেতে হবে। যদি মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারি, তবেই আবার দেখা হবে, এমনি একটি সুন্দর মধুর মাহেন্দ্রক্ষণে।

[প্রস্থান।

সরযু। ভগবান সে শুভলগ্ন কি আসবে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিশালগড় দুর্গ।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। শুভলগ্ন—শুভলগ্ন! চাকন্ গেল—পুণা গেল—তবু শিব্বা নীরব! কি ওঁর উদ্দেশ্য? সত্যই যদি পুণা উদ্ধারের ইচ্ছা থাকত তাহলে স্বামী পরিত্যক্তা জিজাবাঈয়ের সাধনার তীর্থক্ষেত্র পুণা প্রাসাদে মোগল সায়েস্তা খাঁ বসে থাকতে পারত না।

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। সায়েস্তা খাঁ ত একা নয় মায়িজী, তার সঙ্গে রাজপুত সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যে এসেছেন মোগলের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি যোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্তসিংহ।

জিজাবাঈ। হিন্দু কুল-কলঙ্ক যশোবন্তসিংহ আর ঔরঙ্গজেবের চাটুকার সায়েস্তা খাঁর ভয়ে তোমরা যদি এতই ভীত, তবে আর কেন, অস্ত্র-গুলো নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে বাণপ্রস্থে চলে যাও।

তানাজী। কারও ভয়ে আমরা ভীত নই। শুধু প্রস্তুতির জন্যই এই বিলম্ব।

জিজাবাঈ। দীর্ঘ এক বছরেও তোমরা প্রস্তুত হতে পারনি?

তানাজী। না। অস্ত্র সংগ্রহ করতে শিব্বা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে জলে রৌদ্রে হিমে, দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে, পর্ব্বতে অরণ্যে, নদী তটে ছুটে বেড়াচ্ছে। অস্পৃশ্য পাহাড়িয়া মাওলাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ত্রিধা-বিভক্ত দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশালী পার্ব্বত্য রাজ্য গঠন করেছে।

জিজাবাঈ। সাম্রাজ্যবাদী মোগলদের যদি দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়াতে না পার, তাহলে এ রাজ্য ফুৎকায়ে উড়ে যাবে।

তানাজী। সাম্রাজ্যবাদী মোগলের কবল থেকে আমাদের দীন-দরিদ্র ভাই-ভগ্নীকে মুক্ত করতে আমরা জীবন দেব।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। **গীত।** — ২৮০

দীনের লাগিয়া করে যে ভাবনা তার লাগি ভাবে ভগবান।
নিখিল জনের প্রাণের আশীষে অবিরত সে যে করে স্নান।
দীনের রক্ত করে যে শোষণ,
তাদের রক্তে কর তর্পণ,
অনাথ আতুরে বুকে টেনে নিয়ে দাও মানুষের সম্মান।
তোমাদের এই পুণ্য জেহাদ,
কাঁপায়ে তুলুক ধনীর প্রাসাদ,
অতীতের যত অত্যাচারের প্রতিফল আজি কর দান।

জিজাবাঈ। কোথা থেকে আসছেন?

জনার্দ্দন। রামদাস প্রভুর আশ্রম থেকে।

জিজাবাঈ। মহারাষ্ট্রের বিপদের কথা তাকে জানিয়েছেন?

জনার্দ্দন। জানিয়েছি।

জিজাবাঈ। কি বললেন?

জনার্দ্দন। "পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি বিধি-বিধাতার, ক'রে পাপ হিন্দু নাহি পাবে অব্যাহতি, ক'রে পাপ মুসলমান না পাবে নিস্তার।"

তানাজী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

জনার্দ্দন। ধর্ম্মে মতি রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, কেউ তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। আজ অমাবস্যা, আজই তোমাদের যেতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হও, আমি চল্‌লাম মা ভবানীর পূজো করতে।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ—

জনার্দ্দন। শুধু শিউনির মন্দিরে নয় মা। আমি সারা মহারাষ্ট্র ঘুরেছি। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে—মহারাষ্ট্রের সমস্ত মন্দিরে মা-ভবানীর পূজো হবে। মায়ের কৃপায় জয় আমাদের অনিবার্য্য।

[প্রস্থান।

জিজাবাঈ। কিন্তু শিব্বার আদর্শ……

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। ভারতে এক অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই আমার আদর্শ মা। [জিজাবাঈকে প্রণাম করিলেন]

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। অনুমতি দাও মা—আমরা পুণা আক্রমণ করি।

জিজাবাঈ। তুমি বোধহয় জান, সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে তোমার স্বজাতি মহারাজ যশোবন্তসিংহ আছেন।

শিবাজী। জানি। যশোবন্তসিংহের সঙ্গে আমি গোপনে সাক্ষাৎ

করেছি। তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুণা ত্যাগ করে চলে যাবেন।

তানাজী। কোন্ সাহসে তুমি যশোবন্তসিংহের শিবিরে গিয়েছিলে?

শিবাজী। তিনি হিন্দুকুল গৌরব—রাজপুত যোদ্ধা—আমার স্বজাতি, এই সাহসেই গিয়েছিলাম।

তানাজী। যদি বন্দী করতেন?

শিবাজী। শিবাজীকে বন্দী করে রাখবার কারাগার আজও তৈরী হয়নি।

জিজাবাঈ। সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যে ঘেরা সুরক্ষিত পুণা প্রাসাদে কি করে প্রবেশ করবে?

শিবাজী। বরযাত্রির বেশে—

জিজাবাঈ। সায়েস্তা খাঁর আদেশে মারাঠাদের পুণা প্রবেশ নিষেধ।

শিবাজী। তাইত নিজে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এলাম।

তানাজী। তুমি সায়েস্তা খাঁর প্রাসাদে গিয়েছিলে?

শিবাজী। হ্যাঁ। অনেকদিন পুণা-প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে এসেছি, রাতের অন্ধকারে পথ-ঘাট ঠিক করতে পারবো না, তাই ছদ্মবেশে দিনের আলোয় দেখে এলাম।

জিজাবাঈ। সায়েস্তা খাঁ তোমায় চিন্‌তে পারেনি ত?

শিবাজী। তোমার ছেলেকে চেন্‌বার দৃষ্টি মোগল সায়েস্তা খাঁর নেই মা।

তানাজী। বরযাত্রি বেশে কতজন যেতে পারব?

শিবাজী। দশজন বাদ্যকার আর ত্রিশজন অস্ত্রধারী—

জিজাবাঈ। চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে তুমি পুণা আক্রমণ করবে?

শিবাজী। মা, তোমার আশীর্ব্বাদে চল্লিশজন দুরন্ত মারাঠা চল্লিশ হাজার মোগল ফৌজকে দিল্লীর পথে পাঠিয়ে দেবে।

তানাজী। আদেশ দিন মায়ি, ঝঞ্ঝার মত দুর্ব্বার গতিতে আমরা এগিয়ে যাই, সায়েস্তা খাঁর কবল থেকে আপনার সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পুণা উদ্ধার করতে।

জিজাবাঈ। আমার আদেশ, যারা মাতৃজাতির অপমান করে গরীবের রক্ত শোষণ করে, সেই উচ্ছৃঙ্খল লম্পট ধনতন্ত্রবাদীদের রক্তে, রাঙা করে দাও এই শ্যামা-বসুন্ধরা!

উভয়ে। জয় জিজাবাঈ কী জয়—[জিজাবাঈয়ের পদতলে বসিয়া]

জিজাবাঈ। ওঠো—জেগে ওঠো তোমরা, মহারাষ্ট্রের এ দুর্দ্দিনে যদি জয়লাভ করতে চাও; তবে চল্লিশ হাজার মারাঠা সমস্বরে বল, জয় মা-ভবানী।

উভয়ে। জয় মা-ভবানী।

[সকলের প্রস্থান ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

পুণা প্রাসাদ।

সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। এতদিনে একটা কাজ মিটল। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে নিশ্চিন্ত হলুম। আনোয়ারি—

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব—

সায়েস্তা। মারাঠা দূত চলে গেছে?

আনোয়ারী। হ্যাঁ জনাব।

সায়েস্তা। সন্ধির সর্ত্ত শুনে সম্রাট নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছেন।

আনোয়ারী। সে আর বলতে!

সায়েস্তা। আচ্ছা আনোয়ারী, বৃষ্টি কি এলো?

আনোয়ারী। হ্যাঁ জনাব। বৃষ্টিও পড়ছে, বিদ্যুৎও হান্‌ছে, বাজও পড়ছে!

সায়েস্তা। এ ত বড় বিপদ হল।

আনোয়ারী। তাই বলছিলাম জনাব, যদি অনুমতি করেন তবে নাচওয়ালীদের একবার—

সায়েস্তা। না। আমি ওসব পছন্দ করি না—

আনোয়ারী। জল ঝড়ের রাতে আপনার মনের ময়ূরপক্ষী একেবারে লবেজান হয়ে পড়েছে জনাব, তাই সুরের ঝঙ্কারে তাকে একটু চাঙ্গা করে নিতে—

সায়েস্তা। আচ্ছা, তবে—

আনোয়ারী। কইগো হুরীর দল—[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।] জনাবকে খুসী করে দাও—বহুত পুরস্কার পাবে।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

বর্ষা-রাতে ঘুম না আসে একা একা ঘরে।
যে দরদী বঁধুয়া কেন রইল দেশান্তরে॥
বাদল ঝরে ঝরোঝর,
গরজে মেঘ গরোগর,
সজল হাওয়ায় কিসের নেশায় মনেরে মাতাল করে॥

যশোবন্ত। [নেপথ্যে] আসতে পারি খাঁ সাহেব?

সায়েস্তা। আসুন মহারাজ! আনোয়ারী এদের—

আনোয়ারী। তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

যশোবন্তসিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। খাঁ সাহেব দেখছি নিশ্চিন্তেই আছেন।

সায়েস্তা। জংলা দেশে কিছুই ভাল লাগছে না মহারাজ—

আনোয়ারী। তাই ঝড়ের রাতে।

সায়েস্তা। এই চুপ রও—

আনোয়ারী। জী হ্যাঁ—

যশোবন্ত। আমি বলছিলাম খাঁ সাহেব, এইভাবে চুপ্ করে বসে না থেকে আমাদের মারাঠা দুর্গ আক্রমণ করাই ভাল।

সায়েস্তা। কিন্তু আমার মনে হয় মহারাজ, শিবাজীকে না ক্ষেপিয়ে সন্ধির ছলে তাকে বন্দী করাই ভাল।

যশোবন্ত। শিবাজী নির্ব্বোধ নয় খাঁ সাহেব—যে ছলনায় তার হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দেবেন।

সায়েস্তা। নির্ব্বোধ নয়—চতুর শাখা-মৃগ—

আনোয়ারী। জনাব খাঁটী কথাই বলেছেন। শিবাজী বুনো বানর ছাড়া আর কিছুই নয়।

যশোবন্ত। ভুলে যাচ্ছেন খাঁ সাহেব, বুনো বানরের সাহায্যেই রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করেছিলেন।

সায়েস্তা। মহারাজ যশোবন্তসিংহের মাথার ঠিক নেই, তাই পার্ব্বত্য মুষিককে ভয় করছেন।

যশোবন্ত। দেখবেন, সেই পার্ব্বত্য মুষিকই যেন খাঁ সাহেবের প্রাসাদে গর্ত্ত কেটে ঢুকে না পড়ে।

সায়েস্তা। এখানে দিল্লীকা বিল্লী হ্যায়।

আনোয়ারী। কেরামৎ—কেরামৎ—

যশোবন্ত। এখনও বল্‌ছি খাঁ সাহেব, দুর্গই শিবাজীর বাহুবল, আমরা যদি তার দুর্গ অধিকার করতে পারি, তার বাহু ভেঙ্গে যাবে।

সায়েস্তা। আমি শিবাজীকে আক্রমণ করবো না।

যশোবন্ত। আপনার মনোভাব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না খাঁ সাহেব।

সায়েস্তা। পারবেন তখন, যখন সেই পার্ব্বত্য মুষিককে খাঁচায় পুরে দিল্লীতে নিয়ে যাব।

যশোবন্ত। এ আপনার আকাশ-কুসুম কল্পনা।

সায়েস্তা। মহারাজ যশোবন্তসিংহ—

যশোবন্ত। সত্য কথা বলতে যশোবন্ত ভয় পায় না খাঁ সাহেব—

সায়েস্তা। আমি আপনার বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করবো।

যশোবন্ত। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

সায়েস্তা। ভাল কথা, আজ থেকে আপনার সৈন্যদের পুণার প্রহরায় থাকতে হবে।

যশোবন্ত। না। আমার সৈন্য নিয়ে আমি গোয়ায় ফিরে যাব।

সায়েস্তা। মহারাজ—আমীর—উল—ওমরাহ্ সায়েস্তা খাঁর আদেশ—

যশোবন্ত। আমীর—উল—ওমরাহ্ সায়েস্তা খাঁর আদেশ তার গোলামদের জন্য, যোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্তসিংহের জন্য নয়।

[প্রস্থান।

সায়েস্তা। আনোয়ারি—

আনোয়ারী। বাঈজীদের আবার ডাকবো জনাব?

সায়েস্তা। না। যশোবন্তসিংহের দর্প আমায় খর্ব্ব করতেই হবে।

আনোয়ারী। নিশ্চয়ই হবে।

সায়েস্তা। সম্রাটকে জানাতে হবে, যশোবন্তসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

আনোয়ারী। ব্যস্ ব্যস।—এক চালেই কিস্তীমাৎ হবে জনাব—

[হঠাৎ সানাই বাজিয়া উঠিল]

সায়েস্তা। কিসের বাজনা?

আনোয়ারী। হিন্দুদের সাদীর বাজনা জনাব।

সায়েস্তা। রাত্রি অনেক হয়েছে—

আনোয়ারী। হ্যাঁ জনাব—

সায়েস্তা। আচ্ছা, আমি এখন বিশ্রাম কক্ষে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। ওই বিশ্রামই আপনার কাল হবে জনাব! দুর্গদ্বার ঠিকই আছে, আমি এইখানে লুকিয়ে থাকি। [আপাদ মস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিলেন]

ছদ্মবেশে তানাজী ও চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

তানাজী। সব প্রস্তুত ?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ। রন্ধনশালার দ্বার ভেঙ্গে আমরা চল্লিশজন ভেতরে প্রবেশ করেছি।

তানাজী। শিব্বা কোথায় ?

চন্দ্ররাও। সায়েস্তা খাঁর শয়ন কক্ষের দিকে গেছেন।

তানাজী। মালজী—যশোজী—

চন্দ্ররাও। দুর্গের পেছনে অপেক্ষা করছে।

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

তানাজী। কি সংবাদ রঘুনাথ ?

রঘুনাথ। দুর্গের লোকজন উঠে পড়েছে। আর অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়।

তানাজী। আর অপেক্ষা নয়—"জয় মা-ভবানী" বলে আক্রমণ কর।

রঘুনাথ। আপনি কোথায় থাকবেন ?

তানাজী। দুর্গের পেছন থেকে আমি মোগল সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাব।

[দ্রুত প্রস্থান।

উভয়ে। জয় মা-ভবানী।

আনোয়ারী। [সহসা উঠিয়া]—ডাকাত—ডাকাত—জনাব প্রাসাদে ডাকাত পড়েছে—

চন্দ্ররাও। চুপ রহ শয়তান—

[নেপথ্যে—বহুকণ্ঠে ডাকাত ডাকাত।]

মুক্ত তরবারি হস্তে সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ।

সায়েস্তা। কই, কোথায় ডাকাত—

চন্দ্ররাও। তোমার সম্মুখে—

সায়েস্তা। তোমরা মারাঠা দস্যু—

চন্দ্ররাও। শুধু মারাঠা নয়—তোমার যম।

সায়েস্তা। শয়তান শিবাজী—

চন্দ্ররাও। সাবধান সায়েস্তা খাঁ—

সায়েস্তা। বর্ব্বর শিবাজীর এই অন্যায়ের এমন শাস্তি আমি দেবো—

চন্দ্ররাও। তার আগেই তোমায় জীবন দিতে হবে সায়েস্তা খাঁ।

সায়েস্তা। সায়েস্তা খাঁ কাপুরুষ নয় কাফের। সৈন্যগণ! বর্ব্বর মারাঠাদের আক্রমণ কর। [উভয়ের যুদ্ধ]

~~রঘুনাথ। জয় শিবশঙ্কর—~~

[নেপথ্যে—জয় মহারাজ শিবাজীর জয়]

আনোয়ারী। জনাব ব্যাপার বড় সাংঘাতিক। ওরা চারদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে—প্রাণ নিয়ে সরে পড়ি চলুন।

[প্রস্থান।

~~শিবাজী। [নেপথ্যে] হাঃ—হাঃ—হাঃ—~~

[সায়েস্তা খাঁ ও রঘুনাথের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।]

সায়েস্তা। [নেপথ্যে] আনোয়ারী! শিবাজী মানুষ নয়, শয়তানের অবতার—

দ্রুত শিবাজী ও রঘুনাথের প্রবেশ।

শিবাজী। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করতেই বিধাতা শিবাজীকে সৃষ্টি করেছেন।

সায়েস্তা। [নেপথ্যে] পুত্র গেল, হাতের আঙুলও গেল।

চন্দ্ররাও। ওই দেখুন, সায়েস্তা খাঁ পালিয়ে যাচ্ছে।

শিবাজী। শুনে যাও সায়েস্তা খাঁ! দাক্ষিণাত্যের নির্য্যাতিত হিন্দুদের রক্ষা করতে মারাঠার চল্লিশ হাজার ছেলে জীবন পণ করে এগিয়ে এসেছে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে। শত শত বর্ষ ধরে দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের উপর তোমরা যে অত্যাচার চালিয়েছ, তার প্রতিশোধে—আমরা বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চূরমার করে দেবো।

রঘুনাথ। তূর্য্যধ্বনি করব প্রভু?

শিবাজী। না। উত্তর পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখ—কি দেখ্‌ছো?

রঘুনাথ। আলো! আলো দেখে মোগল সৈন্যরা পাহাড়ে উঠ্‌ছে। না—না, হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। এ কি! আলো নিভে গেল। কামান গর্জ্জনও থেমে গেল।

শিবাজী। রঘুনাথ—চন্দ্ররাও! তোমরা ভেরী বাজিয়ে বিজয় ঘোষণা করে দাও। সায়েস্তা খাঁ পলায়িত—মোগল সৈন্য পরাজিত। মোগল অধিকৃত জিজাবাঈয়ের সাধনার তীর্থক্ষেত্র পবিত্র পুণা প্রাসাদ আজ আমাদের অধিকারে।

সকলে। জয় মা-ভবানী—জয় মা-ভবানী—জয় মা-ভবানী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী—প্রমোদ উদ্যান।

গীতকণ্ঠে বাঈজীর প্রবেশ।

বাঈজী। **গীত।**

ওলো সজনি।
জাগিয়া কাটাব আজিকে সারাটি রজনী॥
পথ পানে চেয়ে ছিনু যার তরে
সে আজ এসেছে আমার এ ঘরে,
সারা রাতি তাই সারা দেহে তার
বুলাইব মোর মধুর প্রেমের ব্যজনী॥

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। পচা গান, আর একঘেয়ে নাচ একটুও ভাল লাগে না। যাও, সেই নও জোয়ানী কাশ্মীরি বাঈজীকে পাঠিয়ে দাও।

বাঈজী। জী—হ্যাঁ। [বাঈজীর প্রস্থান।

মোয়াজীম। পিতা আমায় কাশ্মীর যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। উদ্ধত কাশ্মীর রাজ পরাজিত হ'লো, কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হ'লো—কিন্তু জয় হলো কার?

সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। আমার—

মোয়াজ্জীম। না—

সুরাইয়া। নীল পিয়ালায় লাল শরাব, আর আমার আঁখির বেহিসাব। [মোয়াজ্জীমকে সুরা দিলেন]

মোয়াজ্জীম। [সুরাপান করিলেন] সুরাইয়া সত্যই তুমি চমৎকার।

সুরাইয়া। আমাকে আপনার ভাল লাগে জনাব?

মোয়াজ্জীম। তোমার জন্যই ত বেঁচে আছি সুন্দরী।

সুরাইয়া। কই তার নিদর্শন—

মোয়াজ্জীম। কি চাই বল?

সুরাইয়া। বেগম নূরজাহানের মত সম্রাজ্ঞী হতে চাই।

মোয়াজ্জীম। কি করে সম্ভব—

সুরাইয়া। ভালবাসা থাকলে সবই সম্ভব। আপনি সম্রাট হলেই আমি হব সম্রাজ্ঞী।

মোয়াজ্জীম। পিতা ঔরঙ্গজেব বর্ত্তমানে আমি হব দিল্লীর সম্রাট।

সুরাইয়া। সম্রাট সাজাহান বর্ত্তমানে আপনার পিতা ঔরঙ্গজেব কি করে সম্রাট হলেন?

মোয়াজ্জীম। পিতামহ দুর্ব্বল ছিলেন, তাই পিতা তাঁকে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

সুরাইয়া। আপনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন—

মোয়াজ্জীম। পিতা ঔরঙ্গজেব জীবিত থাকতে যে সম্রাট হতে চাইবে, তাকেই কবরে যেতে হবে।

সুরাইয়া। আপনি একেবারে অচল—

মোয়াজ্জীম। পিতামহ সম্রাট সাজাহান ময়ূর সিংহাসন তৈরী করিয়েছিলেন। পিতার বিচারে তিনি গেলেন কারাগারে। দারা সিংহাসন চাইলেন, পিতা তাঁকে পাঠালেন কবরে। সুজা সিংহাসন

চাইলেন, পিতা তাকে আরাকানের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। যাঁর সাহায্যে পিতা সিংহাসন অধিকার করলেন সেই হতভাগ্য মাতাল মোরাদকে পিতা করলেন হত্যা। ভাই মহম্মদ সিংহাসন চেয়েছিল, পিতা তাকে বন্দী করলেন। ভাই আকবর সিংহাসন চেয়েছিল পিতা তাকে এমন তাড়া করলেন যার জন্য তাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে পারস্যে গিয়ে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হ'লো, বুঝে দেখ ময়ূর সিংহাসন কি ভয়ংকর চীজ্।

দ্রুত দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। শাহাজাদা—

মোয়াজ্জীম। দিলীর খাঁ আপনি?

দিলীর। আমি বোধহয় শাহাজাদার শান্তি ভঙ্গ করলাম।

মোয়াজ্জীম। না—না। তবে আসবার আগে সংবাদ দিলে ভাল হত।

দিলীর। তবে আসি।

মোয়াজ্জীম। না—না, কি বলতে এসেছেন বলে যান।

দিলীর। আমি জানতে চাই, আমায় না বলে আপনি কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে এলেন কেন?

মোয়াজ্জীম। সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে বাধ্য নই—

দিলীর। ভুলে যাবেন না শাহাজাদা, যে সম্রাটের ফারমান বলেই আমি কাশ্মীর যুদ্ধের সেনাপতি।

মোয়াজ্জীম। আপনিও স্মরণ রাখবেন দিলীর খাঁ, আপনি আমার পিতার বেতনভোগী গোলাম।

দিলীর। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু আত্মীয় -স্বজন সব সমান।

মোয়াজীম। ও—তাই বুঝি আপনি আমার কাছে কৈফিয়ৎ নিতে এসেছেন ?

দিলীর। শুনেছি আপনি এক নারীর রূপ মুগ্ধ হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

মোয়াজীম। আর কিছু বলবার আছে ?

দিলীর। আছে। ওই নারীকে এখনি ত্যাগ করতে হবে।

মোয়াজীম। এ কি মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর আদেশ ?

দিলীর। না। সম্রাটের আদেশ—

মোয়াজীম। ও—

সুরাইয়া। শাহাজাদা।

মোয়াজীম। ভয় নেই সুরাইয়া—

সুরাইয়া। সম্রাটের আদেশ—

মোয়াজীম। সম্রাটের আদেশে যদি তোমায় ত্যাগ করতে হয় বরং সম্রাটকেই ত্যাগ করবো—তবু তোমাকে নয়।

দিলীর। ঐশ্বর্য্যের মায়াও ত্যাগ করতে পারবেন ত ?

মোয়াজীম। রূপসী নারীর প্রেমের কাছে রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সবই তুচ্ছ।

দিলীর। শাহাজাদা—

মোয়াজীম। যাকে একবার ভালবেসেছি—প্রাণ গেলেও তাকে ত্যাগ করবো না।

দিলীর। সম্রাটের আদেশ, এখনি ওই নারীকে কারাগারে নিয়ে যেতে হবে।

মোয়াজীম। আমার আদেশ, আপনি হারেম ছেড়ে বেরিয়ে যান।

দিলীর। তাহ'লে নারীকে ত্যাগ করবেন না ?

মোয়াজীম। না—

দিলীর। সম্রাটের আদেশ পালন করবেন না?

মোয়াজীম। না—

দিলীর। যদি এই মুহূর্ত্তে ওই বার-বনিতাকে ত্যাগ না করেন, আমি জোর করে ওকে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

মোয়াজীম। শাহাজাদা মোয়াজীম দুর্ব্বল নয় দিলীর খাঁ।

দিলীর। শাহাজাদা—

সুরাইয়া। বাদশাহের বেতনভোগী গোলাম হয়ে বাদশাজাদাকে চোখ রাঙানো মূর্খতারই পরিচয়।

দিলীর। সাবধান বাঈজী—

মোয়াজীম। সুন্দরী কাশ্মীরি বাঈজীর জন্যই আমি কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, যা চেয়েছি তা যখন পেয়েছি—তখন সর্ব্বস্ব গেলেও আমার কোন দুঃখ নেই দিলীর খাঁ।

সুরাইয়া। আদাব খাঁ সাহেব—

[সুরাইয়া ও মোয়াজীমের প্রস্থান।

দিলীর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। সামান্য নারীর জন্য এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয় নি।···না—না, ওই ফুটন্ত গোলাপ কাশ্মীরি বাঈজীকেই আমার চাই।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—প্রাসাদ।

ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।

ঔরঙ্গজেব। কে অপরাধী? মাতুল সায়েস্তা খাঁ, না মহারাজ যশোবন্তসিংহ? সায়েস্তা খাঁ বলেন যশোবন্তসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যশোবন্তসিংহ বলেন সায়েস্তা খাঁর মূর্খতার জন্যই আমাদের পরাজয় হয়েছে। তবে কি দুজনেই সমান অপরাধী—

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা কি আমায় স্মরণ করেছেন?

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ—মহারাজ! সীমান্তের উপজাতীয় পাঠানদের দমন করে আপনি মোগল সাম্রাজ্যের যে উপকার করেছেন, সেজন্য চিরদিন আপনার নাম আমার স্মরণে থাকবে মহারাজ!

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, রাজপুতেরা মুখে যা বলে—কাজেও তাই করে।

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ রাজা, কিন্তু মহারাজ যশোবন্তসিংহের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

জয়সিংহ। মহারাজ যশোবন্তসিংহ এখন কোথায়?

ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে।

জয়সিংহ। মহারাজ যশোবন্তসিংহ শিবাজীকে দমন করতে পারলেন না?

ঔরঙ্গজেব। না মহারাজ! মোগল সাম্রাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে

আপনি ছাড়া আর আমার প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই। তাই আমি শিবাজী দমনের ভার এবার আপনার হাতেই অর্পণ করতে চাই।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! আমি হিন্দু হয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে ভারত ইতিহাসে চিরদিন আমায় কলঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে।

ঔরঙ্গজেব। এই কি রাজপুতের বন্ধুত্বের নিদর্শন?

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, যদি রাজপুতের বন্ধুত্বের পরিচয় চান্— তবে আমাকে কাবুল, কান্দাহার, মধ্য চীন, কিম্বা খোরসান্ অভিযানে নিযুক্ত করুন, দেখবেন এই স্থবির রাজপুত এসিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোগলের বিজয় নিশান উড়িয়ে দেবে।

ঔরঙ্গজেব। সম্রাটের আদেশ অমান্য করাই বুঝি মহারাজের রাজভক্তি?

জয়সিংহ। সম্রাট! রাজভক্তি কি আজ আমায় নূতন করে শিখতে হবে? আপনি আপনার পিতা সাজাহানকে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করেছেন। আর আমি আমাদের রাজা ঔরঙ্গজেবের জন্য দেশ, ধর্ম্ম, জাতি ভুলে তাঁর গোলাম হয়ে আছি।

ঔরঙ্গজেব। তাইত আপনাকে শিবাজী দমনে নিযুক্ত করে, আপনার রাজভক্তিটা আর একবার যাচাই করতে চাই।

জয়সিংহ। সম্রাটের এ আদেশ আমি পালন করতে পারলাম না।

ঔরঙ্গজেব। তাহ'লে কি বুঝবো—মহারাজ জয়সিংহ বিদ্রোহী?

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—জয়সিংহ যদি বিদ্রোহী হতো, তাহ'লে ময়ূর সিংহাসনে ঔরঙ্গজেব না বসে শাহাজাদা দারাই বসতেন।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। রক্ত চক্ষুতে রাজপুত বস হয় না সম্রাট!

ঔরঙ্গজেব। আমি শেষবার জানতে চাই, আপনি দাক্ষিণাত্যে যাবেন কি না?

জয়সিংহ। না—। শেষ বয়সে আমি রাজপুত জাতির মুখে কলঙ্কের ছাপ দিতে পারবো না।

ঔরঙ্গজেব। ও—আচ্ছা, শিবাজী দমনের ভার আমি সম্পূর্ণ আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম। আপনার যেরূপ অভিরুচি আপনি তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহারই করবেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। শিবাজীকে যদি আপনি মোগলের আনুগত্য স্বীকার করাতে পারেন, আপনার খাতিরে আমি তাকে মোগলের বন্ধু বলেই মেনে নেব। মহারাজ, আপনি আমায় ভুল বুঝতে পারেন; কিন্তু আমি ত আপনাকে ভুল বুঝবো না।

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য!

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ, একটা কথা মহারাজ। যতদিন আপনি দাক্ষিণাত্যে থাকবেন, ততদিন আপনার পুত্র কুমার রামসিংহকে এখানে থাকতে হবে।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা কি আমায় বিশ্বাস করতে পারলেন না?

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ চতুর—তাঁর সঙ্গে চাতুরি বৃথা।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা। অলীক সন্দেহের বসে রাজপুত জাতিকে অবিশ্বাস করে নিজের অমঙ্গল ডেকে আনবেন না। রাজপুত একবার যার আনুগত্য স্বীকার করে, তার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তবু বিশ্বাসঘাতকতা করে না। [প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। জয়সিংহের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তার মনের মধ্যে বিষের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠেছে…না, ওকে বিশ্বাস করা আর উচিত হবে না।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। এই যে দিলীর খাঁ! তোমাকেই আজ আমার প্রয়োজন।

দিলীর। গোলামের প্রতি জাঁহাপনার অসীম করুণা।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজীকে দমন করবার জন্য আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই দিলীর—

দিলীর। জাঁহাপনা! শাহাজাদা মোয়াজীমের বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে।

ঔরঙ্গজেব। পরে শুনব। দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হও দিলীর খাঁ।...হ্যাঁ। মহারাজ জয়সিংহও তোমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাবেন।

দিলীর। জাঁহাপনা কি মনে করেন আমি একা শিবাজীকে দমন করতে পারবো না?

ঔরঙ্গজেব। হিন্দুকে দিয়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ যতটা সহজ, তোমার পক্ষে ঠিক ততটা সহজ হবে না দিলীর!

দিলীর। শিবাজী দমনে জয়সিংহকে যদি উপযুক্ত মনে করে থাকেন, তাহ'লে আমাকে পাঠাবার উদ্দেশ্য?

ঔরঙ্গজেব। জয়সিংহ হিন্দু, তাই তাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমার স্বজাতি স্বধর্ম্মী—ইস্‌লামের দরদী বন্ধু! তাই তোমাকেই অমি এ যুদ্ধে সর্ব্বাধিনায়ক করে পাঠাতে চাই।

দিলীর। জাঁহাপনা মহানুভব—

ঔরঙ্গজেব। মহানুভব জাঁহাপনার আদেশ জয়সিংহের উপর

সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, সে যেন কোন রকমে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। দিলীর খাঁ, তুমি যদি উদ্ধত মারাঠা দস্যুকে বন্দী করে দিল্লীতে আনতে পার—আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে দেব।

দিলীর। জাঁহাপনার আদেশ পালনে প্রয়োজন হলে এ বান্দা জীবন দেবে।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজীর উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজ জয়সিংহ। যদি জয়সিংহ শিবাজীর সঙ্গে যোগ দেয়—তার জন্য প্রহরী রইল দিলীর খাঁ—যদি দিলীর খাঁ বিদ্রোহী হয় তাহলে উপায়?

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। পিতা, কি আমায় ডেকেছেন?

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ। শুনেছ বোধহয়, দক্ষিণ ভারতে এক জায়গীর-দারের পুত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

মোয়াজীম। হ্যাঁ পিতা—

ঔরঙ্গজেব। সেই বিদ্রোহী শিবাজীকে দমন করবার জন্যই আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠাতে চাই।

মোয়াজীম। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আমি কি করবো পিতা!

ঔরঙ্গজেব। একা নও পুত্র—তোমার অধীনে অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ আর আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁকে নিযুক্ত করেছি।

মোয়াজীম। জয়সিংহ—দিলীর খাঁর সঙ্গে আমাকে পাঠাবার উদ্দেশ্য?

ঔরঙ্গজেব। জয়সিংহ কাফের—দিলীর খাঁ পাঠান, এদের দুজনকেই

আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। তাই ইসলামের দরদী বন্ধুরূপে আমি তোমাকেই দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই।

মোয়াজীম। জয়সিংহ, দিলীর খাঁ দুজনেই যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

ঔরঙ্গজেব। তাই দাক্ষিণাত্যে গিয়ে প্রথমেই তোমায় বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে পুত্র।

মোয়াজীম। বিজাপুর সুলতান যদি রাজী না হন?

ঔরঙ্গজেব। মোগল অধিকৃত বিজাপুরের সমস্ত দুর্গ ফিরিয়ে দিয়ে তুমি বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করবে, আর জয়সিংহ দিলীর খাঁর উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

মোয়াজীম। এ গুরুভার কি আমি বহন করতে পারব পিতা?

ঔরঙ্গজেব। পারতেই হবে পুত্র, ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে বসে বিশাল ভারতবর্ষ তোমাকেই শাসন করতে হবে।

মোয়াজীম। না পিতা,—সিংহাসনে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই—সিংহাসন আমি চাই না।

ঔরঙ্গজেব। মোয়াজীম—

মোয়াজীম। পিতা, সিংহাসনের এমন ভীষণ আকর্ষণ যে তার মোহে পড়ে মানুষ পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সব ভুলে যায়। তাই আমি সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে সবাইকে আপন করে দুনিয়ায় সুখের সংসার পেতে বাস করতে চাই।

ঔরঙ্গজেব। তোমার ধারণা তোমাতেই থাক্ পুত্র!

মোয়াজীম। আপনার নীতি আপনার মধ্যেই থাক্ পিতা—সেই বিষাক্ত নীতির বিষ ছড়িয়ে জগতের সরল মানুষকে আর অমানুষ করে তুলবেন না।

ঔরঙ্গজেব। তাহ'লে তুমি দাক্ষিণাত্যে যাবে না?

মোয়াজীম। যাব। তবে সিংহাসনের লোভে নয়,—পিতার অনুগত পুত্র হয়ে দাক্ষিণাত্যে যাব,—বিদ্রোহী শিবাজীকে দমন করতে।

ঔরঙ্গজেব। আমি সাগ্রহে তোমার বিজয় সংবাদের জন্য অপেক্ষা করবো পুত্র।

মোয়াজীম। পিতা, জগতে সবাই আপনার মত পিতৃদ্রোহী নয়। বিষের চোখে আপনি দুনিয়াটাকে বিষাক্ত দেখ্‌ছেন, আমি দেখিয়ে দেবো পিতা, যে বিষের সংসারে অমৃত আছে।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। মোয়াজীম কি সত্যই সরল—না এ তার কপটতা? যাক্, সে বিচারের প্রয়োজন নেই। শিবাজী দমনই এখন আমার একমাত্র চিন্তা। যদি শিবাজী বিন্ধ্যাচলের এপারে আসতে পারে, তাহ'লে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন করেই হোক্ তাকে দমন করতেই হবে। যদি জয়সিংহ বিদ্রোহী হয়, দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমি তাদের......না,—না—দেখি এই চালে কি হয়—।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রতাপগড়—ভবানীমন্দির প্রাঙ্গণ।

দ্রুত শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মোগলের প্রবল প্রতাপে নবীন মহারাষ্ট্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। মা বিশ্বজননী ভবানী! তুই যে আমায় অভয় দিয়েছিলি মা, আমারই শক্তিতে, নির্য্যাতিত ভারতে এক শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠবে। মা, এই কি তোর অভয়বাণী? বিধর্ম্মীরা বলে তুই পাষাণী! কিন্তু আমি ত জানি, তুই শক্তিময়ী বিশ্বজননী, পার্ব্বতী ঈশাণী। তবে অধম সন্তানের সঙ্গে কেন তোর এই ছলনা? কেন আমায় অস্ত্র দিয়েছিলি মা? কেন আমার মনে স্বাধীন সাম্রাজ্য গঠনের আশা জাগিয়েছিলি? কেন আমায় দিল্লীশ্বরের শত্রু করে তুললি? বল্ মা বল্, এখন আমি কি করব? এ কি, তবুও নীরব! তবে মোগল আক্রমণে মহারাষ্ট্র ধ্বংস হবার আগে আমি তোর পায়ে আত্ম-প্রাণ বিসর্জন দেব। [আত্মহত্যা করিতে উদ্যত]

ভবানীর আবির্ভাব।

ভবানী। গীত। ৭৮

হতাশ হয়ো না বীর।
পরাজয় সে তো জয়ের সোপান, লক্ষ্য থাকিলে স্থির।
জীবনের পথ ফুলে ঢাকা নয়,
অনায়াসে কেউ লভে নাই জয়;
নব উৎসাহে নববলে বঙ্গী উন্নত কর শির।

রাখ বিশ্বাস আপনার পরে
জয়ী হবে তুমি দেবতার বরে ;
অসি ঝঙ্কারে ভীম হুঙ্কারে গাহ গান মুক্তির।

[অন্তর্দ্ধান।

শিবাজী। শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি মাতর্ভবানি নমোঽস্তুতে॥

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। মহারাজ—

শিবাজী। কি সংবাদ তানাজী?

তানাজী। অম্বরপতি মহারাজ জয়সিংহ আমাদের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শিবাজী। সে কি!

তানাজী। দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ আমাদের পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করেছে।

শিবাজী। দুর্গ রক্ষক মুরারবাজী?

তানাজী। মুরারবাজী আর চন্দ্ররাও প্রাণপণে পুরন্দর দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করছে—

শিবাজী। সিংহগড়ের সংবাদ?

তানাজী। মোগল সেনাপতি দায়ুদ খাঁ সিংহগড় অধিকার করেছে।

শিবাজী। মায়ি জিজাবাঈ—

তানাজী। রায়গড় থেকে নেতাজী পলকর সংবাদ দিচ্ছেন—কুমার শম্ভাজীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ি রাতের অন্ধকারে সিংহগড় ত্যাগ করে চলে গেছেন।

শিবাজী। কোথায়?

তানাজী। সে সংবাদ এখনো পায় নি।

শিবাজী। তানাজী, মোগল সৈন্য যদি আমার মাকে বন্দী করে?

তানাজী। সিংহিনীকে বন্দী করা সহজ নয় মহারাজ—

শিবাজী। মনে পড়ে, বিজাপুর স্থলতান আদিলশাহের কথা। পুত্রকে শাস্তি দেবার জন্য অকৃতজ্ঞ আদিলশাহ আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিল।

তানাজী। মহারাজ নিজের কৌশলে পিতাকে মুক্ত করেছিলেন।

শিবাজী। করেছিলাম—কারণ তখন মোগলের সঙ্গে আমার শক্রতা ঘটে নি! আজ মোগলেরা আমার পরম শক্র। এ সময় যদি তারা একবার আমার মাকে বন্দী করে, আমার বাহু ভেঙ্গে দেবে।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। শিবাজীর মাকে বন্দী করার স্পর্দ্ধা মোগলের নেই পুত্র।

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। রাজগড়, সিংহগড়, বিশালগড়, পুণা, রোহিয়া একে একে সমস্ত দুর্গই মোগলেরা অধিকার করে নিলে?

শিবাজী। উপায় নেই মা! মোগলের রণদক্ষ সৈন্যদল আর অসংখ্য কামানের কাছে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র অতি তুচ্ছ। তাই এবার আমাদের পরাজয় বরণ করে নিতে হবে।

জিজাবাঈ। মোগল প্রতাপে যে শঙ্কিত, আমি সেই কাপুরুষের মা হতে চাই না।

শিবাজী। অবুঝ হয়ো না মা। সম্মুখ যুদ্ধে মোগলকে বাধা দিলে শিশু মহারাষ্ট্র একদিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জিজাবাঈ। তাই বুঝি নীরবে বসে আছ?

শিবাজী। না মা, আমি মোগল আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। যদি জয়সিংহ একবার সম্মত হন—

জিজাবাঈ। পায়ে ধরে সন্ধি প্রার্থনা করবে?

শিবাজী। সন্ধি ছাড়া বর্ত্তমানে আর আমাদের কোন উপায় নেই মা!

শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। আছে। সাম্রাজ্যবাদী মোগলের সঙ্গে দীন দরিদ্র মারাঠার সন্ধি হতে পারে না পিতা!

শিবাজী। শম্ভা—

শম্ভাজী। সিংহগড় দুর্গে দেখেছি পিতা, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মারাঠা সৈন্যরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

শিবাজী। স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়ে জাতীয় গৌরব অর্জ্জন করা যায় পুত্র—কিন্তু জাতি গঠন করা যায় না।

শম্ভাজী। পিতা!

শিবাজী। রাজস্থানের দিকে চেয়ে দেখ পুত্র, বীরত্বের অহংকারে শক্তি সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে একটা শক্তিশালী জাতি কিভাবে মোগলের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। তাই মনে হয় মহারাষ্ট্রকে ধ্বংস না করে এবার আমাদের মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই ভাল।

তানাজী। মোগল সন্ধি করতে চায় না!

শিবাজী। করবে, তবে এক সর্ত্তে—

তানাজী। কি সর্ত্ত?

দ্রুত চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। দুঃসংবাদ মহারাজ, পুরন্দর দুর্গ দিলীর খাঁর অধিকারে।

শিবাজী। মুরারবাজী—

চন্দ্ররাও। সেই অকুতোভয় যোদ্ধা রণক্ষেত্রে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সকলে। মুরারবাজী নেই।

শিবাজী। মহারাষ্ট্রের বীর সৈনিক মুরারবাজী আমাদের ছেড়ে চলে গেল মা।

জিজাবাঈ। মুরারবাজীর মৃত্যুতে শিশু মহারাষ্ট্রের যে ক্ষতি হ'লো কোনদিন তা পূর্ণ হবে না।

শিবাজী। মা! এইবার তুমি অনুমতি দাও, আমি মোগলের সঙ্গে সন্ধি করি।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। অনুমতি দাও মা—আমি যাই।

জিজাবাঈ। না—হ্যাঁ—যাও—

শিবাজী। মা—

জিজাবাঈ। না—না, আমি শুধু তোমার একার মা নই। ভারতের কোটি কোটি নির্য্যাতিত দীন দরিদ্রের মা আমি। কোটি কোটি সন্তানের মুক্তির জন্য আমি এক সন্তানকে হাসিমুখে বলি দেব।

[প্রস্থান।

শিবাজী। চল তানাজী, আমি নিজে জয়সিংহের শিবিরে যাব।

শম্ভাজী। না পিতা, জয়সিংহের শিবিরে আপনার যাওয়া হবে না।

শিবাজী। শম্ভা! শিবাজীর পুত্র তুমি! জগতের বৃহত্তর কল্যাণে যখনই কর্ত্তব্যের আহ্বান আসবে—তখনই তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। যাও পুত্র, আমার এই আদেশ আজীবন মনে রাখবে।

শম্ভাজী। আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো পিতা। [প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। মুরারবাজীর হত্যাকারী হীন মোগলের সঙ্গে সন্ধি হতে পারে না।

শিবাজী। সন্ধি ছাড়া আর পথ নেই।

চন্দ্ররাও। মহারাষ্ট্র আপনার একার নয় মহারাজ।

শিবাজী। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। আমাদের সমবেত শক্তিতেই আপনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন।

শিবাজী। আমি ত রাজা হতে চাই না ভাই। রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে গুরু রামদাসের আদেশে গৈরিক বসন পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, মহারাষ্ট্রের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াব। তোমরা যদি আমায় না চাও, কেড়ে নাও তোমাদের রাজদণ্ড, খুলে নাও রাজবেশ! আবার আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মহানন্দে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করব।

তানাজী। মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুর মহান নেতা শিবাজীকে বাদ দিয়ে নবীন মহারাষ্ট্র বাঁচতে পারে না।

শিবাজী। মহারাষ্ট্র যখন আমায় চায় না—তখন এ রাজ্যে আর আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে চাই না।

তানাজী। অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন।

শিবাজী। তাহ'লে তোমরা আমায় অনুমতি দাও—আমি মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করি।

চন্দ্ররাও। মহারাজ! মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই কি আপনার স্থির সিদ্ধান্ত?

শিবাজী। হ্যাঁ চন্দ্ররাও, মহারাষ্ট্র রাজপুতানার মত শ্মশান হতে চায় না। হিন্দুর দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গঠন করে পৃথিবীর বুকে আদর্শ জাতি হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। শত্রুর হুঙ্কারে—বীরত্বের অহঙ্কারে মরণকে বরণ করে জাতির কোন মঙ্গল হবে না ভাই! যদি কোন ছলে এবার আমরা মোগলের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি—তারপর রাজপুতনার গৌরবহারি হিন্দু নির্য্যাতনকারী মোগল শক্তিকে চূর্ণ করে দিল্লীর পথে পাঠিয়ে দেব।

গীতকণ্ঠে জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। **গীত।**

সত্য হবে স্বপ্ন তোমার সফল হবে তোমার আশা।
শক্তির চেয়ে বুদ্ধি বড়, বাহুর ওপর মাথার বাসা॥
ছকের ওপর দৃষ্টি মেলে
তোমার খেলা যাওগো খেলে,
কচে বারোর মারবে যে দান আবার তোমার হাতের পাশা॥

[সকলে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন।

শিবাজী। প্রভু অনুমতি দিন, আমি যাই।

জনার্দ্দন। মা-ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি তুমি জয়ী হয়ে ফিরে এসো।

শিবাজী। চন্দ্ররাও! তুমি প্রতাপগড় রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে। দেখো ভাই, তোমরা থাকতে মোগল যেন আমার ভবানী মন্দির ধ্বংস না করে। এসো তানাজী—

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

পুরন্দর—মোগল শিবির।

মোয়াজীম ও আনোয়ারীর প্রবেশ।

মোয়াজীম। না, এ দেশে আর ভাল লাগছে না আনোয়ারী!

আনোয়ারী। তাহ'লে কি করবো বলুন?

মোয়াজীম। একটা বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ না হলে মনটা শান্ত হচ্ছে না।

আনোয়ারী। বেশ, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

মোয়াজীম। কি ব্যবস্থা করবে?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, আমিই ত সব করি।

মোয়াজীম। আচ্ছা, তুমি কোত্থেকে আমদানী হলে বলত?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, আগে আমি পুণায় ছিলাম। মহাবীর সায়েস্তা খাঁ আসতে, আমি তাঁর কাছে একটা আরজী করেছিলাম। দয়া করে তিনি আমায় এই চাকরী দিয়ে গেছেন।

মোয়াজীম। কিসের চাকরী?

আনোয়ারী। আজ্ঞে, দিল্লী থেকে যেসব আমীর-ওমরাহ, বাদশা-বেগম, দাক্ষিণাত্যে আসবেন তাঁদের তদারক করতে হবে।

মোয়াজীম। বটে! তাহলে খানিকটা সিরাজির ব্যবস্থা কর, দেখি কেমন তুমি কাজের লোক।

আনোয়ারী। জনাবের হুকুম বান্দার কাছে খোদার মেহের বাণী!

[প্রস্থান।

মোয়াজীম। সিরাজি আসবে, কিন্তু শূন্য মনের প্রেরণা সুরাইয়া কোথায়?

সুরাইয়ার প্রবেশ ।

সুরাইয়া। সুরাইয়া হাজির।

মোয়াজীম। এ কি তুমি কি ক'রে এলে?

সুরাইয়া। দিলীর খাঁর বেগমের বাঁদী হয়ে এলুম জনাব।

মোয়াজীম। আমার ওপর দেখছি তোমার বেজায় টান। তা এতদিন কোথায় ছিলে?

সুরাইয়া। দিলীর খাঁর বেগম মহলে। বাবাঃ, মহলের পরদা আমার কাছে গারদখানার কপাট মনে হচ্ছিল।

মোয়াজীম। হঠাৎ মহল ছেড়ে চলে এলে কেন?

সুরাইয়া। আপনার জন্যে জনাব! রাত্রে ঘুম হত না, ক্ষিদে হত না, বুক ধড়ফড় করত।

মোয়াজীম। বল কি সুন্দরী?

সুরাইয়া। হ্যাঁ জনাব। আপনাকে ছেড়ে আমি বেহস্তেও যেতে পারব না।

মোয়াজীম। তুমি বোধহয় জান, আমি এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি?

সুরাইয়া। তাইত দিল্লী থেকে ছুটে এলুম জনাব।

সিরাজি লইয়া আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। জনাব, সিরাজী—

সুরাইয়া। দাও—আমার হাতে দাও—[আনোয়ারীর হাত হইতে সুরাপাত্র লইয়া, মোয়াজীমকে সুরা দিলেন।]

আনোয়ারী। শুধু সিরাজি নয় বিবিজান, সেই সঙ্গে এই বান্দা একটা জরুরী খবরও বহন করে এনেছে!

মোয়াজীম। কি খবর? [সুরাপান করিতে লাগিলেন]

আনোয়ারী। মহারাজ জয়সিংহ আপনার দর্শন প্রার্থী।

মোয়াজীম। কোথায় তিনি? [সহসা সুরাপাত্র রাখিয়া দিলেন]

আনোয়ারী। বাহিরে অপেক্ষা করছেন—

মোয়াজীম। আচ্ছা, তুমি তাকে আর একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি এখনি যাচ্ছি।

আনোয়ারী। জো হুকুম জনাব। [প্রস্থান।

মোয়াজীম। সিরাজি আর সুরাইয়া তোমরা এখানেই থাক। আমি এখনি আসছি।

সুরাইয়া। মনে থাকে যেন, অনেক দিনের বিরহের পর আজ প্রথম মিলন।

মোয়াজীম। খুব মনে থাকবে—তোমায় কি আমি ভুলতে পারি।

সুরাইয়া। আর এক পিয়ালা—

মোয়াজীম। না—না—থাক্, দ্বারে মহারাজ জয়সিংহ।

[প্রস্থান।

সুরাইয়া। আশা কি পূর্ণ হবে না? এত চেষ্টা এত পরিশ্রম কি বৃথা যাবে—না—না—কোথায় দাঁড়িয়ে আমি কি বলছি!

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। শাহাজাদা! তুমিও এখানে?

সুরাইয়া। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

দিলীর। না।

সুরাইয়া। আপনি ত বেগমদের নিয়েই ব্যস্ত। আমার দিকে তাকাবার অবসর কোথায়?

দিলীর। আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুমি শাহাজাদাকে নিয়ে মজা লুটবে ভেবেছ?

সুরাইয়া। ইচ্ছেটা ঠিক তা ছিল না, আপনাকে যদি পেতুম—তাহ'লে আর শাহাজাদার দিকে নজর দিতুম না।

দিলীর। দেখছি, তুমি চতুর! কিন্তু সুন্দরি, চাতুরি করে ত বাদশার বেগম হতে পারবে না।

সুরাইয়া। কেন? শাহাজাদা মোয়াজীমই ত এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

দিলীর। তোমার সব আশা আমি ব্যর্থ করে দেব নারি!

সুরাইয়া। কেন?

দিলীর। রক্ষীশূন্য কক্ষে যদি তোমায় হত্যা করি?

সুরাইয়া। দিলীর খাঁ—আপনি এত নিষ্ঠুর—

দিলীর। কাশ্মীরের ফুটন্ত গোলাপ! আমায় উপেক্ষা করে আমি তোমায় সম্রাজ্ঞী হ'তে দেব না।

সুরাইয়া। দিলীর খাঁ—

দিলীর। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীর জীবন-দীপ এইখানেই নিভে যাক্। [সুরাইয়াকে হত্যা করিতে উদ্যত]

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। বিবিজান—বিবিজান, শাহাজাদার সঙ্গে মহারাজ জয়সিংহ আসছেন। এ কি! [উভয়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন]

দিলীর। সে কি?

আনোয়ারী। আরে বাবাঃ! এ যে তাজ্জব ব্যাপার, একেবারে ঘরের মধ্যে খুন-খারাপি।

সুরাইয়া। শাহাজাদা কোথায়?

আনোয়ারী। দাঁড়ান,—আগে বুক ধড়্‌ফড়্‌ থামুক—তারপর বলছি—

সুরাইয়া। আগে বল—শাহাজাদা কোথায়?

আনোয়ারী। মহারাজের সঙ্গে এইদিকেই আসছেন, আপনাকে ভেতরে যেতে বললেন।

সুরাইয়া। ঠিক আছে,—দিলীর খাঁ আপনার এ ঔদ্ধত্য আমার চিরদিন মনে থাকবে।

[প্রস্থান।

দিলীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তুচ্ছ একটা বাঁদীর রক্ত চক্ষুতে আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ ভয় পায় না।

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। যাক্। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি। দেখা যাক ক'দূরের জল ক'দূরে যায়।

[প্রস্থান।

মোয়াজীম ও জয়সিংহের প্রবেশ।

মোয়াজীম। মহারাজ যা ভাল মনে করবেন, তাতেই আমার সমর্থন পাবেন।

জয়সিংহ। শিবাজীর অসংখ দুর্গ আমরা জয় করেছি। মোগলের আক্রমণে ভীত হয়ে বার বার সে সন্ধির প্রস্তাব করেছে। মনে হয় আমরা যদি তার সঙ্গে সন্ধি করে বিজাপুর আক্রমণ করি, তাতে মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হবে।

মোয়াজীম। শিবাজী যদি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে তার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধা কি?

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ যদি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হন ?

মোয়াজীম। মহারাজ! সম্রাটের ফারমান প্রাপ্ত দাক্ষিণাত্যের সুবেদার সুলতান মোয়াজীমের আদেশ—এই মুহূর্ত্তে আপনি আপনার ইচ্ছামত সর্ত্তে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হোন।

জয়সিংহ। তাতে যদি কোন বিপদ ঘটে!

মোয়াজীম। ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর মহারাজ জয়সিংহের জন্য শাহাজাদা মোয়াজীম জীবন দেবে—তবু তাঁর পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হতে দেবে না।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ঔরঙ্গজেব! সত্যই তুমি ভাগ্যবান। এমন পুত্ররত্ন লাভ করা সৌভাগ্যবান পিতার পক্ষেই সম্ভব।

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। জয় হোক মহারাজ! [অভিবাদন]

জয়সিংহ। কে তুমি ?

তানাজী। আমি মারাঠার দূত।

জয়সিংহ। এখানে কি প্রয়োজন দূত ?

তানাজী। রাজা শিবাজীর কাছ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি মহারাজ।

জয়সিংহ। শিবাজী আসবেন না ?

তানাজী। না, তিনি অসুস্থ।

জয়সিংহ। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তিনি নিজে না এলে সন্ধি হবে না।

তানাজী। এই কি মহারাজের শেষ কথা ?

জয়সিংহ। হ্যাঁ। তোমার প্রভুকে বলবে—আমি তাঁর জন্য সপ্তাহ—

কাল অপেক্ষা করবো ! এর মধ্যে যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন, ভবিষ্যতে তাঁর ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।

তানাজী। মহারাজ, রাজা শিবাজীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন জানতে পারি ?

জয়সিংহ। রাজা জয়সিংহ, সামান্য দূতের কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করেন না।

তানাজী। আমি সামান্য দূত হলেও মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর প্রধান সহচর।

জয়সিংহ। যুবক—

তানাজী। মহারাজ ! হিন্দু হয়ে আর কতদিন হিন্দুর সর্ব্বনাশ করবেন ?

জয়সিংহ। যুবক !

তানাজী। আমি আপনার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি মহারাজ, আপনার শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি মোগলের পায়ে উপঢৌকন না দিয়ে তার কিছুটা স্বজাতির কল্যাণে দান করুন। দেখবেন, আপনার একটা ইঙ্গিতে কোটি কোটি হিন্দুর তরবারি গর্জ্জে উঠবে। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে এই ভারতে এক শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠবে।

জয়সিংহ। যুবক !···না, তুমি যাও ! শিবাজীর সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন অভিমত দেব না।

তানাজী। মহারাজের জয় হোক। মনে রাখবেন রাজা, আপনি মোগল নন্। আপনি ভারত গৌরব মহাবীর রাজা জয়সিংহ।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ভগবান ! তুমি আমায় ক্ষমা কর দয়াময় ! বহুকাল

পরে আজ নির্য্যাতিত মানব আত্মার কাতর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। একদিকে কর্ত্তব্যের ডাক, অন্যদিকে দিল্লীশ্বরের আদেশ! আমি রাজপুত।···না—না—সে অসম্ভব! যে আমায় বিশ্বাস করেছে, আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। তাতে যদি প্রয়োজন হয় শিবাজীকে বন্দী করে—

সহসা শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। জয়সিংহের বন্দী হ'তে শিবাজী সর্ব্বদাই প্রস্তুত মহারাজ।

জয়সিংহ। রাজা শিবাজী!

শিবাজী। আপনি আমার পিতৃতুল্য, জীবনে যদি কোন অন্যায় করে থাকি, অপরাধী পুত্রকে শাস্তি দিন। [পদতলে বসিলেন]

জয়সিংহ। শাস্তি নয় রাজা! তুমি হিন্দু-গৌরব! তোমার স্থান মোগল সেনাপতির পায়ের তলায় নয়,—তোমার স্থান ভারত বিজয়ী জয়সিংহের বক্ষে! [শিবাজীকে আলিঙ্গন]

শিবাজী। এইবার বলুন মহারাজ! কেন আপনি দাক্ষিণাত্যে এসেছেন?

জয়সিংহ। দিল্লীশ্বরের আদেশে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করতে।

শিবাজী। দিল্লী ফিরে যান মহারাজ—

জয়সিংহ। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যখন সন্ধি করেছি—তখন তাঁর আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম্ম!

শিবাজী। কিন্তু মহারাজ যশোবন্তসিংহও দাক্ষিণাত্যে এসে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

জয়সিংহ। সে তাঁর জীবনের কলঙ্ক। তিনি যদি ষড়যন্ত্র না

করে প্রকাশ্যে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন, আমি তাঁকে পূজো করতাম।

শিবাজী। ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলে—আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণই ক্ষত্রিয়ের গৌরব।

শিবাজী। জানি মহারাজ। কিন্তু এই বিশ বছর ধরে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে স্বাধীনতার যে মহামন্ত্র আমি জপ করেছি, যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবো?

জয়সিংহ। বীরের রক্তে যদি স্বাধীনতা রক্ষা না হয়, তবে চাতুরিতেও তা হবে না।

শিবাজী। চাতুরিতে মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যদি অন্যায় করে থাকি, আপনার কাছে আমি তার শাস্তি নিতে প্রস্তুত। মহারাজ! মোগলের পরমশত্রু, আজ আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আপনার অব্যর্থ বর্শায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে মোগল সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর করে, ভারতের বুক থেকে মারাঠার নাম মুছে দিয়ে আপনি বিজয় গর্ব্বে দিল্লী ফিরে যান।

জয়সিংহ। না রাজা, আমি তোমায় হত্যা করতে চাই না! আমি চাই—মোগলের সঙ্গে মারাঠার সন্ধি স্থাপন করে হিন্দুর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে।

শিবাজী। মোগল মারাঠার সন্ধি! সে সন্ধির সর্ত্ত বোধহয় মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন?

জয়সিংহ। না রাজা, মারাঠা অধিকৃত মোগল দুর্গ ফিরিয়ে দিলেই—দিল্লীশ্বর তোমায় মহারাষ্ট্রের রাজা বলে স্বীকার করবেন।

শিবাজী। তারপর—

জয়সিংহ। বিজাপুর গোলকুণ্ডার যুদ্ধে মোগল সম্রাটকে তোমায় সাহায্য করতে হবে।

শিবাজী। বিনিময়ে সম্রাট আমায় কি দেবেন?

জয়সিংহ। সম্রাট তোমার বালক পুত্রকে পাঁচ হাজার মনসবদার পদে নিযুক্ত করবেন।

শিবাজী। আপনি নিজে আমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

জয়সিংহ। রাজপুত জীবন দেয় তবু সত্যের অপলাপ করে না। তুমি এই সর্ত্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত?

শিবাজী। মহারাজের আদেশ পালন করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

জয়সিংহ। রাজা! একটা কথা স্মরণ রেখো। লুণ্ঠনে পীড়নে স্বাধীনতা আসে না। যে জাতির তুমি নায়ক সে জাতিকে তুমি এমন ভাবে শিক্ষা দিয়ে যাবে—যাতে ভবিষ্যতে সে জাতি সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে ভারতের আদর্শ হয়ে উঠে।

শিবাজী। মহারাজ! জীবনে পিতার উপদেশ পাই নি। আজ শত্রু রূপে আপনাকে পেয়ে যে শিক্ষালাভ করলাম, আমার জাতিকে আমি সেই শিক্ষাই দেবো।··কিন্তু আর তাতে কোন লাভ হবে না। আজ যে আমি আমার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি করে দিয়ে গেলাম। মহারাজ সবই আমার স্বপ্ন হয়ে গেল। স্বপ্নঘোরেই বাল্যকালে ভবানীর কাছে অস্ত্র পেয়েছিলাম। স্বপ্নঘোরেই যৌবনে মাতৃজাতির ধর্ম্ম রক্ষা করতে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম। স্বপ্নঘোরেই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করেছি। মহারাজ আমার মুখের একটি কথায় আজ আমার সবই স্বপ্ন হয়ে গেল।

জয়সিংহ। স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়। চারিদিকে যত দেখি ততই মনে হয় মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু নির্য্যাতনে

হিন্দুস্থান আজ পরিত্রাহি রবে চীৎকার করছে। তাই আজ যুগসন্ধিক্ষণে বিধাতা তোমায় পাঠিয়েছেন, ঔরঙ্গজেবের নির্য্যাতন থেকে এই পতিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করতে।

শিবাজী। আপনি জীবিত থাকৃতে আমার জয় অসম্ভব।

জয়সিংহ। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর বেশীদিন থাকৃবে না রাজা!

শিবাজী। না-না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—আপনি দীর্ঘজীবী হোন্।

জয়সিংহ। না-না, এ কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আর আমি বাঁচতে চাই না। আমার মৃত্যুই এখন জাতির মঙ্গল। মাঝে মাঝে মনে হয়, মোগলের গোলামী করে হিন্দুজাতির কি সর্ব্বনাশই করেছি। শিবাজী তুমি হিন্দু-গৌরব—তোমার হাতেই পৃথিবীর আদি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাবে। যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের প্রতিটি হিন্দুর গৃহে তোমার মূর্ত্তি পূজো হবে। হিন্দুস্থানের হিন্দুগণ সমস্বরে গাইবে—"জয়তু শিবাজী"।

শিবাজী। পিতা! আজ আমি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে আপনার কাছে শিক্ষা নিয়ে গেলাম। যদি দিন পাই প্রকৃত পুত্রের মত আপনার চরণ তলে বসে, ওই যুগল চরণ বন্দনা করে রাজনীতি শিক্ষা নেবো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ঈশ্বর! তোমার কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা দয়াময়! হিন্দু-গৌরব শিবাজীকে তুমি দীর্ঘজীবী কর। দেশ ও জাতির কল্যাণে সে যেন তার গৌরবময় জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তার বিজয়ের তুর্য্যনাদে হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাস যেন মুখরিত হয়।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ।

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। কেন এমন হয়, কিছুই ত বুঝতে পারি না। যাই সে চলে যায়, অমনি মন তাকে কাছে পেতে চায়। যাই সে কাছে আসে কথা বলতে চায়, অমনি চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

গীত।

একি মোর হলো দায়।
মন চাহে ধরা দিতে শরমে চরণ থেমে যায়॥
যে কথা বলিতে তারে,
মন চাহে বারে বারে,
কাছে সে আসিলে পরে ভাষা নাহি ফোটে রসনায়॥
মরমের যত কথা
হৃদয়ের যত ব্যথা
নিশিদিন নীরবে তা আঁখি জলে ঝরে বেদনায়॥

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। পণ্ডিত মশাই! পণ্ডিত মশাই! কে সরযূ—
সরযূ। মশাই কি চোখে কম দেখেন?
রঘুনাথ। তাড়াতাড়িতে দেখ্‌তে পাই নি! পণ্ডিত মশাই আছেন?
সরযূ। দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

রঘুনাথ। এতে ভেবে দেখার কি আছে?

সরযু। সময়ে সব কিছুই ভাবতে হয়। এই ধর, তোমার আসার কারণ বেয়াড়া হলে পিতার সংবাদ তোমাকে নাও দিতে পারি।

রঘুনাথ। এসেছি, তাঁকে একটা প্রণাম করতে—

সরযু। প্রণাম! হঠাৎ ভক্তির এত উচ্ছ্বাস যে!

রঘুনাথ। এত সোজা কথা। যুদ্ধে যাব, তাই তাঁকে একটা প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি।

সরযু। যুদ্ধ—প্রণাম—বিদায়—না, এ সবই গোলমালে ব্যাপার—

রঘুনাথ। বল না, পণ্ডিতমশাই কোথায়?

সরযু। তাড়াতাড়ি দরকার?

রঘুনাথ। হ্যাঁ। মহারাজ যুদ্ধে যাচ্ছেন, আমায় তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। বল না পণ্ডিতমশাই কোথায়?

সরযু। তাড়া করলে ত পারবো না।

রঘুনাথ। ধ্যেৎ—[সহসা সরযুর মাথার ফুল তুলিয়া লইলেন]

সরযু। অসভ্য কোথাকার?

রঘুনাথ। আগে বল আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

সরযু। দিচ্ছি, আগে ফুল দাও—

রঘুনাথ। দিচ্ছি, আগে উত্তর দাও।

সরযু। ফুল না দিলে ত বলবো না।

রঘুনাথ। তবে আমিও ফুল দেবো না।

সরযু। আচ্ছা, আমি বলি আর সেই সঙ্গে তুমি আমার হাতে দাও।

রঘুনাথ। বল—

সরযু। পিতা—

রঘুনাথ। বল—

সরযু। এইমাত্র—

রঘুনাথ। কোথায়—

সরযু। বলবো না—[রঘুনাথের হাত হইতে ফুলটী ছিনাইয়া লইল]

রঘুনাথ। তবে রে—[সরযুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

সরযু। এই ছেড়ে দাও বলছি।

রঘুনাথ। এইবার কেমন?

সহসা জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। সরযু—

সরযু। পিতা! [উভয়ে উভয়দিকে সরিয়া গেল এবং কাপড়-চোপড় ঠিক করিতে লাগিল]

রঘুনাথ। তারপর……একদিন নিষাদ পুত্র একলব্য অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হলেন।

সরযু। একলব্য কে?

রঘুনাথ। এতক্ষণ কি বললাম?

সরযু। কই ওসব কথা—

জনার্দ্দন। বুঝতে পারবে না। তারপর তুমি এখানে কি মনে করে?

রঘুনাথ। যুদ্ধে যাব তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এলুম।

জনার্দ্দন। তাহলে দাঁড়িয়ে কেন? শিব্বা ত অনেকক্ষণ চলে গেছে।

রঘুনাথ। আমি যে এতক্ষণ আপনাকে খুঁজে পাই নি, তাইত দেরী হয়ে গেল।

সরযু। না পিতা, উনি এখানে—

রঘুনাথ। [ইঙ্গিতে] চুপ। পণ্ডিতমশাই আমি এখন আসি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

জনার্দ্দন। রঘুনাথ ছেলেটী বড় ভাল—

সরযু। ভাল না ছাই, ও ভারি দুষ্টু, এই দেখ না আমার এমন সুন্দর ফুলটা নষ্ট করে দিয়ে গেল। এ ফুল আমি মাথায় দেব কী ক'রে?

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। রঘুনাথ—রঘুনাথ!

সরযু। এইমাত্র চলে গেলেন!

লক্ষ্মীবাঈ। এইমাত্র গেল! হা ভগবান! এত কষ্ট করেও তাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

জনার্দ্দন। রঘুনাথ তোমার কে মা?

লক্ষ্মীবাঈ। না-না, সে আমার কেউ নয়। সে আমার কেউ নয়।

জনার্দ্দন। তবে তার জন্যে এত চিন্তা কেন মা?

লক্ষ্মীবাঈ। তার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ চক্রান্ত হয়েছে। আমি এসেছিলাম তাকে সাবধান করতে। কিন্তু—সে যখন চলে গেছে আর ত উপায় নেই—

সরযু। কে চক্রান্ত করছে?

লক্ষ্মীবাঈ। সে আমি বলতে পারবো না।

জনার্দ্দন। মা-ভবানীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলা মহাপাপ!

লক্ষ্মীবাঈ। যত পাপই হোক্—তবু আমি বলতে পারবো না—

জনার্দ্দন। বালিকা—

লক্ষ্মীবাঈ। ব্রাহ্মণ, আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা; যদি পারেন রঘুনাথকে রক্ষা করবেন, তাকে বলবেন······না-না, কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

সরযু। সত্য বল নারী সে তোমার কে?

লক্ষ্মীবাঈ। আমাদের পরিচয় প্রকাশ হলে তার অমঙ্গল হবে। একটা কথা বলে যাই—যদি তাকে ভালবেসে থাক, কোনদিন যেন তাকে ঘৃণা ক'রো না।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। সরযু—

সরযু। পিতা—

জনার্দ্দন। ওই মেয়েটীর কথা বুঝতে পারলি?

সরযু। না বাবা, আমি শুধু ভাবছি—একটা অমঙ্গল রঘুনাথকে গ্রাস করতে আসছে।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। মা-ভবানি! রঘুনাথের মঙ্গল কর মা! রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তবে কি সত্যই রঘুনাথ বিপদে পড়েছে? না-না, শিবাজীর রাজ্যে তার কোন বিপদ হ'তে পারে না।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। কাজ শেষ। বিজাপুরের রুদ্রমণ্ডল দুর্গ মারাঠার অধিকারে। দুর্গরক্ষক রহমৎ খাঁ পরলোকে। রহমৎ খাঁকে আমি যে পত্র লিখে সংবাদ দিয়েছিলাম সে কথা প্রকাশ হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। রাজা জয়সিংহকে দুর্গ জয়ের সংবাদ দিয়েছ?

চন্দ্ররাও। দিয়েছি মহারাজ! তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহ আসছেন আমার শিবিরে?

চন্দ্ররাও। হ্যাঁ মহারাজ!

শিবাজী। চন্দ্ররাও, আজ আমার জীবনের সু-প্রভাত। ভারত বিখ্যাত বীর মহারাজ জয়সিংহ আমার অতিথি—এ আমার পরম-গৌরব।

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। মহারাজ, দ্বারে অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ।

শিবাজী। আসুন মহারাজ!

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। রাজা শিবাজী! তুমি দিল্লীশ্বরের পক্ষে যোগ দিয়ে

তাঁর রাজ্য বিস্তারে সাহায্য ক'রে যে কষ্ট স্বীকার করেছো—সেজন্য দিল্লীশ্বরের পক্ষ থেকে আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাই।

শিবাজী। মহারাজের আশীর্ব্বাদেই আমি জয়ী—

জয়সিংহ। একরাত্রে যে দুর্গ জয় করতে পারে, আমি আশা করি তার সাহায্য পেলে অবিলম্বে আমরা বিজাপুরকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারবো।

শিবাজী। বাল্যকাল থেকে দুর্গ জয় শিক্ষা করেছি, তাই দুর্গ জয়ের কৌশল আমি জানি। কিন্তু এতদিন আমি যেভাবে দুর্গ জয় করেছি—আজ সে নীতির ব্যতিক্রম হয়েছে রাজা!

জয়সিংহ। কেন?

শিবাজী। রুদ্রমণ্ডল দুর্গে সৈন্যদের নিদ্রিত পাব, এই আশাতেই মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেছিলাম, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখলাম, দুর্গের সমস্ত সৈন্যই সশস্ত্র আর জাগ্রত।

জয়সিংহ। এখন যুদ্ধের সময় তাই হয়ত সর্ব্বদাই ওরা প্রস্তুত থাকে।

শিবাজী। দাক্ষিণাত্যের শত শত দুর্গ আমি জয় করেছি—কোথাও এমন রণ প্রস্তুতি দেখি নি।

জয়সিংহ। শিক্ষালাভ করে ক্রমেই তারা সতর্ক হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম, যে যতই তারা সতর্ক থাক, রাজা শিবাজীর গতিরোধ করা দুসাধ্য, শিবাজীর জয় অনিবার্য্য।

শিবাজী। মহারাজ—

জয়সিংহ। রাজা! এইবার তুমি দিল্লী যাত্রার আয়োজন কর।

শিবাজী। দিল্লী যাবার আয়োজন আমার প্রস্তুত। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি আমার কোন বিপদ হয়?

জয়সিংহ। সম্রাটের পত্র অনুসারেই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটকে নজরাণা দিলেই তোমার আর কোন বিপদ হবে না।

শিবাজী। সম্রাট আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন?

জয়সিংহ। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়ে সম্রাটকে তুমি যে সাহায্য করেছ, তার প্রতিদানে সম্রাট তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

শিবাজী। আপনি কি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবেন—

জয়সিংহ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমার দিল্লী যাবার আদেশ নেই।

শিবাজী। সম্রাটের সঙ্গে কে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?

জয়সিংহ। দিল্লীতে আমার প্রতিনিধিরূপে, আমার পুত্র কুমার রামসিংহ আছে। আমি তাকে পত্র লিখে দেব, সেই তোমায় সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

শিবাজী। আমার সঙ্গে কে যাবেন?

জয়সিংহ। শাহাজাদা মোয়াজীম আর আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ—

শিবাজী। সম্রাট যদি আমায় আয়ত্তে পেয়ে কোন অসদ ব্যবহার করেন?

জয়সিংহ। তার জন্য দায়ী রইলো এই শুভ্র রাজপুত শির—

শিবাজী। মহারাজ!

জয়সিংহ। সম্রাট যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও তোমার সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার করেন, তাহ'লে চল্লিশ হাজার মারাঠার সঙ্গে একলক্ষ রাজপুত তরবারি সূর্য্য কিরণে ঝল্‌সে উঠে মোগল সাম্রাজ্যটাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে। [প্রস্থান।

শিবাজী। তানাজী কোথায় চন্দ্ররাও?

চন্দ্ররাও। তাঁকে ত এ শিবিরে দেখি নি—

শিবাজী। রঘুনাথ—তানাজীকে সংবাদ দাও—

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। তানাজী হাজির মহারাজ!

শিবাজী। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

তানাজী। রুদ্রমণ্ডল দুর্গ জয় করে যে সব কাগজপত্র পেয়েছি, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম।

শিবাজী। কিছু পেয়েছ?

তানাজী। পেয়েছি।

শিবাজী। কি?

তানাজী। আমাদের কোন বিশ্বস্ত সৈনিক কাল রাত্রে রহমৎ খাঁকে দুর্গ আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিল, তাই পাঠান সৈন্যরা রাত্রি জেগে দুর্গ পাহারা দিচ্ছিল। যার জন্য আমাদের তিনশত মারাঠা ভাইকে অকালে জীবন দিতে হয়েছে।

শিবাজী। সে শয়তানের নাম জানতে পেরেছ?

তানাজী। না। পত্রে কোন স্বাক্ষর নেই। শুধু লেখা আছে, তোমার মারাঠা বন্ধু!

শিবাজী। কাল রাত্রে কার কার অধীনে সৈন্য ছিল?

তানাজী। তুমি, আমি, নেতাজী, যশোজী, চন্দ্ররাও, রঘুনাথ! এই ছয়জনই ছিলাম কালরাত্রের সেনাপতি।

শিবাজী। আমি দুর্গ আক্রমণ করবো একথা তোমরা কখন জানলে?

চন্দ্ররাও। রাত্রি দেড় প্রহরে—

শিবাজী। দেড় প্রহর থেকে দুর্গ আক্রমণ পর্য্যন্ত তোমরা একসঙ্গে ছিলে?

চন্দ্ররাও। না মহারাজ, একজন ছিল না।

শিবাজী। কে সে?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ।

শিবাজী। [সরোষে] চন্দ্ররাও! এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ। যে নির্ভীক যোদ্ধার বীরত্বে দুর্ভেদ্য রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আমরা জয় করেছি, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাও?

চন্দ্ররাও। মহারাজ! আমার অভিযোগ সত্য কি না রঘুনাথকেই জিজ্ঞাসা করুন!

শিবাজী। রঘুনাথ—

রঘুনাথ। সত্য মহারাজ! কাল দুর্গতলে আসতে একটু দেরী হয়েছিল।

শিবাজী। কারণ?

রঘুনাথ। মহারাজ! [নীরব হইল]

শিবাজী। নত মুখে নীরব কেন?…তাহলে কি বুঝবো যে, কাল রাত্রে তুমিই রহমৎ খাঁকে দুর্গ আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিলে?

রঘুনাথ। না মহারাজ, আমি নির্দ্দোষ—

শিবাজী। তবে যথা সময়ে দুর্গতলে উপস্থিত হও নি কেন?

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। মিথ্যাবাদী শয়তান—

রঘুনাথ। মহারাজ! কপটতা ছলনা আমার জানা নেই।

শিবাজী। স্তব্ধ হও! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের বিবর থেকে পরিত্রাণ পেতে

পার, কিন্তু ন্যায় দণ্ডধর শিবাজীর রাজ্যে উৎকোচ গ্রহণকারীর ক্ষমা নেই। দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় তার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।

রঘুনাথ। ক্ষত্রিয়ের ছেলে মরতে ভয় পায় না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি উচ্চকণ্ঠে বলে যাব—আমি কোন অন্যায় করি নি।

শিবাজী। বিদ্রোহী শয়তান—[রঘুনাথকে হত্যায় উদ্যত]

তানাজী। [শিবাজীর তরবারি ধরিলেন] মহারাজ!

শিবাজী। ছেড়ে দাও তানাজী! মহারাষ্ট্রে উৎকোচ গ্রহণকারীর ক্ষমা নেই!

তানাজী। মহারাজ! বন্ধু! তুমি ন্যায় দণ্ডধারী বিচারক! এই বালক সত্যই যদি অপরাধ করে থাকে, বিচার কর বিচারক! মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যে বহুবার জীবন বিপন্ন করেছে, তাকে এভাবে হত্যা করবেন না মহারাজ। কাল ওরই পরাক্রমে আমরা জয়ী হয়েছি।

শিবাজী। তানাজী—

তানাজী। তোমার বাল্যবন্ধু, তানাজীর প্রার্থনা এ বালককে তুমি ক্ষমা কর।

শিবাজী। রঘুনাথ! মহারাষ্ট্রের একনিষ্ঠ কর্ম্মী,—তানাজীর অনুরোধেই আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। কিন্তু যে তরবারি আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, আজ থেকে সে তরবারি ধারণে তোমার কোন অধিকার নেই।

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। চন্দ্ররাও! কেড়ে নাও বিদ্রোহীর হাত থেকে স্বাধীন মহারাষ্ট্রের শাণিত তরবারি।

চন্দ্ররাও। দাও বন্ধু, তরবারি ফিরিয়ে দাও—

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও! শয়তানের চক্রান্তেই আজ আমি বিদ্রোহী প্রমাণিত হয়েছি। কিন্তু সত্যই যদি আমি কোন অন্যায় না করে থাকি, যদি হিন্দু গৌরব শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহারাষ্ট্রের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে থাকি, যদি ভগবান সত্য হয়—যদি রাজপুত রক্তে আমার জন্ম হয়, তবে বাহুবলেই আমার সততা প্রমাণ করে যাব। সেদিন আবার মহারাজ শিবাজীকে এই তরবারি আমার হাতেই তুলে দিতে হবে। [শিবাজীর পদতলে তরবারি রাখিয়া প্রণাম করিলেন]

তানাজী। রঘুনাথ—

রঘুনাথ। রঘুনাথের নাম আজ থেকে ভুলে যান। যদি কোনদিন নিজের জীবন দিয়ে মহারাজের উপকার করতে পারি, তবেই ফিরে আসব। নইলে এই শেষ বিদায়—। [প্রস্থান।

শিবাজী। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। আদেশ করুন মহারাজ—

শিবাজী। দিল্লী যাবার আয়োজন কর।

চন্দ্ররাও। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

তানাজী। তাহ'লে দিল্লী যাওয়াই স্থির?

শিবাজী। হ্যাঁ বন্ধু, মহারাজ জয়সিংহের অনুরোধে সম্রাটের এ নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, তাই দিল্লী আমায় যেতেই হবে।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। না। দিল্লী যাওয়া হবে না।

শিবাজী। যেতেই হবে মা।

জিজাবাঈ। শিব্বা—

তানাজী। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে তোমার যাওয়া হবে না।

শিবাজী। ভুল বুঝো না বন্ধু—

তানাজী। ভুল আমার নয়—তোমার। যে সিংহাসনের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করতে পারে, সহোদর ভাইদের হত্যা করতে পারে, তার সঙ্গে পৃথিবীর কোন মানুষের বন্ধুত্ব হতে পারে না।

জিজাবাঈ। ঔরঙ্গজেব মূর্খ নয় শিব্বা! সে তোমার সাহায্যেই বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করেছে, এইবার সে তোমায় দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করে, দিল্লীর কারাগারে বন্দী করে রেখে ভারতের বুক থেকে মহারাষ্ট্রের নাম মুছে দেবে।'

শিবাজী। মা-ভবানীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তাহলে শত ঔরঙ্গজেবও আমায় বন্দী করে রাখতে পারবে না। [জিজাবাঈয়ের পদধূলি লইলেন।]

জিজাবাঈ। শিব্বা—

শিবাজী। অনুমতি দাও মা! সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি দিল্লী যাই—

তানাজী। সম্রাট যদি তোমায় বন্দী করেন?

শিবাজী। তাহ'লে চল্লিশ হাজার মারাঠার পাশে দাঁড়াবে এক লক্ষ রাজপুত তরবারি। সম্রাটের সেই অন্যায়ের শাস্তি দিতে, মারাঠা মোগলের যুদ্ধে ভারতে রক্তনদী বয়ে যাবে। অনুমতি দাও মা, আমি যাই—

জিজাবাঈ। অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যাও—

শিবাজী। গ্রহণ কর মা আমার কার্য্যভার।

জিজাবাঈ। দেশ আর জাতির মঙ্গলের জন্য এ ভার আমি হাসিমুখে গ্রহণ করলুম পুত্র।

শিবাজী। মোগলের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে, তাই আপাততঃ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিজাপুর, গোলকুণ্ডা যদি মহারাষ্ট্র আক্রমণ করে, যথাযোগ্য অভ্যর্থনার যেন ত্রুটী না হয়।

জিজাবাঈ। নির্ভয়ে যাও পুত্র! যতক্ষণ তোমার মায়ের দেহে একবিন্দু রক্তস্রোত থাকবে, ততক্ষণ পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমার রাজ্যের একমুঠো মাটিও অধিকার করতে পারবে না।

দ্রুত শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। পিতা! দিল্লী যাবার আয়োজন প্রস্তুত। আমিও প্রস্তুত—

জিজাবাঈ। তুমিও যাবে?

শম্ভাজী। যাব না—আমি না গেলে পিতাকে দেখবে কে?

শিবাজী। মা! শম্ভাকেই ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। তাই ওকে আমি দিল্লী নিয়ে গিয়ে সেখানকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

জিজাবাঈ। শম্ভা আমার একমাত্র বংশধর। ওকে যেমনভাবে নিয়ে যাচ্ছ—ঠিক তেমনি ভাবেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবাজী। তাই দেবো মা, এইবার আমায় বিদায় দাও—

শম্ভাজী। আসি ঠাকুমা—

জিজাবাঈ। এসো ভাই—জয়-মা ভবানী।

শিবাজী। }
শম্ভাজী। } জয়-মা ভবানী—

[শিবাজী ও শম্ভাজীর প্রস্থান।

জিজাবাঈ। মা-ভবানী তোর শিব্বাকে রক্ষা কর মা। এসো তানাজী! [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ।

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ,—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! এইবার শিবাজী অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। বিজাপুর স্থলতানের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে বসতে হবে।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। কি বললে?

চন্দ্ররাও। লক্ষ্মী! তুমি এখানে?

লক্ষ্মীবাঈ। মা-ভবানীর কাছে এসেছি।

চন্দ্ররাও। পাথরে মাথা ঠুকে কোন লাভ হবে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

লক্ষ্মীবাঈ। আর নয় স্বামী, এইখানেই তোমার চক্রান্তের অবসান হোক।

চন্দ্ররাও। আমি যুক্তি চাই না।

লক্ষ্মীবাঈ। তোমাকে যুক্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

চন্দ্ররাও। আমি চললাম—

লক্ষ্মীবাঈ। কোথায়—

চন্দ্ররাও। বিজাপুর—

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী! বহু বার তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি

—তুমি ফিরে এসো, সাধ করে মৃত্যুকে ডেকে এনে আমায় বিধবা সাজিও না।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। গজপতিসিংহের কন্যা বিধবা হ'লে মৃত্যুর পরেও আমার শান্তি হবে।

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। রঘুনাথ! রঘুনাথ!…আপনি!

চন্দ্ররাও। কে তুমি?

সরযূ। আমি জনার্দ্দন পণ্ডিতের মেয়ে—

চন্দ্ররাও। এত রাত্রে এখানে কি প্রয়োজন?

সরযূ। কিছুই না। শুধু একজনের একটু সংবাদ—

চন্দ্ররাও। কাকে চাই?

সরযূ। রঘুনাথ—

চন্দ্ররাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সরযূ। অমন করে হাসছেন কেন?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ মহারাষ্ট্রে নেই।

সরযূ। নেই—

চন্দ্ররাও। না। সে লম্পট—মদ্যপ—বিদ্রোহী, তাই মহারাজ শিবাজী তাকে পদচ্যুত করেছেন।

সরযূ। রঘুনাথ বিদ্রোহী! না-না, তা হতে পারে না।

চন্দ্ররাও। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে এসো, দশজনকে ডেকে প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি।

সরযূ। আপনি যান—আমি যাব না।

চন্দ্ররাও। যেতেই হবে।

সরযু। কোথায়?

চন্দ্ররাও। আমার বাগানবাড়ীতে।

সরযু। না-না, আমি যাব না।

চন্দ্ররাও। যেতেই হবে—[সরযুর হাত ধরিল]

সরযু। এ কি করছেন। আমার হাত ছেড়ে দিন।

চন্দ্ররাও। চুপ—চীৎকার করলে এখুনি হত্যা করবো। [অসি নিষ্কাসন]

সহসা রঘুনাথের প্রবেশ ও চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ধারণ।

চন্দ্ররাও। এ কি—রঘুনাথ?

রঘুনাথ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

চন্দ্ররাও। মহারাজ শিবাজীর আদেশ অমান্য করে তুমি আজও মহারাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আছ?

রঘুনাথ। আমি কোন রাষ্ট্রের উপর দাঁড়িয়ে নেই।

চন্দ্ররাও। এখানে কি মনে করে?

রঘুনাথ। নারীর কাতর আর্ত্তনাদে ধ্যান ভেঙ্গে গেল, তাই ছুটে এলুম।

চন্দ্ররাও। জানতুম, এই বালিকাই তোমার বাগদত্তা। ওই নারী তোমার ভালবাসা ভুলে প্রতিদিন রাত্রে আমায় এখানে ডেকে নিয়ে আসে—! আজ সে তোমায় ভুলে আমায় বিবাহ করতে চায়।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

[প্রস্থান।

রঘুনাথ। সরযূ এ কথা সত্য?

সরযূ। না মিথ্যা! মহারাজ শিবাজী তোমায় মহারাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন, এ কথা সত্য?

রঘুনাথ। সত্য।

সরযূ। তুমি বিদ্রোহী—

রঘুনাথ। না।

সরযূ। তবে মহারাজ কেন তোমায় দণ্ড দিলেন?

রঘুনাথ। তোমার জন্যই মহারাজের দণ্ড আমায় মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সরযূ। আমার জন্য?

রঘুনাথ। হ্যাঁ—সেদিন তোমার কাছে বিদায় নিতে দেরী হওয়ায় মহারাজের সন্দেহ হয়েছে!

সরযূ। সত্য কথা বলতে পারলে না?

রঘুনাথ। লজ্জায় আমার মাথা নত হল। জীবন পণ করে যুদ্ধে জয়লাভ করলাম—বিনিময়ে পেলাম শুধু দণ্ড।

সরযূ। দণ্ড যখন নিয়েছ তখন ভোগ করতেই হবে।

রঘুনাথ। এসো প্রিয়তমে, দুজনে মহারাষ্ট্রের বাহিরে গিয়ে নূতন ঘর বাঁধবো।

সরযূ। না গো না, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

রঘুনাথ। সরযূ—

সরযূ। আমি রাজপুতের মেয়ে, দেশদ্রোহীর গলায় বরমাল্য দেব না।

রঘুনাথ। এত সহজে তুমি আমায় ভুলতে পারলে?

সরযূ। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। [দুই চক্ষু জলে

ভরিয়া গেল] জীবনের প্রথম প্রভাতে শিউনির মন্দিরে অষ্টাদশ বর্ষীয় রঘুনাথের যে দেব দুর্লভ রূপ আমি দেখেছি—সেই মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি ধ্যান করে আমি আজীবন অনূঢ়া থাকব, তবু দেশদ্রোহীর গলায় বরমাল্য দেব না।

রঘুনাথ। সরযু, যদি কোনদিন সততা প্রমাণ করতে পারি, তবেই ফিরে আসবো; যার আকর্ষণে তোমাকেই ছুটে আসতে হবে সাগ্রহে আমার গলায় বরমাল্য দিতে। আজ বিদায়—

[প্রস্থান।

সরযু। সেই হবে আমার জীবনের পরম-সৌভাগ্য। মা-ভবানি আমার জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিস্ নি মা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেওয়ানি আম—দরবার কক্ষ।

[মৃদু সামরিক বাদ্য বাজিতেছিল, দুইজন অস্ত্রধারী দণ্ডায়মান, একে একে সভাসদগণ আসিলেন।]

যশোবন্তসিংহ ও দিলীর খাঁর প্রবেশ।

যশোবন্ত। শিবাজী রাজা দরবারে এসেছেন?

দিলীর। না মহারাজ! যমুনায় স্নান ক'রলে আপনাদের না কি পুণ্য হয়—তিনি সেই পুণ্য অর্জ্জন করতে গেছেন।

যশোবন্ত। আপনার বাহাদুরি আছে খাঁ সাহেব—

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। খাঁ সাহেবের বিন্দুমাত্র কেরামতি নেই। বাহাদুরি যা কিছু মহারাজ জয়সিংহের।

যশোবন্ত। জয়সিংহের?

আনোয়ারী। হ্যাঁ, তিনিই ত শিবাজীকে দিল্লী পাঠিয়েছেন।

মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। শিবাজী রাজা দরবারে আসেন নি?

দিলীর। না শাহাজাদা।

মোয়াজীম। এত দেরী হবার কারণ?

যশোবন্ত। স্নান ক'রে পুজো আহ্নিক সেরে আসবেন।

মোয়াজীম। পিতার যে আসবার সময় হ'লো।

[নাগড়া বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নকীব হাঁকিল,
দ্রুতগতিতে সামরিক বাদ্য বাজিতে লাগিল
এবং কামান গর্জ্জন হইল।]

নেপথ্যে নকীব। "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা শাহানশাহ হিন্দুস্থান কাবুল কান্দাহার কো বাদশাহ গাজী-মালিক আল্‌মগীর জিন্দাবাদ।"

ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

যশোবন্ত। জাঁহাপনা!

ঔরঙ্গজেব। কুমার রামসিংহ দরবারে আসেন নি?

যশোবন্ত। না জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। শাহাজাদা মোয়াজীম।

মোয়াজীম। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। তোমার একনিষ্ঠতায় দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তোমার এই নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের স্থায়ী সুলতান নিযুক্ত করলাম।

মোয়াজীম। জাঁহাপনা! পুরস্কারের লোভে আমি কিছু করি নি। যা করেছি, সে শুধু পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্যই করেছি।

ঔরঙ্গজেব। তোমার কর্ত্তব্য-বোধকে সম্রাট ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দিলীর। জাঁহাপনা, আপনার পুণ্য জন্মদিনে—আফ্‌গানিস্থানের আমীর আপনাকে একখানি পত্র দিয়েছেন।

ঔরঙ্গজেব। [দিলীরের হাত হইতে পত্র নিলেন]

নেপথ্যে নকীব। রাজা শিবাজী।

[রক্ষী, প্রহরী, সভাসদ্‌গণ সকলে অস্ত্র ঠিক করিয়া লইল।]

দ্রুতপদে শিবাজী ও রামসিংহের প্রবেশ।

শিবাজী। কুমার রামসিংহ। [দরবার কক্ষের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। রক্ষীগণ ও সভাসদ্‌গণ একদৃষ্টে শিবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

রামসিংহ। মহারাজ—

[ঔরঙ্গজেব একমনে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।]

শিবাজী। এই মোগল দরবার—

রামসিংহ। হ্যাঁ মহারাজ! [সম্রাটের দিকে অগ্রসর হইয়া কূর্ণিশ করিয়া] জাঁহাপনা! রাজা শিবাজী দরবারে এসেছেন।

ঔরঙ্গজেব। [বক্রদৃষ্টিতে একবার শিবাজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন] রাজা শিবাজী—।

রামসিংহ। মহারাজ! এইবার সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করুন।

শিবাজী। বশ্যতা স্বীকার করব কেন? আপনার পিতা মহারাজ জয়সিংহ আমায় সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পাঠিয়েছেন।

ঔরঙ্গজেব। কুমার রামসিংহ! শিবাজী রাজা বোধহয় মোগল দরবারের নীতি অবগত নন। দরবারের নীতি শিক্ষা দিয়ে তারপর ওকে আনা উচিত ছিল।

রামসিংহ। যান মহারাজ, সম্রাটকে কুর্ণিশ করুন।

শিবাজী! দেবী ভবানী—জননী জিজাবাঈ আর গুরু রামদাস ছাড়া এ জীবনে আর কারও কাছে আমি মাথা হেঁট করিনি।

রামসিংহ। মোগল দরবারে যখন এসেছেন, তখন দরবারের নীতি মানতেই হবে।

শিবাজী। দরবারের নীতি মানতে গিয়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে?

মোয়াজীম। উত্তেজিত না হয়ে মোগল দরবারের নীতি পালন করুন মহারাজ!

শিবাজী। এতদূর যখন এসেছি—তখন মোগল সভ্যতার সবটুকু পরীক্ষা করে যাব। [কয়েক পা অগ্রসর হইয়া তিনবার সম্রাটকে কুর্ণিশ করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন] দেবী ভবানী, জননী জিজাবাঈ, গুরু রামদাস।—

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার পদে নিযুক্ত করলাম।

শিবাজী। আমি সম্রাটের পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার! আমার বালক পুত্রের সঙ্গে আমি সমান। এই কি সম্রাটের বন্ধুত্বের নিদর্শন?

ঔরঙ্গজেব। সিংহের সঙ্গে শৃগালের বন্ধুত্ব হয় না শিবাজী!

শিবাজী। ও! কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী সিংহকেও ত বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়ের সময় এই শৃগালের সাহায্যই নিতে হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেব। কুমার রামসিংহ! অসভ্য বন্য রাজার সঙ্গে বাক্য ব্যয় করে অর্দ্ধ এসিয়ার একছত্র সম্রাট আলমগীর তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করতে পারেন না।

শিবাজী। এই বন্য রাজাই একদিন মোগল সাম্রাজ্যের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী—

শিবাজী। শিবাজী মোগল সম্রাটের গোলাম নয়, তাই সম্রাটের রক্ত-চক্ষুকেও সে ভয় করে না।

ঔরঙ্গজেব। উদ্ধত শিবাজী—সম্রাট ঔরঙ্গজেব কাউকে ক্ষমা করে না।

শিবাজী। শিবাজীও কাউকে ভয় করে না।

ঔরঙ্গজেব। এখনো যদি আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি তোমায় পাঁচহাজারী মন্‌সবদারী দিতে পারি।

শিবাজী। যার নিজের চল্লিশ হাজার সৈন্য আছে—সে সম্রাটের পাঁচহাজারী মন্‌সবদারীর জন্য লালায়িত নয়।

ঔরঙ্গজেব। সাবধান শিবাজী—

শিবাজী। ভয় দেখিয়ে শিবাজীকে দমন করতে পারবেন না সম্রাট! বাল্যকাল হতে অসি হাতে দক্ষিণাত্যের পাহাড়ে-পর্ব্বতে, অরণ্যে নদীতটে ছুটে বেড়িয়েছি। মা-ভবানীর ভীমামূর্ত্তির সাধনা ক'রে পাঁচশত বছরের মুস্লিম শাসনে দলিত হিন্দুজাতিকে মুক্তির মন্ত্রে জাগিয়ে তুলেছি। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, যে নিজের বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে পারে—সে সম্রাটের ভ্রুকুটিতে ভয় পায় না।

ঔরঙ্গজেব। উত্তম! সভাসদ্‌গণ, ওমারহগণ, আমার মনে হচ্ছে শিবাজী মোগল দরবারের ঐশ্বর্য্য দেখে তার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের কর্ত্তব্য তাকে বিশ্রামের অবসর দেওয়া। কুমার রামসিংহ! শিবাজী রাজা অসুস্থ, তাকে আবাসগৃহে নিয়ে যান। সুস্থ হলে সংবাদ দেবেন। আমার অনুমতি পেলে তবেই তাকে দরবারে আনবেন। যান—

শিবাজী। উত্তম, সভাসদ্‌গণ! সম্রাট আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে দাক্ষিণাত্য থেকে আগ্রায় এনে যে ব্যবহার করলেন, সেজন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটা সভ্য জাতি লজ্জিত হবে। বন্ধুগণ! আমি এই মোগল দরবারে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এবার মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আমি এমন সমরানল জ্বালবো, যার লেলিহান শিখায় দিল্লীর শৌধ-শিখর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[রামসিংহ ও শিবাজীর প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দিল্লীর সৌধ-শিখর পুড়বে না শিবাজী। দিল্লীর কারা…সভাসদ্‌গণ! রাজা শিবাজী আর আমাদের অতিথি নয়,—বন্দী।

সকলে। শিবাজী বন্দী!

ঔরঙ্গজেব। হঁ্যা বন্দী……হাবিল্‌দার—

আনোয়ারী। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী যেখানে আছে, সেই হবে তার কারাগার। তার চারিদিকে কামান সাজিয়ে রাখবে আর খোরসানি ফৌজ সেই কারাগার পাহারা দেবে।

আনোয়ারী। জাঁহাপনার হুকুম তামিল করতে বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

মোয়াজীম। পিতা! বিজাপুর, গোলকুণ্ডার যুদ্ধে শিবাজীর সাহায্যেই আমরা জয়ী হয়েছি।

ঔরঙ্গজেব। জানি পুত্র—

মোয়াজীম। মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে তিনি যে সন্ধি করেছিলেন, তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।

ঔরঙ্গজেব। অজানা নয়—

মোয়াজীম। শিবাজীকে মুক্তি দিন পিতা!

ঔরঙ্গজেব। শাহাজাদা কি ভুলে গেছেন, শিবাজী দরবারে দাঁড়িয়ে মোগল সম্রাটকে শাসন ক'রে গেল।

মোয়াজীম। শিবাজী পাহাড়িয়া মাওলা, মোগল দরবারের রীতি-নীতি তার অজ্ঞাত। আপনি নিজগুণে তাঁর অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তাঁকে মুক্তি দিন পিতা।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! যশোবন্তসিংহ নিজের জন্য কোনদিন কৃপা-ভিক্ষা করে নি। আজ রাজা শিবাজীর জন্য আমি জাঁহাপনার কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করছি, আপনি তাকে মুক্তি দিন।

মোয়াজীম। মুক্তি দিন পিতা—শিবাজীকে মুক্তি দিন।

ঔরঙ্গজেব। শাহাজাদার অনুরোধেও সম্রাট আলমগীর তাঁর কর্ত্তব্য ভুলে যাবেন না।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। মহারাজের কাতর প্রার্থনাতেও নয়—

দিলীর। জাঁহাপনা! শিবাজীর সাহায্যেই আমরা দাক্ষিণাত্যে জয়লাভ করেছি। তাঁর বীরত্বে আমরা মুগ্ধ, তাই জাঁহাপনার কাছে আমিও তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করি।

ঔরঙ্গজেব। আফ্গান সেনাপতির অনুরোধেও নয়—

মোয়াজীম। পিতা! নিমন্ত্রিত অতিথিকে বন্দী ক'রে আপনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তার ফলে আপনার সারা জীবনের সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। মূর্খ পুত্র জানে না, যে শিবাজীকে উপলক্ষ্য ক'রেই একটা জাতি মাথা উচু করে দাঁড়াতে চায়। এই তার শিশুকাল, এ সময়ে যদি তার মাথায় পদাঘাত করা না যায়—

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। ও—হ্যাঁ।......মহারাজ! অখণ্ড হিন্দুস্থানের উপর আমার বিজয় রথ চালিয়ে এসেছি। কোথাও বাধা পাই নি। আজ বাধা পেয়েছি—পরাজিত হয়েছি এই শিবাজীর কাছে। হিন্দুস্থানের মসনদে বসে সামান্য একটা জায়গীরদারের পুত্রের পরাক্রমে ভীত হয়ে, যদি আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি, তাহ'লে সারা হিন্দুস্থানের রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশা, সুলতান, সবাই আমার মাথা পা দিয়ে দাঁড়াবে। মহারাজ, শুধু মস্‌নদের মর্য্যাদা রক্ষা করতেই আজ আমি শিবাজীকে বন্দী করেছি। আমি জানি এ আমার অন্যায়—এ আমার অপরাধ, এ আমার ভীরুতা—তবু এ ছাড়া মর্য্যাদা রক্ষার আর ত কোন উপায় নেই।

[প্রস্থান।

সকলে। জয় ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জয়—

[সভাসদ্‌গণ ও ওমরাহগণের প্রস্থান।

যশোবন্ত। ঔরঙ্গজেব! তোমার মহাপাপেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। ঔরঙ্গজেব এতদিনে তার মনোসাধ পূর্ণ করলে! ছলনায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে আমায় বন্দী করে—আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি ক'রে দিলে। মা-ভবানি! তোর কাছে আমি কি অপরাধ করেছি মা! যার জন্য আমায় এই শাস্তি ভোগ করতে হলো! মা, আমার সারা জীবনের সাধনার এই কি প্রতিদান? [সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন]

ভবানীর আবির্ভাব।

ভবানী। **গীত।**

ভুল ক'রে তুই মায়ের পরে করিস নারে অভিমান।
মা আছে তোর সাথে সাথে, তুই যে মায়ের প্রাণের প্রাণ॥
কার ক্ষমতা বসুন্ধরায়
রাখবে তোকে পাষাণ কারায়,
আমার আশীর্বাদে হবে সকল দুঃখ অবসান॥
মাভৈঃ প্রিয় পুত্র আমার আসবে সুদিন ফিরে আবার,
মুক্ত হয়ে এই ছলনার দিবি যে তুই প্রতিদান॥

[অন্তর্দ্ধান]

শিবাজী। মুক্ত হব! [সহসা উঠিয়া] হ্যাঁ—আমার মুক্তি চাই। আমার আরাধ্য দেবী-ভবানী উপবাসী! ভবানীর পূজোর জন্যই আমাকে মুক্তি নিতে হবে।

শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। আমাদের শত অনুরোধেও সম্রাট আপনাকে মুক্তি দেবেন না।

শিবাজী। সম্রাটের দেওয়া মুক্তিও আমি চাই না—

শম্ভাজী। তাহ'লে উপায়?

শিবাজী। সম্রাট যেমন আমাদের সঙ্গে শয়তানি করেছেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তেমনি শয়তানি করেই চলে যাব।

সন্ন্যাসীবেশে রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। আয়োজন প্রস্তুত—

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর—

রঘুনাথ। সন্ন্যাসী নয় মহারাজ! আমি রাজবৈদ্য।

শিবাজী। কেন, কেউ আসছেন না কি?

রঘুনাথ। হ্যাঁ—

শিবাজী। কে?

রঘুনাথ। শাহাজাদা মোয়াজীম! দাক্ষিণাত্যে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।

শিবাজী। এত রাত্রে আমার কক্ষে—

রঘুনাথ। সম্রাটের আদেশে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। তাই রাতের অন্ধকারে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে দাক্ষিণাত্যে যাবেন।

শিবাজী। শম্ভা আমার আলোয়ান—

[শম্ভাজী চাদর দিলেন, শিবাজী আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন]

রঘুনাথ। ঠিক আছে; হাতটা দিন—[রঘুনাথ শিবাজীর নাড়ী দেখিতে লাগিলেন]

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। শাহাজাদা মোয়াজীম এসেছেন।

শিবাজী। ঠিক্ আছে।

ছদ্মবেশে মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। আনোয়ারি—

আনোয়ারী। জনাব—

মোয়াজীম। কেমন আছেন মহারাজ?

আনোয়ারী। আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে? আপনার সামনে বৈদ্য, রোগী, দুই-ই রয়েছেন, ওঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন।

মোয়াজীম। কেমন দেখছেন?

রঘুনাথ। ভাল নয়। রাত না কাটলে বোঝা যাবে না। হয়ত শেষ রাত্রেই শেষ নিশ্বাঃস বয়ে যাবে।

মোয়াজীম। মহারাজ শিবাজী!

শিবাজী। আদেশ করুন শাহাজাদা—

মোয়াজীম। আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারলাম না—আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।

শিবাজী। আপনাদের কোন দোষ নেই শাহাজাদা, এই আমার অদৃষ্ট।

মোয়াজীম। সম্রাটের উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি নি মহারাজ! তাই আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শিবাজী। সেজন্য আমি দুঃখিত নই শাহাজাদা, দুঃখ এই যে বিনাদোষে আমায় বন্দী হয়ে মরতে হবে।

মোয়াজীম। সেজন্য আমরা সকলেই লজ্জিত মহারাজ। সম্রাট যদি আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আজীবন বন্দী ক'রে রাখতেন, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না; দুঃখ এই যে তিনি আমাদের দিয়ে আপনাকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কৌশলে বন্দী করলেন।

শিবাজী। শাহাজাদা—[উঠিবার চেষ্টা করিলেন]

রঘুনাথ। না—না, উঠবেন না।

আনোয়ারী। থাক্—থাক, উঠবার প্রয়োজন নেই।

মোয়াজীম। মহারাজ শিবাজী, যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে নিশ্চয়ই একদিন মুক্তি পাবেন। আর যদি এই কারাগারেই আপনার শেষ নিশ্বাঃস পড়ে, তার পূর্ব্বে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে যাবেন, এ শঠের রাজ্য যেন অচিরেই ধ্বংস হ'য়ে যায়।

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। শাহাজাদা চলে গেছেন মহারাজ!

শিবাজী। [সহসা বিদ্যুৎবেগে লাফাইয়া উঠিলেন] আবাজী—

আনোয়ারী। না—না, আনোয়ারী—

শিবাজী। হাঁ্যা—আনোয়ারি! আজ রাত্রে আমি—

আনোয়ারী। ঠিক্ আছে। আমি কারারক্ষীদের ভাঙ খাইয়ে ফেলে রেখে দেব।

শিবাজী। তারপর যদি তোমার বিপদ হয়?

আনোয়ারী। যখন তাদের নেশা ছুটবে, তখন আমি দিল্লী থেকে বহুদূরে চলে যাব। বিদায় মহারাজ!

[দ্রুত প্রস্থান।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর,—

রঘুনাথ। আমি প্রস্তুত মহারাজ! দিল্লীর তোরণ দ্বারে দ্রুতগামী অশ্ব থাকবে, সেই অশ্বে আরোহণ ক'রে আপনি দিল্লী থেকে চলে যাবেন। আমরা গোপনে আপনার সঙ্গে যাব।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর, যদি দিন পাই, আপনার এ ঋণ আমি শোধ করবো।

রঘুনাথ। কোন প্রয়োজন নেই। আমি যা করেছি, সবই আমার নিজের পণ মুক্তির জন্য।

শিবাজী। কিসের পণ?

রঘুনাথ। বলব—তবে আজ নয়।

[দ্রুত প্রস্থান।

শিবাজী। শম্ভা—প্রস্তুত হও।

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। সব ঝুড়ি ভর্ত্তি হয়ে গেল।

শিবাজী। দু'টো যে খালি রাখতে বলেছিলাম।

তানাজী। রেখেছি। একটায় তোমায়, আর একটায় কুমারকে চাপিয়ে কারাগার থেকে বার ক'রে নিয়ে যাব।

শিবাজী। তানাজী ঝুড়ি প্রস্তুত কর—আমি যাচ্ছি।

তানাজী। জয় মা-ভবানি! তোমার নাম নিয়ে বিপদকে বরণ করলাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

শম্ভাজী। পিতা! আবার আমরা মহারাষ্ট্রে ফিরে যাব?

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আমায় ডাকছে শম্ভা! আমার জন্মভূমি

আমার বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত, আমার যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, আমার বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মহারাষ্ট্র আমায় ডাক দিয়েছে। ওরে শম্ভা, শয়তান ঔরঙ্গজেব শত চেষ্টাতেও আমায় বন্দী ক'রে রাখতে পারবে না।

[শম্ভাজীকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ।

ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী অসুস্থ, যদি মারা যায় মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হবে; যদি না মরে—আমি তাকে সুদূর আফ্‌গানিস্থানে পাঠিয়ে দেব।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—[ঔরঙ্গজেবকে অভিবাদন করিলেন]

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ জয়সিংহ! আপনি হঠাৎ দাক্ষিণাত্য ছেড়ে দিল্লী ফিরে এলেন কেন মহারাজ?

জয়সিংহ। জাঁহাপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে দাক্ষিণাত্য থেকে ছুটে এসেছি।

ঔরঙ্গজেব। এমন কি কথা, যার জন্য এতদিন পরে মহারাজকে সম্রাটের আদেশ অমান্য করতে হ'লো?

জয়সিংহ। শিবাজী কি সত্যই বন্দী?

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ কি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছেও তার কাজের কৈফিয়ৎ চান্?

জয়সিংহ। আপনি নিজেই আপনার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে আমায় বাধ্য করেছেন।

ঔরঙ্গজেব। ঔরঙ্গজেব এক খোদা ভিন্ন দুনিয়ায় আর কোন মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে না।

জয়সিংহ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সহজ সরল ভাষায় বলতে হবে—কেন আপনি শিবাজীকে বন্দী করেছেন?

ঔরঙ্গজেব। বলবো না—

জয়সিংহ। শিবাজীকে মুক্তি দিতে হবে—

ঔরঙ্গজেব। দেব না—

জয়সিংহ। আমি তাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাব—

ঔরঙ্গজেব। সাবধান মহারাজ!

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! জয়সিংহ জীবনে এই প্রথম অবাধ্য হয়েছে। তাই যতক্ষণ তার হাতে তরবারি থাকবে, ততক্ষণ সে আপনার রক্ত-চক্ষুতে ভয় পাবে না।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ—জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান! তাঁর এইভাবে উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা! কেন আপনি আমায় সহজভাবে শিবাজীকে বন্দী করতে বললেন না? কেন বললেন না আপনি তাকে বন্দী করতে চান। আমি পারতাম সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাজিত ক'রে বন্দী করতাম, নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ ক'রে যেতাম।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ! খোদার ইচ্ছাতেই মারাঠা মূষিক শিবাজী আজ দিল্লীর কারাগারে বন্দী!

দ্রুত দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। না, শিবাজী মুক্ত—

ঔরঙ্গজেব। সে কি?

দিলীর। রাতের অন্ধকারে সে তার শিশুপুত্রকে নিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে।

ঔরঙ্গজেব। দিলীর খাঁ—

দিলীর। শিবাজীর ছল আমরা বুঝতে পারি নি জনাব! সে ধূর্ত্ত! অসুখের ভান ক'রে পড়েছিল, আজ সুযোগ পেয়ে মিষ্টান্নের পেটিকায় চেপে পালিয়েছে। এর জন্য আমরা কেউ অপরাধী নই জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব। অপরাধ কার? সে বিচারে এখন প্রয়োজন নেই। যাও, সারা হিন্দুস্থানে আমার আদেশ প্রচার ক'রে দাও, যে কেউ শিবাজীকে ধরে আনতে পারবে, আমি তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব।

দিলীর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি জাঁহাপনা, শিবাজীকে বন্দী ক'রে এনে আপনার চরণে উপহার দেব। জাঁহাপনার আদেশে আমি ঝঞ্ঝার মত আর্য্যাবর্ত্তের পথে-প্রান্তরে ছুটে যাব। নদ-নদী, গিরি-কান্তার পার হয়ে দুর্ব্বার গতিতে ছুটে গিয়ে পলাতক শিবাজীর অন্বেষণ করব। শিবাজীর জন্য যদি প্রয়োজন হয় হিন্দুস্থানের গ্রাম, নগর, সহর পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব,—তবু শিবাজীকে আমি দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করতে দেব না।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ শত চেষ্টাতেও আর শিবাজীকে বন্দী করতে পারবে না জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ!

জয়সিংহ। শিবাজীর সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার ক'রে সম্রাট তাঁর একজন শক্তিশালী হিতৈষীকে হারালেন।

ঔরঙ্গজেব। ভুল হয়ে গেছে মহারাজ, শিবাজীকে যদি বন্দী না ক'রে হত্যা করতাম—

জয়সিংহ। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ, হত্যা অথবা বন্ধুত্ব স্থাপন করলে আজ আমায় এইভাবে অপমানিত হ'তে হত না। মহারাজ! আমার চিন্তার কোন কারণ থাকবে না, যদি আপনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

জয়সিংহ। শিবাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আর আমি দাক্ষিণাত্যে যাব না।

ঔরঙ্গজেব। মহারাজ! রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রথম প্রভাতে যেমন আপনার সাহায্য পেয়েছিলাম, আজ আমার জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনেও আপনাকে ঠিক সেইভাবেই দেখতে চাই।

জয়সিংহ। সম্রাট!

ঔরঙ্গজেব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি জানি এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আপনিই আমায় রক্ষা করতে পারবেন। আজ আমি আপনার সাহায্য চাই। মহারাজ! আপনি আমায় সাহায্য করুন, বিনিময়ে আমি আপনাকে "খানদেশ" প্রদেশ দান করবো।

জয়সিংহ। বিনিময়ের আশায় আমি কোনদিন সম্রাটের উপকার করি নি। সম্রাটের সঙ্গে যখন সন্ধি করেছি,—তখন এ জীবনে কোনদিন সম্রাটের বিপক্ষে আর অস্ত্রধারণ করব না। মনে রাখবেন সম্রাট, রাজপুত নেমকহারাম নয়। প্রভুর আদেশে তারা শত্রুর উন্নত শির মাটিতে লুটিয়ে দেয়, কিংবা শত্রুর শাণিত কৃপাণতলে নিজের শির নিজেই বলি দেয়।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী পলাতক, তাই কাফেরের রক্ত-চক্ষু আমায় সহ্য করতে হ'লো। শিবাজীকে যদি বন্দী না ক'রে হত্যা করতাম, তাহ'লে এই রাজপুত জাতিটাকে আমি কবরে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু ওই শিবাজী! হিন্দুর উত্থান! মুসলমানের পতন। না-না, ঔরঙ্গজেব জীবিত থাকতে সে উত্থান অসম্ভব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রায়গড় দুর্গ।

গীতকণ্ঠে সরযুর প্রবেশ।

সরযু। গীত।

হে বিজয়ী বীর, ফিরে এসো—এসো ফিরে।
মোর হৃদয় নদীর তীরে।
সেথা নব অনুরাগে
সদা বসন্ত জাগে
তোমারে পরাতে প্রিয় জয়ের তিলকটিরে।
পথ পানে পেতে আঁখি
সারা নিশি জেগে থাকি
পরাতে তোমার গলে মোর গাঁথা মালাটিরে।

ফুলের সাজি হস্তে জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। সরযু—

সরযু। মায়ি—

জিজাবাঈ। পুরনারীদের সংবাদ দাও—মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে।

সরযূ। দিয়েছি মায়ি! তারা বোধহয় এতক্ষণ মন্দিরে পৌছে গেছে—

জিজাবাঈ। চল, আমরাও যাই—

সরযূ। মহারাজের কোন সংবাদ পেয়েছেন?

জিজাবাঈ। আগ্রায় পৌছবার পর আর কোন সংবাদ পাই নি।

সরযূ। মহারাজ কি তবে—

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজ শিবাজী বন্দী!

জিজাবাঈ। শিব্বা—বন্দী! [হাত হইতে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল।

সরযূ। এ সংবাদ কোথায় পেলেন?

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন—তাঁরা ফিরে এসেছেন।

জিজাবাঈ। ধূর্ত্ত ঔরঙ্গজেব আমার শিব্বাকে হাতে পেয়ে বন্দী করলে? আমার শম্ভা—আমার শিব্বা আর মহারাষ্ট্রে ফিরে আসবে না?

সরযূ। আপনার এ চঞ্চলতা সাজে না মায়ি! ভুলে যাবেন না, মহারাজ আপনার উপর গুরুভার দিয়ে গেছেন।

জিজাবাঈ। শিব্বার রাজ্য আমায় শাসন করতে হবে। কিন্তু শিব্বাকে হারিয়ে মহারাষ্ট্র যে বাঁচতে পারবে না।

লক্ষ্মীবাঈ। ভবানীর কৃপায় মহারাজ ঠিক ফিরে আসবেন।

জিজাবাঈ। শয়তান ঔরঙ্গজেব একবার যাকে বন্দী করে আর তাকে মুক্তি দেয় না।

দ্রুত জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। শিবাজী মুক্ত—

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ!

জনার্দ্দন। আগ্রা থেকে শিব্বা এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছে "আমি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছি।"

জিজাবাঈ। কোথায় শিব্বা?

জনার্দ্দন। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিজাবাঈ। রাজা শিবাজী ব্যাঘ্রতাড়িত মৃগের মত শিশুশাবককে বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর পেছনে ছুটে আসছে সহস্র রক্তলোলুপ মোগল সৈন্য!

লক্ষ্মীবাঈ। শান্ত হন মায়ি!

জিজাবাঈ। পুত্রকে বাঘের মুখে ফেলে রেখে কোন মা কি শান্ত হ'তে পারে?

জনার্দ্দন। আমি মহারাজের সন্ধানে যাচ্ছি মায়ি!

জিজাবাঈ। আপনি আমার শিব্বাকে শম্ভাকে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

জনার্দ্দন। হিন্দু-গৌরব শিবাজীকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, এ ব্রাহ্মণ আর মহারাষ্ট্রে আসবে না।

[প্রস্থান।

জিজাবাঈ। মা-ভবানী শিব্বাকে ফিরিয়ে দে মা।

[নেপথ্যে—জয় বিজাপুর সুলতান আদিলশাহের জয়।]

দ্রুত চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। বিজাপুর সৈন্যরা রায়গড় আক্রমণ করেছে।

জিজাবাঈ। সেকি ?

চন্দ্ররাও। মহারাজ শিবাজীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিজাপুর সুলতান মহারাষ্ট্র জয় করতে চায়।

জিজাবাঈ। এ তার দুরাশা। উদ্ধত বিজাপুর সুলতান জানেনা যে শিবাজীর মা এখনো জীবিত।

চন্দ্ররাও। মহারাজ দেশে নেই—এ সময় যুদ্ধ ক'রে শক্তি ক্ষয় না ক'রে বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করাই ভাল।

জিজাবাঈ। বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি! চন্দ্ররাও, যে বিজাপুর সুলতান আমার বৃদ্ধ স্বামীকে বন্দী করেছিল, আমার শিব্বাকে হত্যা করবার জন্যে যে সারা জীবন চেষ্টা করেছে, যার আদেশে বিজাপুর সেনাপতি আফজল খাঁ আমার ভবানী মন্দির চূর্ণ করছে—সেই বিজাপুরের সঙ্গে আমি করবো সন্ধি ?

চন্দ্ররাও। সন্ধি ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই মা।

জিজাবাঈ। কেন, মহারাষ্ট্রের সেনাপতিগণ কি মৃত।

চন্দ্ররাও। না জীবিত, কিন্তু আজ তারা কেউ রায়গড়ে নেই। উদ্ধত সিদ্ধিরাওকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রধান সেনাপতি আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় দুর্গে সেনা-সমাবেশ করতে গেছেন।

জিজাবাঈ। তুমিত রয়েছো,—তোমার সৈন্যদল নিয়ে রায়গড় আক্রমণকারী বিজাপুর সৈন্যদলকে বাধা দাও—

চন্দ্ররাও। আমি বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবো না, তাই বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে চাই।

জিজাবাঈ। সন্ধি হবে না—

চন্দ্ররাও। মায়ি—

জিজাবাঈ। এখনি সৈন্য চালনা করতে হবে।

চন্দ্ররাও। এ আদেশ আমি মানবো না।

জিজাবাঈ। চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও পুরুষ, নারীর ইঙ্গিতে সে চলে না।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামি, জিজাবাঈয়ের আদেশ তুমি অমান্য করো না।

চন্দ্ররাও। তুমি নারী, রাজনীতি বুঝবে না।

লক্ষ্মীবাঈ। বুঝতে চাই না। শুধু জানতে চাই, তুমি মায়ির আদেশ পালন করবে কি না?

চন্দ্ররাও। মায়ি যদি আমায় উপেক্ষা করেন, তবে আমিও আর মহারাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবো না। [প্রস্থান।

জিজাবাঈ। ভয় নেই লক্ষ্মীবাঈ, জিজাবাঈ যতক্ষণ জীবিত থাকবে —ততক্ষণ রায়গড় দুর্গ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

[নেপথ্যে—জয় বিজাপুর সুলতানের জয়।]

সরযু। ওই বিজাপুর সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণ করেছে।

জিজাবাঈ। দ্বার বন্ধ ক'রে দাও। পুরনারীদের দুর্গশীর্ষে সমবেত কর।

লক্ষ্মীবাঈ। দুর্গ রক্ষা করবে কে?

জিজাবাঈ। তুমি আমি, দুর্গের সমস্ত পুরনারীরা দুর্গশীর্ষে সমবেত হয়ে ওই রায়গড় আক্রমণকারী বিজাপুর সৈন্যদলকে ধ্বংস করবো। মূর্খ বিজাপুর সুলতান জানে না, যে শিবাজীর রাজধানী রায়গড়ে একশত কামান আছে।—লক্ষ্মীবাঈ—সরযুবাঈ—

উভয়ে। আদেশ করুন মায়ি—

জিজাবাঈ। দুর্গশীর্ষ থেকে গুলি চালাও—কামান দাগ! শত্রুকে বুঝিয়ে দাও, যে হিন্দুনারীরা অবলা নয়।

উভয়ে। জয় মায়ি জিজাবাঈ কি জয়।

[ঘন ঘন কামান গর্জ্জন ও সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মথুরা-পথ।

বৃদ্ধ ভিখারীর বেশে শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মোগল সৈন্যের ভয়ে চোরের মত আর্য্যাবর্ত্তের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিশাল মোগলবাহিনী আমায় বন্দী করতে আসছে। মোগল সৈন্যরা যদি একবার আমার সন্ধান পায়—আবার আমায় বন্দী ক'রে দিল্লী নিয়ে যাবে……না—না, আমায় হত্যা ক'রে হিন্দুর সব আশা ধূলিস্মাৎ ক'রে দেবে।

সহসা ভবানীর আবির্ভাব।

ভবানী। গীত।

মিছে এ ভাবনা বীর।
মায়ের আশীষে অজেয় তুমি যে চির উন্নত শির।
তব চলা পথে সকল সময়
ঘিরে আছে তোমা মার বরাভয়,
তোমারে জিনিতে আর না পারিবে কোন বীর ধরণীর।

[অন্তর্দ্ধান]

শিবাজী। সর্ব্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে—
শরণ্যে ত্র্যম্বকে শিবে সীমন্তিনী ভবানী নমোঽস্তুতে॥

[প্রণাম]

ছদ্মবেশে শম্ভাজীর প্রবেশ।

শম্ভাজী। পিতা, শত শত সৈন্য নিয়ে দিলীর খাঁ আমাদের বন্দী করতে আসছে।

শিবাজী। সন্ন্যাসী ঠাকুর—

রঘুনাথ। মহারাজ—

শম্ভাজী। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

রঘুনাথ। পাহাড়ের উপর—

শিবাজী। পাহাড়ের উপর থেকে আপনিই মোগল সৈন্যের উপর তীর বর্ষণ করেছিলেন?

রঘুনাথ। হ্যাঁ মহারাজ—

শিবাজী। সন্ন্যাসী—

তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। কোথায় সন্ন্যাসী?

শিবাজী। তানাজী! এই সন্ন্যাসীর কৃপায় আজও আমার জীবন রক্ষা হ'লো!

তানাজী। মহারাজ! এ সন্ন্যাসী নয়—ব্রাহ্মণও নয়—

শিবাজী। কি বলছ বন্ধু?

তানাজী। ঠিকই বলছি মহারাজ! আমি স্বচক্ষে ওর তীর যুদ্ধ দেখেছি। সন্ন্যাসীর বাহুতে এত শক্তি থাকতে পারে না—যে একা শর বর্ষণ ক'রে দুইশত মোগল সৈন্যকে বিনাশ করতে পারে।

শিবাজী। সত্য বলুন—কে আপনি? সন্ন্যাসীর বেশে বারে বারে জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করছেন?

শম্ভাজী। বলুন সন্ন্যাসী আপনি কে?

রঘুনাথ। আমি মহারাজ শিবাজীর দাসানুদাস। [ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিল]

শিবাজী। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। হ্যাঁ মহারাজ! গুর্জ্জরের পথে প্রথম যেদিন শুনলুম মহারাজ শিবাজী মোগলের কারাগারে বন্দী, সেদিন হতেই সন্ন্যাসীর বেশে, রাজবৈদ্য সেজে মহারাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছি। মহারাজ আমায় অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। আপনার সে শিক্ষায় আজ আমি আপনাকেই মুক্ত করেছি। এইবার আমায় মুক্তি দিন মহারাজ।

শিবাজী। একনিষ্ঠ দেশসেবক, তোমাকে বাদ দিয়ে স্বাধীন মহারাষ্ট্র বাঁচতে পারে না।

রঘুনাথ। ভুলে যাচ্ছেন মহারাজ আমি নির্ব্বাসিত।

শিবাজী। রাজা শিবাজী তোমায় নির্ব্বাসন দিয়েছে, মানুষ শিবাজী তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। এসো বীর—এসো মহারাষ্ট্রের জাগ্রত সৈনিক—এসো ভাই—এসো তুমি অপরাধীর বাহুবন্ধনে। [রঘুনাথকে আলিঙ্গন]

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। গীত।

এবার ঘরে ফিরে চল।
রাত্রি শেষে ঊষার আলোয় পরমশুভ লগন এলো।
হাজার নয়ন তোমার লাগি
পলক বিহীন আছে জাগি,
তাদের আকুল প্রতীক্ষাতে এবার যবনিকা ফেলো।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রায়গড়।

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল, কই রঘুনাথ ফিরে এলো না। মহারাজ! তিনিও কি আসবেন না?

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। না। শিবাজী মহারাজ আর আসবেন না।

সরযূ। কি চান।

চন্দ্ররাও। কিছুই না—শুধু একটা কথা বলতে চাই।

সরযূ। বলুন?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ অসুস্থ—

সরযূ। কোথায় সে?

চন্দ্ররাও। সিংহগড়ে।

সরযূ। কি হয়েছে তার?

চন্দ্ররাও। বিজাপুর যুদ্ধে সে আহত—

সরযূ। মহারাজ শিবাজীর নিষেধ সত্ত্বেও সে মহারাজের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছে?

চন্দ্ররাও। রঘুনাথ, বীর যোদ্ধা—তাই মহারাজের বিপদ শুনে সে দূরে থাকতে পারে নি। অস্ত্র করে রণক্ষেত্রে ছুটে গেল, শত্রুপক্ষ পরাজিত হ'লো, কিন্তু রঘুনাথকে বোধহয় চিরদিনের মত হারাতে হবে।

সরযূ। সত্য বলছেন?

চন্দ্ররাও। বিশ্বাস না কর, নিজেই দেখবে এসো।

সরযূ। চলুন, আপনার সঙ্গেই সিংহগড় যাব।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। না, যাবে না।

সরযূ। দিদি, রঘুনাথ মৃত্যুশয্যায়—আমাকে বাধা দিও না।

লক্ষ্মীবাঈ। না, যেতে পাবে না—

চন্দ্ররাও। বুঝলুম, মৃত্যু যাকে ডাক দিয়েছে, মানুষ তাকে ধরে রাখতে পারে না।

সরযূ। আমি যাব—রঘুনাথকে দেখবো। আমায় ফেলে আমি তাকে এ জগৎ থেকে চলে যেতে দেব না। দিদি, মুমূর্ষুকে শেষ দেখার সুযোগ হতে আমাকে বঞ্চিত করো না।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। সরযু—সরযূ—

চন্দ্ররাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামী—

চন্দ্ররাও। আমার চক্রান্ত ভেদ করা তোমার সাধ্যাতীত লক্ষ্মী!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। বাতাসে বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। কে আছ তুর্য্যধ্বনি কর। মায়িকে সংবাদ দাও।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। কিসের বিপদ লক্ষ্মীবাঈ?

লক্ষ্মীবাঈ। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে মায়ি,—আমার স্বামী সরযুকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জিজাবাঈ। কোথায়?

লক্ষ্মীবাঈ। সিংহগড়—

জিজাবাঈ। সর্ব্বনাশ! সিংহগড় যে মোগল অধিকারে—

লক্ষ্মীবাঈ। সেইখানেই তাকে নিয়ে গেছে।

জিজাবাঈ। এত স্পর্দ্ধা তার যে, রায়গড় থেকে একটা হিন্দু বালিকাকে হরণ করে নিয়ে গেল মোগল অধিকৃত সিংহগড়ে?

লক্ষ্মীবাঈ। তাঁরই চক্রান্তে রুদ্রমণ্ডল দুর্গে মহারাজকে তিনশত সৈন্য ডালি দিতে হয়েছে। তাঁরই চক্রান্তে রঘুনাথ নির্ব্বাসিত, তাঁরই সাহায্যে বিজাপুর সুলতান মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেছিল—তাঁরই নেতৃত্বে মোগলেরা মহারাষ্ট্রে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

জিজাবাঈ। লক্ষ্মীবাঈ—

লক্ষ্মীবাঈ। একি করলুম! নিজের হাতে স্বামীর মৃত্যুবান রচনা করে দিলুম! ভগবান, তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর দয়াময়—

[প্রস্থান।

জিজাবাঈ। মা ভবানী, শিব্বার সাধের মহারাষ্ট্র কি ধ্বংস হয়ে যাবে মা?

শিবাজী, তানাজী ও রঘুনাথের প্রবেশ।

শিবাজী। শিবাজী জীবিত থাকতে মহারাষ্ট্র ধ্বংস হবে না।

[সকলে জিজাবাঈকে প্রণাম করিলেন।]

জিজাবাঈ। শিব্বা? আমার শম্ভা কোথায়?

শিবাজী। তাকে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে রেখে এসেছি। সেখান থেকে নিরাপদে মহারাষ্ট্রে ফিরে আস্‌বে।

তানাজী। রাজ্যের সংবাদ?

জিজাবাঈ। বিজাপুর সুলতান মহারাষ্ট্র আক্রমণ ক'রেছিল। আমরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছি।

তানাজী। তারপর ?

জিজাবাঈ। চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্র ধ্বংসের আয়োজন করছে।

শিবাজী। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী—!

জিজাবাঈ। শুধু বিদ্রোহী নয়, সে শয়তান। মোগলের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের সিংহাসন অধিকার করবার আশায় রায়গড় থেকে এক বালিকাকে নিয়ে গেছে মোগল সৈন্যদের উপহার দিতে।

তানাজী। কে সেই বালিকা ?

জিজাবাঈ। জনার্দ্দন পুরোহিতের কন্যা—

রঘুনাথ। সরযু! চন্দ্ররাও তাকে সিংহগড়ে নিয়ে গেছে ? মহারাজ! এখন উপায় ?

শিবাজী। তানাজী প্রস্তুত হও, বালিকার উদ্ধারের জন্য এখুনি আমাদের সিংহগড় আক্রমণ ক'রতে হবে!

জিজাবাঈ। শুধু বালিকা নয়—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সিংহগড় চাই!

তানাজী। আর একদিন অপেক্ষা করুন। আজ আমার পুত্রের বিবাহ। বিবাহ সম্পন্ন করেই আমি সিংহগড় আক্রমণ করবো।

জিজাবাঈ। বিবাহ বন্ধ ক'রে দাও—

তানাজী। মায়ি—

জিজাবাঈ। মায়ির আদেশ—এই মুহূর্ত্তে সিংহগড় আক্রমণ করতে হবে।

তানাজী। না—না, এত কঠোর হবেন না।

জিজাবাঈ। হতুম না তানাজী, যদি আমার দুর্গ থেকে এক নিষ্পাপ বালিকাকে না হারাতাম্। যদি এই মুহূর্ত্তে সিংহগড় আক্রমণ

না কর, তবে দেশদ্রোহীর চক্রান্তে এক বালিকার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তানাজী! মাতৃজাতি-মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতেই শিবাজীর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা! সেই ধর্ম্মরাজ্যের সৈনিক যদি মাতৃ-জাতির ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে না পারে তাহলে মৃত্যুই তার মঙ্গল।

শিবাজী। মা, আমি সিংহগড় আক্রমণ ক'রবো।

তানাজী। না, সিংহগড় দুর্ভেদ্য দুর্গ, আমি তোমায় সেখানে যেতে দেব না।

শিবাজী। আমি যাব—

তানাজী। না, আমি যাব—

জিজাবাঈ। তানাজী, আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সিংহগড় আমার চাই। যদি সিংহগড় জয় ক'রতে না পার এ জীবনে আর আমি তোমার মুখদর্শন করবো না।

[প্রস্থান।

তানাজী। মায়ি! আপনার আদেশ পালন ক'রতে এই মুহূর্ত্তেই আমি ঝঞ্ঝার মত সিংহগড়ে ছুটে যাবো। বুঝিয়ে দেবো মোগলকে আমরা জীবিত থাকতে; দেশদ্রোহীর চক্রান্ত মহারাষ্ট্রের ক্ষতি কর্‌তে পারবে না।

শিবাজী। কত সৈন্য চাই?

তানাজী। ইচ্ছা হয় দিও, না হয় দিও না। তানাজী আজ মায়ের আদেশে করাল মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ছুটে যাবে মরণকে বরণ করতে।

[প্রস্থান।

শিবাজী। রঘুনাথ তোমার সমগ্র বাহিনী নিয়ে তানাজীকে সাহায্য কর।

রঘুনাথ। মহারাজ! যদি সিংহগড় জয় করে সরযুকে উদ্ধার কর্‌তে পারি—তবেই ফিরে আসবো। হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানের হারেমে তুলে দিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না। যদি প্রয়োজন হয়—হিন্দু-নারীর ধর্ম্ম রক্ষা করতে সিংহগড়ে মারাঠার রক্তে রক্তনদী বহিয়ে দেব। তবু পরাজয় বরণ করে সিংহগড় থেকে ফিরে আসবো না।

[প্রস্থান।

শিবাজী। শুধু সিংহগড় নয়! দাক্ষিণাত্যের সমস্ত স্বেচ্ছাচারী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে গ'ড়ে তুলবো দীন দরিদ্র মারাঠার স্বাধীন ধর্ম্ম-রাজ্য।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

পুরন্দর দুর্গ।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। শিবাজী! শিবাজী! দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে ছুটে এলুম, তবু শিবাজীকে ধরতে পারলুম না। সম্রাট আমায় বার বার পত্র লিখে জানাচ্ছেন, যেমন করে পার শিবাজীকে বন্দী ক'রে দিল্লী পাঠিয়ে দাও! শাহাজাদা মোয়াজীম আর মহারাজ জয়সিংহ প্রতি পদে আমায় বাধা দিচ্ছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য······হ্যাঁ, সম্রাটের আদেশ পালন।

আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। হুকুম তামিল করেছি জনাব। বাঈজীকে আপনার পত্র দিয়েছি।

দিলীর। কি বললে ?

আনোয়ারী। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে এক মুখ হেসে বললে—"তোম্ যাও, হাম খাঁসাবকো সাথ মোলাকাৎ করেগা!"

দিলীর। শাহাজাদার সংবাদ ?

আনোয়ারী। সুরা আর সাকী নিয়ে গুলবাগে পড়ে আছেন।

দিলীর। সাবধান, একথা প্রকাশ হলে গর্দ্দান যাবে।

আনোয়ারী। সর্ব্বনাশ! কোর্ম্মা-কাবাব আর দোপেঁয়াজী খেয়ে যে গর্দ্দান ফুলিয়েছি, তা কি কোতল হতে দিতে পারি! আপনি ঠিক জেনে রাখবেন, আমার জান না যাওয়া পর্য্যন্ত একথা কেউ জানতে পারবে না।

সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। খাঁ সাহেব!

দিলীর। এসো বাঈজী—

আনোয়ারী। আইয়ে বিবিসাব—

দিলীর। আনোয়ারী বাইরে যাও—

আনোয়ারী। যাঃ বাবা, আমে-দুধে এক হলো আর আঁটি গেল গড়াগড়ি!

সুরাইয়া। তুমি যাও—আমাদের গোপন কথা আছে।

আনোয়ারী। হুকুম যখন হয়েছে, তখন যেতেই হবে। দেখা যাক্, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [প্রস্থান।

দিলীর। পত্র পেয়েছ ?

সুরাইয়া। পেয়েছি।

দিলীর। দাক্ষিণাত্য থেকে আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবো, তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে।

সুরাইয়া। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি?

দিলীর। শাহাজাদাকে ত্যাগ ক'রে আমার বেগম হতে হবে।

সুরাইয়া। তাইত। আপনি বড় ভাবিয়ে তুললেন।

দিলীর। শাহাজাদার মন যুগিয়ে সুবিধে হবে না। যদি সিংহাসনে বস্‌তে চাও—আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

সুরাইয়া। আপনি আমায় ময়ুর-সিংহাসনে বসাতে পারবেন? [দিলীরের দুই হাত ধরিলেন]

দিলীর। না, ময়ুর সিংহাসনে বসাতে পারব না, তবে চেষ্টা ক'রে দেখবো। তবে তুমি যদি আমার বেগম হও, আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানা বলে ঘোষণা করবো।

সুরাইয়া। সত্যি বলছেন?

দিলীর। আফ্‌গান সেনাপতি মিথ্যা বলে না। সুন্দরী, তোমার রূপ-যৌবন আমায় পাগল করে তুলেছে। তোমার জন্য আমি ঔরঙ্গজেবকেও হত্যা করতে পারি।

সুরাইয়া। বেশ! আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

দিলীর। তবে এই পত্রে শাহাজাদার শীলমোহর ক'রে দাও। [সুরাইয়াকে পত্র দান]

সুরাইয়া। কি লেখা আছে? [পত্র খুলিতে গেল]

দিলীর। না-না! আজ নয়! এ পত্রের বিষয় অবগত হবে তখন —যখন আমি তোমায় দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানা বলে ঘোষণা করবো। সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।

সুরাইয়া। সুরাইয়া বাঈজী হলেও মানুষ।

দিলীর। চমৎকার—

সুরাইয়া। সত্যই যদি আপনি আমায় সুলতানা করতে পারেন, আমি হব আপনার পিয়ারী জান। [প্রস্থান।

দিলীর। এক ঢিলে দুই পাখী মারবো—শাহাজাদা মোয়াজীম আর মহারাজ জয়সিংহ।

চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। জনাব—

দিলীর। কে তুমি?

চন্দ্ররাও। আমি মারাঠা সৈনিক—চন্দ্ররাও।

দিলীর। কি চাও?

চন্দ্ররাও। একটু আশ্রয়।

দিলীর। বিশ্বাসঘাতক মারাঠাদের আশ্রয় দেওয়া সম্রাটের নিষেধ।

চন্দ্ররাও। যদি বিশ্বাস করতে না পারেন—বন্দী করুন। তবু আমি আপনার আশ্রয় চাই। জনাবের বন্দী হব, তবু দস্যু শিবাজীর অধীনে আর চাকরী করবো না।

দিলীর। আমি তোমায় আশ্রয় দিতে পারি, তবে এক সর্ত্তে—

চন্দ্ররাও। বলুন?

দিলীর। রায়গড় দুর্গের গুপ্ত পথের সন্ধান দিতে হবে।

চন্দ্ররাও। প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, রায়গড় আক্রমণে আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবো!

পুনঃ সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। পত্রে শীলমোহর দিয়ে শাহাজাদার সই করিয়ে দিয়েছি।

দিলীর। [পত্র লইয়া] শাহাজাদা সই করেছেন ?

সুরাইয়া। হ্যাঁ—মাতালের খেয়ালে সই করে দিয়েছেন।

দিলীর। চমৎকার—

সুরাইয়া। সাবধান, শাহাজাদা যেন জান্‌তে না পারে।

দিলীর। ভয় নেই—আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

সুরাইয়া। আমার কথা মনে থাকবে ত।

দিলীর। এ জীবনে তোমায় ভুলতে পারবো না।

সুরাইয়া। আসি জনাব।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিন, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

দিলীর। আশ্রয় দিলুম।

মত্ত অবস্থায় মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। সত্য বল বাঈজী কিসে আমায় সই করালে ?···এ কি দিলীর খাঁ! বাঈজী কোথায় ?

দিলীর। বাঈজী!

মোয়াজীম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কাশ্মীরি বাঈজী—

দিলীর। হারেম ছেড়ে এখানে আসবে কেন ?

মোয়াজীম। আসে নি···তুমি দেখেছ ?

চন্দ্ররাও। না জনাব, আমি তাঁকে কখনো দেখি নি।

মোয়াজীম। তোমাকেও ত আমি কখনও দেখি নি।

চন্দ্ররাও। আমি জনাবের কৃপাপ্রার্থী।

মোয়াজীম। প্রার্থনাটা কি ?

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। আমার সর্ব্বনাশের—

মোয়াজীম। সে কি!

সরযূ। সত্য বলছি শাহাজাদা—

চন্দ্ররাও। না, মিথ্যা—

মোয়াজীম। মিথ্যা?

চন্দ্ররাও। হঁ্যা জনাব, মাথাটা বিগড়ে গেছে, তাই মাঝে মাঝে ভুল বকছে।

মোয়াজীম। মাথা খারাপ হয়ে গেছে···আচ্ছা, সারিয়ে দিচ্ছি। বালিকা! তোমার পরিচয়?

সরযূ। মহারাজ শিবাজীর আশ্রিতা রাজপুত কন্যা—

মোয়াজীম। শিবাজীর আশ্রিতা হয়ে মোগল দুর্গে প্রবেশ করলে কি করে?

সরযূ। শাহাজাদা, আমি এক মারাঠা সেনানীর বাগ্‌দত্তা। এই মহাপুরুষ তাঁর বিপদের কথা শুনিয়ে—আমাকে ভুল বুঝিয়ে রায়গড় থেকে নিয়ে এসেছে।

মোয়াজীম। চমৎকার।

চন্দ্ররাও। জনাবের চরণে আশ্রয় পাবার জন্যে, গোলাম এই উপহার নিয়ে এসেছে।

মোয়াজীম। আমি কি উপহার চেয়েছি দোস্ত!

দিলীর। রূপপ্রিয় শাহাজাদার কণ্ঠে এ এক নূতন বাণী উচ্চারণ হ'লো।

মোয়াজীম। দিলীর খাঁ—

দিলীর। আমি জান্‌তে চাই, শাহাজাদা এই মারাঠা বীরকে আশ্রয় দেবেন কি না?

মোয়াজীম। মারাঠা বীরকে আশ্রয়?

সরযু। শাহাজাদা হিন্দুনারীর জীবন ব্যর্থ করে এই লম্পটকে আশ্রয় দিলে মোগল সাম্রাজের কোন উপকার হবে না।

মোয়াজীম। সত্য—

চন্দ্ররাও। শাহাজাদা মহান! তাই তাঁকে এই সুন্দরী নারী উপহার দিয়ে বিনিময়ে আশ্রয়লাভই হবে আমার যোগ্য পুরস্কার।

মোয়াজীম। ঘরের মেয়েকে যে বিধর্ম্মীর কামানলে আহুতি দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়—তার পুরস্কার দশ জুতি।

দিলীর। শাহাজাদা—

মোয়াজীম। দিলীর খাঁ! নারী-নির্য্যাতনেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গণ ধরেছে।

দিলীর। নারীর কোমল স্পর্শ ছাড়া যার এক মুহূর্ত্ত চলে না, তাঁর মুখে একথা শোভা পায় না।

মোয়াজীম। আমি লম্পট—আমি মদ্যপ। আমি রোপেয়া দিয়ে রূপসী ক্রয় করি, কিন্তু সতী নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে পাপ-বাসনা চরিতার্থ করি না।

সরযু। শাহাজাদা—

মোয়াজীম। মুক্ত বহিন—

সরযু। আমায় রায়গড়ে পাঠিয়ে দিন শাহাজাদা।

মোয়াজীম। আমি সসম্মানে তোমায় রায়গড়ে পৌছে দেবো বহিন।

দিলীর। যুদ্ধের সময় শাহাজাদার জীবন বিপন্ন করা উচিত হবে না।

মোয়াজীম। বহিনের ধর্ম্ম রক্ষায়—যদি ভাইয়ের বিপদ আসে —সহস্রবার সে বিপদকে বরণ করে নেব।

সরযু। শাহাজাদার মহত্বের দ্বারে এই দীনা ভগ্নী কৃতজ্ঞ—

[প্রস্থান।

দিলীর। শাহাজাদার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করবো না।

মোয়াজীম। গোলামের রক্তচক্ষুর ভয়ে, প্রভু তার কর্ত্তব্য ভুলে যাবেন না। [প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। জনাব।

দিলীর। ভয় নেই চন্দ্ররাও। শাহাজাদার এ দম্ভের শাস্তি যদি দিতে না পারি, আর আমি সম্রাটের পক্ষে অস্ত্রধারণ করবো না।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। শাহাজাদা—শাহাজাদা—

দিলীর। কি সংবাদ মহারাজ?

জয়সিংহ। শাহাজাদা কোথায়?

দিলীর। মাতাল হয়ে গুল্‌বাগে পড়ে আছেন।

জয়সিংহ। তাহ'লে উপায়?

দিলীর। কিসের?

জয়সিংহ। তানাজী সিংহগড় আক্রমণ করেছে।

দিলীর। আপনার সমস্ত সৈন্য নিয়ে উদয়ভানু সিংহগড়ে আছেন, তিনি মারাঠাদের বাধা দিতে পারছেন না?

জয়সিংহ। উদয় ভানু প্রাণপণে মারাঠাদের গতিরোধ করবার চেষ্টা করছেন। তিনি লিখেছেন "এই মুহূর্ত্তে যদি নূতন সৈন্য না পাই তাহ'লে সিংহগড় হারাতে হবে।"

দিলীর। শয়তান উদয়ভানু—

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ—

দিলীর। নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করে সিংহগড় দুর্গ মারাঠাদের হাতে তুলে দিতে চায়!

জয়সিংহ। এ আপনার ভুল ধারণা দিলীর খাঁ।

দিলীর। মহারাজ দেখ্‌ছি শয়তান উদয়ভানুর পক্ষ সমর্থন করেন!

জয়সিংহ। উদয়ভানু বিপন্ন, আমার সমস্ত রাজপুত বাহিনী অবরুদ্ধ …আমার অনুরোধ দিলীর খাঁ, আপনি এই মুহূর্ত্তে উদয়ভানুকে নূতন সৈন্য পাঠিয়ে দিন।

দিলীর। আমি তাকে কোন সাহায্য দেব না।

জয়সিংহ। তাহ'লে অচিরেই আমাদের সিংহগড় হারাতে হবে।

দিলীর। সিংহগড় যদি হারাতে হয়, সৈন্যের অভাবে হারাতে হবে না—হবে তা মহারাজ জয়সিংহের চক্রান্তে।

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ! জয়সিংহ যদি চক্রান্ত করত তাহলে দাক্ষিণাত্যের মাটিতেই আপনার সমাধি রচিত হত।

দিলীর। মহারাজ জয়সিংহ।

জয়সিংহ। আমার আদেশ এখনি আপনাকে সিংহগড়ে সৈন্য পাঠাতে হবে।

দিলীর। সম্রাটের আদেশ না পেলে আমি একটা সৈন্যও পাঠাবো না।

জয়সিংহ। শিবাজী যদি সিংহগড় অধিকার করে, দাক্ষিণাত্যে মোগলের অস্তিত্ব থাকবে না।

দিলীর। রাজপুত শক্তিকে সাহায্য ক'রেও মোগলের কোন মঙ্গল হবে না।

জয়সিংহ। এই বৃদ্ধ রাজপুত, অচল-অটল, হিমাদ্রীর মত আজও মোগল সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দাক্ষিণাত্যের দুর্গশীর্ষে মোগলের বিজয় পতাকা উড়ছে। যেদিন জয়সিংহ থাকবে না, সেদিন দাক্ষিণাত্যে মোগলের অধিকারও থাকবে না।

দিলীর। আপনার এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেই সম্রাট আপনাকে পদচ্যুত করেছেন।

জয়সিংহ। সম্রাট আমাকে পদচ্যুত করেছেন?

দিলীর। হ্যাঁ, তিনি বুঝতে পেরেছেন, আপনি দাক্ষিণাত্যে থাকলে শিবাজী দমন অসম্ভব। তাই আপনাকে দিল্লী ফিরে যেতে লিখেছেন।

জয়সিংহ। সম্রাট যতদিন না আমায় পত্র দেন, ততদিনই আমি দাক্ষিণাত্যে থাকব।

দিলীর। সম্রাটের আদেশের পরও যদি দাক্ষিণাত্যে থাকতে চান, তাহ'লে বন্দী হয়েই থাকতে হবে।

জয়সিংহ। জয়সিংহকে বন্দী করবার মত শক্তিমান পুরুষ মোগল সাম্রাজ্যে নেই।

দিলীর। হিন্দুস্থানের বাদশাহের আদেশ পালন করতে, আমি আপনাকে বন্দী করবো।

জয়সিংহ। তার আগেই আপনার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

দিলীর। সাবধান মহারাজ—

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ একা জয়সিংহকে বন্দী করতে পারবেন না। আফগান সেনাপতি! যদি রাজপুত শক্তির পরীক্ষা নিতে চান্— তবে সমগ্র বাহিনী নিয়ে ছুটে আসুন।

দিলীর। সম্রাটের আদেশ পালন করবেন না?

জয়সিংহ। না—

দিলীর। মহারাজ!

জয়সিংহ। সম্রাটের গোলামী কচ্ছি বলে, তাঁর কাছে আত্মবিক্রয় করি নি।

[প্রস্থান।

দিলীর। ওই অহঙ্কারেই আপনার পতন হবে মহারাজ! চন্দ্ররাও—

চন্দ্ররাও। জনাব—

দিলীর। তোমার আনুগত্যটা একবার যাচাই ক'রে দেখতে চাই।

চন্দ্ররাও। জনাবের আদেশে এ গোলাম জীবন দিতে প্রস্তুত!

দিলীর। উত্তম। সিংহগড় আক্রমণকারী মারাঠা সেনাপতি তানাজীকে হত্যা ক'রে শিবাজীর বাহু ভেঙ্গে দিতে হবে। এই মুহূর্ত্তে দ্রুতগামী অশ্বে সিংহগড়ে যাবে, মারাঠা সৈন্যদলে মিশে, গোপনে তানাজীকে হত্যা করবে।…হ্যাঁ, আর সঙ্গে নিয়ে যাবে একশত খোরসানি ফৌজ।

[প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। দাম্ভিক তানাজী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সিংহগড় দুর্গের সম্মুখ।

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ শিবাজীর জয়।"]

রক্তাক্ত তানাজীর প্রবেশ।

তানাজী। এগিয়ে চল—এগিয়ে চল! দুর্গরক্ষক উদয়ভানু নিহত। এইবার দুর্গে প্রবেশ ক'রে দুর্গশীর্ষ থেকে মোগল পতাকা ছিঁড়ে ফেলে মহারাজ শিবাজীর গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দেব! এগিয়ে চল—

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। গীত। ২৮০।

এগিয়ে চল—এগিয়ে চল।
বিজয়ী তোদের পায়ের দাপে করুক ধরা টলোমল্।
বাজাও সঘনে শঙ্খ বিষাণ
ওড়াও শূন্যে জয় নিশান
শত্রু রক্তে বহাও বন্যা মাতৃ কামনা কর সফল।
মরণ তোদের নয় মরণ
অমর হবার সিদ্ধাসন,
কীর্ত্তি গাথা গাইবে তোদের সকল দেশের চারণ দল।

তানাজী। পণ্ডিতমশাই! জিজাবাঈকে সংবাদ দিন্, সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাবার আগেই আমরা দুর্গদ্বারে সমবেত হয়েছি। দুর্গে প্রবেশ ক'রে তোপধ্বনি করলে, মায়ি যেন আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন যে, তানাজী তাঁর শেষ আদেশ পালন করতে পেরেছে। জয় মায়ি জিজাবাঈ কী জয়! [প্রস্থান।

জনার্দ্দন। জয় মা-ভবানী—জয় মা ভবানী— [প্রস্থান।

সৈনিকবেশী রঘুনাথ ও মোয়াজীমের প্রবেশ।

মোয়াজীম। সত্য বল সৈনিক রঘুনাথ কোথায়?

রঘুনাথ। বলবো না।

মোয়াজীম। বলবে না?

রঘুনাথ। না। প্রয়োজন না বললে, ত বলব না।

মোয়াজীম। রঘুনাথকে আমি…না-না, সে কথা বলবো না!

রঘুনাথ। তাহ'লে শাহাজাদাও এখান থেকে যেতে পারবেন না।

মোয়াজীম। মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

রঘুনাথ। তাহলে দণ্ড নেবার জন্যে প্রস্তুত হ'ন্।

মোয়াজীম। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি!

রঘুনাথ। কি?

মোয়াজীম। না—না, সে কথা বলবো না।

রঘুনাথ। আপনার কোন কথাই আমি শুনবো না—অস্ত্র নিন, আত্মরক্ষা করুন।

মোয়াজীম। অস্ত্র—[হাত দিয়া দেখিলেন অস্ত্র নাই] অস্ত্র নেই, সে আমার বহিনকে দিয়েছি—

রঘুনাথ। কে বহিন্?

মোয়াজীম। সে কথা বলতে পারবো না।

রঘুনাথ। অপরাধ নেবেন না শাহাজাদা—নিরস্ত্র অবস্থাতেই আপনাকে হত্যা করতে হবে!

মোয়াজীম। নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করে যদি গৌরব বাড়ে, কর হত্যা।

রঘুনাথ। খোদার নাম স্মরণ করুন শাহাজাদা—[মোয়াজীমকে হত্যায় উদ্যত]

অস্ত্র ক'রে বোরখাবৃত সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। সাবধান ঘাতক—[রঘুনাথের অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত করিল]

মোয়াজীম। বহিন্—

সরযূ। ভাইয়ের জীবন রক্ষা করতে বহিন্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

রঘুনাথ। সরযূ—

সরযূ। রঘুনাথ—!

মোয়াজীম। তুমিই রঘুনাথ?

রঘুনাথ। হ্যাঁ শাহাজাদা—

মোয়াজীম। বহিন্—?

সরযূ। ...এই আমার স্বামী—

মোয়াজীম। রঘুনাথ। এই অমূল্য সম্পদ দান করতেই আমি জীবন বিপন্ন ক'রে সিংহগড় ছুটে এসেছি—নাও বন্ধু, গ্রহণ কর আমার শেষ দান। [সরযূকে রঘুনাথের হাতে দিলেন]

রঘুনাথ। শাহাজাদা—

মোয়াজীম। লুকিয়ে ফেল বন্ধু—লুকিয়ে ফেল। চারিদিকে সহস্র নারী-লোলুপ শয়তান ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার হয়ত তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন হয়ত বহিনের ধর্ম্ম রক্ষা করতে এ ভাই আর দুনিয়ায় থাকবে না।

রঘুনাথ। শাহাজাদা—

মোয়াজীম। এ মাতালের খেয়াল। আদাব ভাই—বিদায় বহিন্—
[প্রস্থান।

রঘুনাথ। সরযূ শাহাজাদা মানুষ না দেবতা?

সরযূ। উনি শাপভ্রষ্ট দেবতা—

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ শিবাজীর জয়।"]

রঘুনাথ। এ কি মহারাজের জয়ধ্বনি, তবে কি শাহাজাদা বিপদে পড়লেন…না—না, তানাজী আহত। এসো আমরা দুর্গের মধ্যে যাই।

উভয়ে। জয় রাজা শিবাজীর জয়।

[সরযূর হাত ধরিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উভয়ের প্রস্থান।]

যুদ্ধরত তানাজী ও চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

তানাজী। চন্দ্ররাও দেশদ্রোহী শয়তান! তানাজী আহত, তাই এখনো তুমি জীবিত।

চন্দ্ররাও। শিবাজীর দক্ষিণ হস্ত তানাজী এইবার চিরদিনের মত মাটির বুকে ঘুমিয়ে পড়। [তানাজীকে আঘাত করিলেন]

তানাজী। উঃ। শয়তান—

চন্দ্ররাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এইবার তানাজী মরবে, শিবাজীর বাহু ভেঙ্গে যাবে—দিল্লীর খাঁ আমায় প্রচুর পুরস্কার দেবে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে রঘুনাথ—"সেনাপতি—"সেনাপতি"]

তানাজী। রঘুনাথ তোপধ্বনি কর—মামাকে দুর্গ জয়ের সংবাদ দাও—

[নেপথ্যে—ঘন ঘন কামান গর্জন]

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সেনাপতি—

তানাজী। রঘুনাথ। চন্দ্ররাও আমায় শেষ আঘাত দিয়ে গেল।

সরযূর প্রবেশ।

সরযূ। কই, কোথায় শয়তান ?

তানাজী। চলে গেছে মা! রঘুনাথ, চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্রের ধূমকেতু। শয়তান জীবিত থাকলে মহারাজ শিবাজীর জীবন বিপন্ন হ'বে। [তরবারিতে ভর দিয়া উঠিলেন]

সরযূ। না—না, উঠবেন না—আরও রক্তপাত হবে।

তানাজী। উঠ্‌তে হবে, যেতে হবে রায়গড়—মায়িকে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ দিতে হবে।

রঘুনাথ। এ অবস্থায় কি ক'রে রায়গড় যাবেন ?

তানাজী। পায়ে হেঁটে যাব। ওই রায়গড় দেখা যাচ্ছে। তোমরা আমাকে তুলে ধর—আমি ঠিক চলে যাব।

সরযূ। না—না, যেতে পারবেন না। আপনি বসুন! [রঘুনাথের প্রতি] মায়িকে সংবাদ দাও।

রঘুনাথ। আমি তোপধ্বনি ক'রে সংবাদ দিয়েছি—

তানাজী। তোমরা আমায় রায়গড়ে নিয়ে চল—

সরযূ। যেতে পারবেন না—!

তানাজী। পারবো না ? সিংহগড় বিজয়ী তানাজী পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না ? বাল্যকাল হতে যে শিবাজীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে-পর্ব্বতে—ছুটে বেড়িয়েছে—যে তানাজী শিবাজীর আদেশে রাতের পর রাত দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছে—সে আজ এইটুকু পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না ?

সরযূ। পারবেন না—

তানাজী। তোমরা যদি আমায় সাহায্য না কর,—ছেড়ে দাও। আমি রায়গড় যাব,—মায়ি জিজাবাঈকে প্রণাম করবো—মহারাজ শিবাজীকে শেষ দেখা দেখবো।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। তানাজী—[মহারাষ্ট্রের অস্তমিত সূর্য্য তানাজীকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

তানাজী। শিব্বা—বন্ধু! কাছে এসো ভাই! আমি তোমায় ভাল করে দেখি।

জিজাবাঈয়ের প্রবেশ।

জিজাবাঈ। তানাজী! আমার তানাজী কোথায়?

তানাজী। ওই দেখুন মা —সূর্য্যদেব অস্তাচলে যায়নি। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি মোগল অধিকৃত সিংহগড় জয় করেছি।

জিজাবাঈ। সিংহগড় জয় হয়েছে। কিন্তু মারাঠার সিংহ যে আজ চলে যাচ্ছে!

তানাজী। মা! অসভ্য পাহাড়িয়া মাওলাদের আশ্রয় দিয়ে, স্নেহ দিয়ে সভ্যতার চরম শিখরে তুলেছ। তোমার দেওয়া সেই সভ্য জীবন আজ তোমার কাজেই দান করে গেলাম। মা! তুমি রইলে, আর রইল ভারত গৌরব মহারাজ শিবাজী। দেখো মা, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যে দেশকে আমরা স্বাধীন করে গেলাম, তাকে যেন আর মোগলের পদানত হ'তে দিও না!

জিজাবাঈ। তানাজী—

তানাজী। বিদায় মা—এ জনমের মত বিদায়—

[সরযুর কাঁধে ভর দিয়া প্রস্থান।

জিজাবাঈ। তানাজী! উঃ! ভুল করেছি! তানাজী যে আঘাত দিয়ে গেল,—সারা জীবনেও তার ক্ষত শুখবে না। রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না! মা-ভবানী শুধু এই প্রার্থনা—আজ থেকে আমি যেন "মা" হয়ে বেঁচে থাকি।

[প্রস্থান।

শিবাজী। তানাজীর মৃত্যু আমাদের উপর গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে গেল। এইবার তানাজী হত্যার চরম প্রতিশোধ নিতে হবে।

রঘুনাথ। তানাজী হত্যার প্রতিশোধ নিতে হ'লে, প্রথমেই আঘাত করতে হবে চন্দ্ররাওকে।

শিবাজী। চন্দ্ররাও! দেশদ্রোহী শয়তান চন্দ্ররাওকে আশ্রয় দিয়ে মোগল আমার তানাজীকে কেড়ে নিয়েছে! রঘুনাথ! মোগল এখনো শিবাজীর মূর্ত্তি দেখে নি। এইবার দেখবে, বুঝবে যে শিবাজী সামান্য মানুষ নয়। রঘুনাথ! মহারাষ্ট্র বাহিনীকে দলে দলে বিভক্ত ক'রে দিকে দিকে জয় যাত্রার অভিযান কর। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহাম্মদনগর, কর্ণাট, হায়দ্রাবাদ ধ্বংস ক'রে, বিন্ধ্যাচল হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত—সমস্ত মুসলমান রাজ্যের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলে, উড়িয়ে দাও সেখানে গুরু রামদাসের হিন্দুর জাতীয় নিশান "গৈরিক পতাকা"।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

গোয়ালিয়র দুর্গ।

কোরাণ-শরীফ পাঠরত ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।

ঔরঙ্গজেব। শিবাজী! শিবাজী! উঃ,—কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! জয়সিংহ, মোয়াজীম আর শিবাজী। দিলীর খাঁ—দিলীর খাঁ—

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। জনাব—

ঔরঙ্গজেব। এ পত্র তুমি কোথায় পেলে দিলীর!

দিলীর। এক পত্রবাহকের কাছে জাঁহাপনা।

ঔরঙ্গজেব। এ ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু জান?

দিলীর। না জনাব!

ঔরঙ্গজেব। আমার পত্রের সংবাদ জয়সিংহকে জানিয়েছিলে?

দিলীর। জানিয়েছি জনাব—

ঔরঙ্গজেব। তবে জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য ত্যাগ ক'রে দিল্লী ফিরে এলো না কেন?

দিলীর। দিল্লী ফিরে এলে ত শিবাজীর পক্ষে যোগ দিয়ে—শাহাজাদাকে দিয়ে আপনাকে খুন করানো যাবে না সম্রাট।

ঔরঙ্গজেব। উঃ, জয়সিংহকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছে। দিলীর—

ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে প্রথমেই তুমি শাহাজাদা মোয়াজীমকে বন্দী করবে।

দিলীর। জনাব! শাহাজাদাকে—

ঔরঙ্গজেব। তাই ত' তার অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারি না দিলীর! পিতা সাজাহান যদি পুত্র স্নেহে অন্ধ না হ'য়ে আমায় কঠোর হস্তে শাসন করতেন, তা'হলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কারাগারে পচে মরতে হ'ত না। দিলীর খাঁ! আমি সবার সব অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারি, তবু শাহাজাদার অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারি না। যেমন করেই হোক্, মোয়াজীমকে বন্দী করা চাই।

দিলীর। তিনি যদি আমায় বাধা দেন?

ঔরঙ্গজেব। যদি বাধা দেয়…হত্যা করবে।

দিলীর। জাঁহাপনা!

ঔরঙ্গজেব। যাও, আমার আদেশ পালন কর। হাঁ্যা,—দিলীর শোন—মহারাজ জয়সিংহকে বন্দী ক'রে রাখবে। যাও—না—না, শোন, হাঁ্যা, যদি পার খুব গোপনে মহারাজ জয়সিংহকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে!

দিলীর। জনাবের আদেশ গোলামের কাছে খোদার মর্জ্জি।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। দেশ শাসন করছে ইসলাম আর সে দেশের নাম হবে হিন্দুস্থান। [কোরাণ-শরীফ পড়িয়া গেল] এ কি! কোরাণ-শরীফ পড়ে গেল কেন? [কোরাণ-শরীফ তুলিয়া লইয়া] আমি পিতাকে বন্দী করেছি, সহোদর ভাইদের হত্যা করেছি—কিন্তু কোনদিন ত তোমার অমর্য্যাদা করি নি! তোমার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে ভারতবাসীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করতেই আমি স্নেহ, দয়া,

মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ম্মম কঠোর হয়েছি!......তবে কেন—কেন তুমি আমার হাত থেকে পড়ে গেলে?, [বার বার কোরাণ-শরীফ মাথায় ঠেকাইতে ছিলেন।]

দ্রুত যশোবন্তসিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। কি সংবাদ মহারাজ?

যশোবন্ত। শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেছে।

ঔরঙ্গজেব। লুণ্ঠন করেছে!

যশোবন্ত। শুধু সুরাট লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হয় নি জনাব। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট লুণ্ঠন করতেও অভিযান করেছে।

ঔরঙ্গজেব। এ অভিযানে একবার যদি সে সফল হয়, মোগলকে দিল্লীর সিংহাসন হারাতে হবে।

যশোবন্ত। শিবাজীকে যদি দমন করতে চান্—তাহলে উত্তর ভারতের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

ঔরঙ্গজেব। না—না।...মহারাজ, আপনাকে একবার দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে।

যশোবন্ত। আমি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কি করবো জাঁহাপনা?

ঔরঙ্গজেব। শিবাজীর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে কৌশলে তার অভিযান বন্ধ করে দেবেন।

যশোবন্ত। শিবাজী যদি আমাদের সঙ্গে মিত্রতা না করে?

ঔরঙ্গজেব। করবে।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা—

ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে আপনি তাকে মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করবেন।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! এতদিনে আমাদের দাক্ষিণাত্য হারাতে হবে?

ঔরঙ্গজেব। হবে ততদিন—যতদিন না সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের দমন করতে পারি। যদি সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন করতে পারি—আমি নিজে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শিবাজীকে দমন করবো।…… হ্যাঁ, আপাততঃ তাকে স্বাধীন রাজা বলেই স্বীকার করতে হবে, যান। দাক্ষিণাত্যে যাবার আয়োজন করুন।

যশোবন্ত। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব। তখ্‌তে তাউস্‌—তখ্‌তে তাউস্‌। এবার বোধহয় তোমায় হারাতে হবে। মহামতি বাবর ভারতে যে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, আমি নিজের হাতে সেই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করে গেলাম!…কে? ও কি? বৃদ্ধ পিতার দীর্ঘশ্বাস! দারার ছিন্নশির! সুজার শত ছিন্ন মলিন বসন! মোরাদের রক্তাক্ত কবন্ধ! মহম্মদের কাতর-মিনতি! এ কি! আমি স্বপ্ন দেখছি! না—না, আমি ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব! আমি কাউকে ভয় করি নি। আমি কি অন্যায় করেছি? না—না, কিসের অন্যায়? আমি ইস্‌লাম। আমি যা করেছি ইস্‌লামের স্বার্থেই করেছি। ঔরঙ্গজেবের জীবনের প্রথম কথা ইসলাম—দ্বিতীয় কথা ইসলাম—শেষ কথা ইসলাম!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুরন্দর দুর্গের একাংশ।

মত্ত অবস্থায় মোয়াজ্জীমের প্রবেশ।

মোয়াজ্জীম। সুরাইয়া—সুরাইয়া আর এক পিয়ালা দাও—

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। শাহাজাদা—

মোয়াজ্জীম। মদ এনেছ—দাও!

আনোয়ারী। মদ আনি নি শাহাজাদা, তবে গোপন সংবাদ বহন করে এনেছি।

মোয়াজ্জীম। কি সংবাদ?

আনোয়ারী। সম্রাটের আদেশে দিলীর খাঁ আপনাকে বন্দী করতে আসছে।

মোয়াজ্জীম। কে বল্‌লে?

আনোয়ারী। দিলীর খাঁ গোয়ালিয়র থেকে ফিরে এসে বাঈজীর সঙ্গে পরামর্শ করছে। আমি নিজের কাণে শুনে এলুম।

মোয়াজ্জীম। তুমি একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী—

আনোয়ারী। না জনাব, মিথ্যা নয়—

মোয়াজ্জীম। সব মিথ্যা! বাঈজী এইমাত্র মদ খাইয়ে কত প্রেমের কথা ক'য়ে গেল।

আনোয়ারী। মদ খাইয়ে বেহুস করে আপনাকে বন্দী করবার চক্রান্ত করছে।

মোয়াজ্জীম। সুরাইয়া আমার সঙ্গে শয়তানি করবে?

আনোয়ারী। সুরাইয়াকে আপনি চিন্‌তে পারেন নি,—সে সত্যই শয়তানি।

মোয়াজীম। সুরাইয়া যদি শয়তানি করে, আমি তাকে জীবন্ত কবর দেব।...হ্যাঁ, শিবাজী রাজা কোথায়?

আনোয়ারী। কর্ণাট অভিযানে গেছেন।

মোয়াজীম। পুরন্দরের দিকে আসবেন না?

আনোয়ারী। পুরন্দর আক্রমণের জন্যই সৈন্য সংগ্রহ করছেন। এই পুরন্দরেই হবে মারাঠা মোগলের ভাগ্যপরীক্ষা! আসুন জনাব, আমার সঙ্গে চলে আসুন—

মোয়াজীম। কোথায়?

আনোয়ারী। আপনার শিবিরে—

মোয়াজীম। শিবিরে?

আনোয়ারী। যদি বাঁচতে চান্ সৈন্যদের জাগিয়ে তুলুন। নইলে সুরাইয়ার চক্রান্তে এখনি আপনাকে দিলীর খাঁর হাতে বন্দী হ'তে হবে।

মোয়াজীম। শাহাজাদা মোয়াজীম বন্দী হবার আগেই দিলীর খাঁকে কবরে যেতে হবে।

আনোয়ারী। আসুন জনাব।

মোয়াজীম। না—দাঁড়াও! কে তুমি? আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

আনোয়ারী। জনাব! মারাঠাকে যে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

মোয়াজীম। তুমি মারাঠা?

আনোয়ারী। না জনাব, আমি মুসলমান। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মোয়াজ্জীম। তাই চল ভাই, আপনজন যখন বিশ্বাসঘাতক হয়, তখন পরকেই বিশ্বাস করতে হয়।

আনোয়ারী। আসুন জনাব—   [উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত সুরাইয়ার প্রবেশ।

সুরাইয়া। শাহাজাদা—শাহাজাদা—

দ্রুত দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। কোথায় শাহাজাদা—

সুরাইয়া। এইদিকেই ত এলো—

দিলীর। তবে গেল কোথায়?

সুরাইয়া। তাত বলতে পাচ্ছি না—

দিলীর। যদি জানতে পেরে থাকে—যদি পালিয়ে যায়; তাহ'লে সব আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

সুরাইয়া। যেভাবে মাতাল হ'য়ে পড়েছে—তাতে বেশী দূর যেতে পারবে না।

দিলীর। আজ রাত্রেই যদি ধরা না যায়—তা'হলে আর তাকে পাওয়া যাবে না।

সুরাইয়া। দুর্গের চারদিকে সশস্ত্র সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছি।

দিলীর। না—সব পণ্ড ক'রে দিলে! যদি জানতে পারে—যদি সৈন্যদল জেগে ওঠে—

সুরাইয়া। চিন্তা নেই,—আমি সব ব্যবস্থা করছি। শাহাজাদা—শাহজাদা উঠে আসুন শাহাজাদা। আমি আপনার জন্য এক পিয়ালা সিরাজী এনেছি।

তরবারি হস্তে মোয়াজ্জীমের প্রবেশ।

মোয়াজ্জীম। নেশা ছুটে গেছে বাঈজী।

দিলীর। শাহাজাদা—

মোয়াজ্জীম। শয়তান-শয়তানির অপূর্ব্ব মিলন—

সুরাইয়া। চুপ্ রও কম্‌বখত্—

মোয়াজ্জীম। বারে দুনিয়া কি হাল! কাশ্মীরের জঘন্য স্থান থেকে কুড়িয়ে এনে যাকে মাথায় করে রেখেছি,—সে আজ সুযোগ বুঝে কাল নাগিনীর মত দংশন করতে চায়।

দিলীর। শাহাজাদা। সম্রাটের আদেশে আপনি আমার বন্দী।

মোয়াজ্জীম। আমায় বন্দী করতে হলে স্বয়ং সম্রাটকেই আসতে হবে। সম্রাটের পা-চাটা গোলামের কাছে আমি বন্দীত্ব স্বীকার করবো না।

দিলীর। সাবধান শাহাজাদা। বাধা দিলে —আমি আপনাকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

মোয়াজ্জীম। তার আগেই আমি তোমায় কবরে পাঠাবো।

দিলীর। উত্তম! এইখানেই শাহাজাদার জীবনের অবসান হোক্। [উভয়ের যুদ্ধ, দিলীর খাঁ মোয়াজ্জীমকে আঘাত করিল।]

মোয়াজ্জীম। আঃ—দিলীর খাঁ, শয়তানির চক্রান্তে আজ আমি মাতাল, তাই এত সহজে তুমি আমায় আঘাত করতে পারলে?

দিলীর। বাঈজী! তুমি একে লক্ষ্য রাখ। আমি চল্‌লাম মহারাজ জয়সিংহের কক্ষে। [প্রস্থান।

মোয়াজ্জীম। হে বাতাস—তুমি উনপঞ্চাশ গতিতে ছুটে গিয়ে মহামান্য ভারত সম্রাটের কাণে আমার মৃত্যু সংবাদ পৌছে দাও। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে পিতার চোখে জল পড়ে, কিন্তু আমার পিতা ঔরঙ্গজেব

এই সংবাদে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।...পিতা! আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি। তবু আপনার বিচারে আমায় প্রাণ দিতে হ'লো।

স্বরাইয়া। কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে শাহাজাদা?

মোয়াজীম। কাশ্মীরি তস্‌বীর! পিতার আদেশে কাশ্মীরে গিয়ে তোর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে—তোকে নিয়ে এসে, জীবনে যে ভুল করেছি—আজ বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলাম।

[প্রস্থান।

স্বরাইয়া। না। এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নি শাহাজাদা! মোগল বাদশাহ বংশ যতদিন না ধ্বংস হবে, ততদিন কাশ্মীর ধ্বংসের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

অস্ত্রকরে আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। সাবধান শয়তানি—

স্বরাইয়া। না—না, আমি শয়তানি নই।

আনোয়ারী। কে তুমি?

স্বরাইয়া। আমি কাশ্মীরের রাজকন্যা—

আনোয়ারী। তুমি হিন্দুর মেয়ে!

স্বরাইয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি অবিবাহিতা হিন্দু রাজকন্যা।

আনোয়ারী। হিন্দু হয়ে মুসলমানকে জাত দিলে কেন?

স্বরাইয়া। সম্রাটের আদেশে মোগল সৈন্যরা কাশ্মীর ধ্বংস করে আমার চোখের সামনে আমার পিতা-মাতা ভাই-ভগ্নীকে হত্যা করে—আমার ধর্ম্ম নষ্ট করেছিলো।

আনোয়ারী। শাহাজাদার সঙ্গ নিয়েছিলে কেন?

স্বরাইয়া। মোগল রাজবংশ ধ্বংস করতে।

আনোয়ারী। মোগল রাজবংশের অসংখ শাখা প্রশাখার এই একটাই ছিল মানুষ।

সুরাইয়া। তাই ত ওকেই আমি আগে সরিয়ে দিলুম। পিতা! এতদিনে তোমার সর্ব্বহারা কন্যা, তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

আনোয়ারী। বাঈজী! শাহাজাদার হত্যাকারী ভেবে আমি তোমায় হত্যা করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার পরিচয় শুনে আমার অস্ত্র লুকিয়ে ফেলে তোমায় শুধু "মা" ব'লে প্রণাম করে যাচ্ছি (প্রণাম)

সুরাইয়া। সৈনিক! আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। রাত্রি প্রভাতে জগতের মানুষ আর আমায় দেখতে পাবে না। তোমারও সুযোগ এসেছে—এই বেলা কাজ সেরে নাও—

[প্রস্থান।

আনোয়ারী। আজ রাত্রেই কাজ শেষ করতে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুরন্দরের অপর অংশ।

অসুস্থ জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। আমি বাহিরে যাব। প্রকৃতির মুক্ত বায়ু সেবন করব।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। না। আপনি বাহিরে যেতে পারবেন না।

জয়সিংহ। আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য নই।

দিলীর। আজ আপনাকে আমার আদেশই মান্‌তে হবে।

জয়সিংহ। না, আমি মানব না—

দিলীর। সাবধান মহারাজ—

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ! ভয় দেখিয়ে জয়সিংহকে জয় করতে পারবেন না।

দিলীর। আমি শেষবার জানতে চাই, আপনি দিল্লী ফিরে যাবেন কি না?

জয়সিংহ। না—

দিলীর। মহারাজ—

জয়সিংহ। এ জীবনে আর আমি বাদশার মুখ দর্শন করব না।

দিলীর। সম্রাটের নিন্দাও আমি সহ্য করব না।

জয়সিংহ। প্রতিকার করবারও আপনার কোন উপায় নেই।

দিলীর। আমি আপনাকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়ে দেব!

জয়সিংহ। ভুলে যাবেন না দিলীর খাঁ—আপনি সম্রাট নন্। আমার মতই একজন গোলাম! আমার মত রাজভক্ত কর্ম্মচারীকে যে বন্দী করবার আদেশ দিতে পারে—আপনার মত পাঠানকেও সে জীবন্ত কবর দিতে পারে।

দিলীর। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করে শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—তাই সম্রাট আপনাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ! আমি যদি শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিতুম তাহলে ময়ূর-সিংহাসনে—আজও আলমগীর বসে থাকতেন না।

দিলীর। আপনি নেমকহারাম—বেইমান—

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ—

দিলীর। দস্যুদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে—আপনি মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চান্?

জয়সিংহ। দস্যু শিবাজী নয়—দস্যু আপনার প্রভু ঔরঙ্গজেব!

দিলীর। মহারাজ—

জয়সিংহ। সিংহাসন লাভের জন্য—যে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে

সহোদর ভাইদের হত্যা করে পুত্রকে ঘাতকের খড়্গতলে ফেলে দিতে পারে—ভৃত্যের রক্ত চুষে খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাকে যে বন্দী করতে আদেশ করে—সে মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী জীবন্ত শয়তান!

দিলীর। মহারাজ জয়সিংহ—

জয়সিংহ। উঃ, বড় পিপাসা! একটু জল—

দিলীর। জল? চন্দ্ররাও মহারাজকে জল দিয়ে যাও। [প্রস্থান।

জয়সিংহ। এত দয়া আপনার?

জলপাত্র হস্তে চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ।

চন্দ্ররাও। জল এনেছি মহারাজ—

জয়সিংহ। দাও, জল দাও—বড় পিপাসা। [চন্দ্ররাওয়ের হাত হতে জলপাত্র লইয়া পান করিলেন।] আঃ—! নাও! [পাত্রটি চন্দ্ররাওয়ের হাতে দিলেন] এ কি, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে, চোখে দেখ্‌ছি অন্ধকার! এ—কি জল? না বিষ?

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। ও জল নয় মহারাজ। বিষ—

জয়সিংহ। বিষ!!!

আনোয়ারী। হ্যাঁ—ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে আপনাকে বিষ খাওয়ান হয়েছে।

জয়সিংহ। ওঃ—বুকটা জ্বালা করছে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে। সম্রাট এতদিন পরে আমায় বিষ খাইয়ে মারলেন! যে ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসনে বসাতে মহাপ্রাণ দারার পক্ষ ত্যাগ ক'রে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম, আমারই বাহুবলে হিন্দুস্থানে যে অখণ্ড মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, সেই ঔরঙ্গজেব আমায় বিষ খাইয়ে মারলে!

আনোয়ারী। মহারাজ! এই ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্ম? দুনিয়ায় যে ভাল হয়, তাকেই সে সরিয়ে দেয়।

জয়সিংহ। সৈনিক! আমি যাব। কিন্তু যে সিংহাসনের মোহে ঔরঙ্গজেব জগতের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে—তাকেও একদিন আমার মত পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে। সেদিন শক্তি-সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সব ফেলে এইভাবে চলে যেতে হবে।

আনোয়ারী। আসুন মহারাজ!

জয়সিংহ। ভগবান! তুমিই এর বিচার কর। ঔরঙ্গজেবের মহাপাপের তুমি বিচার করো বিচারক! [উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্ররাও। দিলীর খাঁ আমাকে দিয়ে মহারাজকে বিষ খাওয়ালে!

পুনঃ দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। চন্দ্ররাও! মহারাজ জয়সিংহ অর্দ্ধ মৃত—তোমার উন্নতির পথ পরিষ্কার।

চন্দ্ররাও। আপনি আমাকে দিয়ে মহাপাপ করালেন?

দিলীর। দেশ—জাতি ভুলে, যে বিজাতির গোলামী করতে আসে তার আবার পাপের ভয়?

দ্রুত আনোয়ারীর প্রবেশ।

আনোয়ারী। মহারাজ জয়সিংহ মৃত!

দিলীর। চন্দ্ররাও! তুমি হিন্দু—তোমাকেই মহারাজের শবদাহ করতে হবে। [প্রস্থানোদ্যোগ] চন্দ্ররাওয়ের প্রস্থান

[নেপথ্যে—কামান গর্জ্জন ও "জয় মহারাজ শিবাজীর জয়"।]

দিলীর। এ কি দুর্গের মধ্যে শিবাজীর জয়ধ্বনি! কারা জয়ধ্বনি দিলে?

আনোয়ারী। মারাঠা সৈন্যরা—

দিলীর। মারাঠা সৈন্যরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল কি করে?

আনোয়ারী। দুর্গদ্বার দিয়ে—

দিলীর। দ্বার খুলে দিলে কে?

আনোয়ারী। রাতের অন্ধকারে আমি পিছন দ্বার খুলে দিয়েছি।

দিলীর। শয়তান মুসলমান কলঙ্ক—

আনোয়ারী। আমি মুসলমান নই জনাব!

দিলীর। তবে কে তুমি?

আনোয়ারী। আমি মারাঠা—আমি হিন্দু—আমি শিবাজীর সেনাপতি আবাজী।

দিলীর। আজ এইখানেই তোমার শয়তান জীবনের অবসান হোক্।
[আনোয়ারীকে হত্যায় উদ্যত]

দ্রুত রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘুনাথ। সাবধান দিলীর খাঁ—

[দিলীর খাঁ বাধা দিলেন, উভয়ের যুদ্ধ]

দিলীর। বর্ব্বর মারাঠা আমি তোমাদের জীবন্ত কবর দেব।

শিবাজীর প্রবেশ।

শিবাজী। মহারাজ জয়সিংহকে হত্যা করে নিজের কবর তুমি নিজেই খুঁড়েছ দিলীর খাঁ!

দিলীর। দস্যু শিবাজী—

শিবাজী। শিবাজী দস্যু নয় খাঁ সাহেব, দস্যু তারা, যারা গরীবের রক্ত শোষণ করে নিজেরা ভোগ বিলাসে ডুবে থাকে।

দিলীর। চন্দ্ররাও! এই বর্ব্বর দস্যুদলকে আক্রমণ কর।

[শিবাজী দিলীর খাঁ ও রঘুনাথ চন্দ্ররাওয়ের যুদ্ধ।]

শিবাজী। আফগান সেনাপতি! নিয়ে যাও শিবাজীর শক্তির পরিচয়! [দিলীর খাঁর তরবারি পড়িয়া গেল] রঘুনাথ! দেশদ্রোহী বেইমানের ইহলীলা শেষ করে দাও। [চন্দ্ররাওকে হত্যায় উদ্যত]

দ্রুত লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। ওঁকে হত্যা কর না, উনি তোমার অভাগিনী দিদির স্বামী!

রঘুনাথ। দিদি—!

লক্ষ্মীবাঈ। ভাই—

রঘুনাথ। দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী—চন্দ্ররাও তোমার স্বামী!

শিবাজী। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। মহারাজ—

[লক্ষ্মীবাঈ শিবাজীর পদধারণ করিলেন।]

লক্ষ্মীবাঈ। মহারাজ—পিতা! অভাগিনী কন্যার প্রতি নির্দ্দয় হবেন না!

শিবাজী। এখানেই আমার পরাজয় মা! শিবাজী নির্ভীক সৈনিক, কিন্তু মায়ের কাছে সে শিশুর মতই দুর্ব্বল। ভারতের সমস্ত নারীর মুখে আমি মায়ি জিজাবাঈয়ের আদল দেখ্‌তে পাই—তাদের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারি না। চন্দ্ররাও শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও মায়ের অনুরোধে তুমি মুক্ত।

চন্দ্ররাও। তোমার করুণায় আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যখন জয়লাভ করতে পারি নি—তখন তোমার অনুগ্রহ নিয়েও আমি বাঁচতে চাই না। [আত্মহত্যা করিলেন]

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামি!

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ, আমার মৃত্যুর পর গজপতি সিংহের কন্যা—রঘুনাথের ভগ্নী বিধবা হবে—আর সেই হবে আমার পরলোকের পাথেয়। [প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। স্বামি! স্বামি! [প্রস্থান।

রঘুনাথ। দিদি—দিদি—

শিবাজী। আফগান সেনাপতি দিলীর খাঁ! সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে সুদূর আফ্‌গানিস্থান হতে হিন্দুস্থানে এসে, হিন্দুর দেব-মন্দির

ধ্বংস করে হিন্দু নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, যে মহাপাপ তুমি করেছ—তার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড—

যশোবন্তসিংহের প্রবেশ।

যশোবন্ত। দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করুন মহারাজ!

শিবাজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ!

যশোবন্ত। মহারাজ শিবাজী! আপনার পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তি চূর্ণ হয়ে গেছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য আপনাকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেছে। সেই সঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী ধন-কুবের মহামান্য ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব, আপনাকে মহারাষ্ট্রের রাজা বলে স্বীকার করেছেন।

দিলীর। ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক স্বীকৃত মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজাকে আমরা অভিবাদন জানাই।

রঘুনাথ। মহারাজ এইবার আপনার অভিষেকের আয়োজন করি?

শিবাজী। অভিষেক হবে......তবে সে অভিষেক মহারাষ্ট্রের রাজার নয়, হবে দীন-দরিদ্র জাতির সেবকের। আমার শত সহস্র মারাঠাভাইয়ের রক্ত দিয়ে যে রাজ্য আমরা জয় করেছি,—সে রাজ্যে কোন রাজা থাকবে না। এই মহারাষ্ট্র হবে সাধারণ প্রজার,—আর আমি হব সেই প্রজার সেবক—মাতৃজাতির রক্ষক—গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক—ছত্রপতি—

সকলে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়।

[দিলীর খাঁ ও যশোবন্তসিংহ সামরিক কায়দায় শিবাজীকে অভিবাদন করিলেন। রঘুনাথ ও আনোয়ারী নিজ নিজ তরবারি দ্বারা তোরণ নির্ম্মাণ করিলেন। রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। শিবাজী চলিয়া গেলেন।]

———

যবনিকা।